সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

পঞ্চম খণ্ড

সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ	কমিশন প্রধান	
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের	সদস্য	
জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য	
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক	সদস্য	
ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট	সদস্য	
জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য	
জনাব ফিরোজ আহমেদ	সদস্য	
জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ	সদস্য	
জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪)
জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ -)।

সূচিপত্র

পঞ্চম খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)	
ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	১
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট-২২: রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রাপ্ত বিস্তারিত সুপারিশ	৫

কমিশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠানো রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের প্রস্তাব

১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	৫
২।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম	১৭
৩।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (NDM)	৪৫
৪।	নাগরিক ঐক্য	৪৯
৫।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	৫৩
৬।	ভাসানী অনুসারী পরিষদ	৫৭
৭।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	৫৮
৮।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	৬১
৯।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	৬৬
১০।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	৭১
১১।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	৭৫
১২।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর-চরমোনাই)	৮০
১৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	৯১
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	৯৪
১৫।	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)	৯৫
১৬।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	৯৬
১৭।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি	১০৪
১৮।	বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১০৭
১৯।	গণসংহতি আন্দোলন	১১০
২০।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১১৩
২১।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১২০
২২।	জাতীয় নাগরিক কমিটি	১২৩
২৩।	ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ	১৩১
২৪।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১৪৬
২৫।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১৫০
২৬।	গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (জোট)	১৭৬
২৭।	বারো দলীয় জোট (জোট)	১৮৫
২৮।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (জোট)	১৮৮

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কমিশনের নিকট পাঠানো রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাব

১।	১। বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র	১৯০
২।	২। খেলাফত মজলিস	১৯৭
৩।	৩। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	২০৩
৪।	৪। জাতীয় পার্টি (জাফর)	২১৫
৫।	৫। প্রগতিশীল গ্রীন পার্টি	২১৬
৬।	৬। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	২২৩

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সংস্কার'–এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।"

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের

সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই-মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রাপ্ত বিস্তারিত সুপারিশ

২

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ ২৮/১, নয়াপল্টন, ভি.আই.পি রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৩৬১০৬৪ ফ্যাক্স: ৮৩১৮৬৬৭ E-mail: bnpcentral@gmail.com
চেয়ারপার্সনের কার্যালয় ঃ বাসা নং-০৬, রোড নং-৮৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ফোন: ৯৮৮৩৪৬২ ফ্যাক্স: ৯৮৮৩৪৫২ E-mail: bnpcpo@gmail.com

২৫ নভেম্বর ২০২৪ ইং

বরাবর
অধ্যাপক আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শের-এ-বাংলানগর, ঢাকা।

সূত্রঃ স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪.১৭ তারিখ ২১ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
শুভেচ্ছা জানবেন। সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশন হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র পক্ষ হতে সংযুক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হল। উক্ত প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধিত হলে কাঙ্খিত সংস্কার সম্ভব হবে বলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনে করে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহের বেশ কিছু বিষয় পঞ্চদশ সংশোধনের বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিচারাধীন রয়েছে।

দুঃখিত, আপনার প্রেরিত ফরমেট অনুযায়ী প্রস্তবনা সমূহ সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি, তবে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের দফা ওয়ারি প্রস্তাবনা পেশ করা হল।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র পক্ষ হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশনের সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

সংযুক্তিঃ সংবিধান সংশোধন এর জন্য বিএনপি'র পক্ষ থেকে অনুচ্ছেদ/ দফা ওয়ারী প্রস্তাবনা সমূহ ১১ (এগার) পাতা।

এতদসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি- জনাব সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বিএনপি।

ফোন নংঃ +৯১৯২৩৩৯২১৮৪৩(WhatsApp), +৮৮০১৭১১৪০২৪৪২
ইমেইলঃ salahuddin.exminister@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
১.	প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম এর বাংলা অনুবাদ এর পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বাংলা পাঠ (পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে) সংযোজিত হয়েছে।	সংযোজিত অতিরিক্ত বাংলা পাঠ অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
২.	প্রস্তাবনা (Preamble)'র মূলপাঠ	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় প্রথম এবং দ্বিতীয় প্যারায় আরো দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। ▪ আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; ▪ [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। এবং পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্ব অবস্থায় বহাল করতে হবে।

প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
৩.	অনুচ্ছেদ ২ক (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪.	অনুচ্ছেদ ৪ ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।
৫.	অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসাবে 'বাঙ্গালী' বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বের বিধান বহাল করতে হবে।

৬.	অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, ছুগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধান বাতিল, ছুগিতকরণ, ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।
৭.	অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধানের একটি বিরাট অংশকে সংশোধন-অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
৮.	অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ সংশোধন করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৯.	অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
১০.	অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
১১.	অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
১২.	অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।	সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
১৩.	অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে নতুনভাবে সংযোজিত দফা (৩) এ বলা হয়েছে: "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পঞ্চদশ সংশোধনীপূর্ব অনুচ্ছেদ ১০ পূর্ব অবস্থায় পুনর্বহাল করতে হবে। তাহলে অত্র অনুচ্ছেদ ১৯(৩) অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে।
১৪.	অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।

১৫.	অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদের দফা (২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিশেষ দিকনির্দেশনা ছিল।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।

তৃতীয় ভাগঃ মৌলিক অধিকার

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
১৬.	অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
১৭.	অনুচ্ছেদ ৪২ (সম্পত্তির অধিকার)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৪২(৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় Proclamations (Amendment) Order, ১৯৭৭ জারির পূর্বে কোন আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রাষ্ট্রায়ত্বকরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
১৮.	অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
১৯.	অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে- ▪ দফা (২) এ একটি ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে উক্ত দফাকে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে; এবং ▪ দফা (৩) সংশোধনের মাধ্যমে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য অসামরিক ব্যক্তি ও সংগঠনের বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।	জুলাই গণহত্যা, ২০২৪ এর বিচারের স্বার্থে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বহাল রাখতে হবে।

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
২০.	অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি)	দফা (৩) অনুসারেঃ এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন	রাষ্ট্রপতির পদকে অধিকতর ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে- দফা (৩)এর পর এরূপভাবে দফা ৩ (ক) সংযোজন করা যেতে পারেঃ 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনে যদি বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি উক্ত আইনে তাঁহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না'।
২১.	[অনুচ্ছেদ ৫৩ক (উপ-রাষ্ট্রপতি)]	(নতুনভাবে প্রস্তাবিত অনুচ্ছেদ)	নতুন একটি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ৫৩(ক) সংযোজনের মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। **সম্ভাব্য রূপরেখা** ▪ যোগ্যতা, নির্বাচন, পদের মেয়াদ ও অভিশংসনঃ রাষ্ট্রপতি পদের অনুরূপ ▪ ক্ষমতাঃ (১) রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন; (২) সংসদের উচ্চ কক্ষের স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন। (ক্রমিক নং ২৮ এ উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।)
২২.	অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার)	বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, স্পীকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।	অত্র অনুচ্ছেদে স্পীকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে।
২৩.	অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)	বর্তমান বিধানঃ (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।	উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৫৬ এর দফা (১) ও (২)-এ তে প্রযোজ্য স্থানে 'মন্ত্রী' শব্দের পূর্বে 'উপ-প্রধানমন্ত্রী' শব্দ সংযোজিত হইবে।
		(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেনঃ	
		দফা (৩) অনুসারেঃ যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট	অত্র অনুচ্ছেদের দফা (৩)এ এরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারেঃ 'তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি

		প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।	পর পর দুইবারের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না'।
২৪.	[অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ)	ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বরত অবস্থায় সংবিধানে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত বিধানসমূহের কার্যকারিতা স্থগিত করেছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।	অত্র অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করতে হবে।
২৫.	২ক পরিচ্ছেদ - নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারঃ অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ)	ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংযোজিত অত্র পরিচ্ছেদটির মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।	অত্র পরিচ্ছেদটি (অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ) পুনর্বহাল করতে হবে।
২৬.	অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬০ (স্থানীয় সরকার)		উক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের কিছু সংশোধনী / সংযোজনী পরবর্তীতে প্রস্তাব করা হবে।
২৭.	অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। (তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূণর্বহাল এর সাথে সম্পর্কিত)।

পঞ্চম ভাগ ঃ আইনসভা

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
২৮.	অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা-সদস্যদের সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করা হয় এবং সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ২৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়।	এই বিষয়ে কয়েকদিন পরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হবে।
			সংসদকে অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হচ্ছে। উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অত্র অনুচ্ছেদে নিম্ন লিখিত রূপরেখা অনুযায়ী সংশোধনী আনয়ন করা যেতে পারে। **সম্ভাব্য রূপরেখা** ▪ নাম: উচ্চ কক্ষের নাম হবে 'সিনেট'। নিম্ন কক্ষের নাম থাকতে পারে 'সংসদ'। ▪ আসন সংখ্যা: সিনেটের আসন সংখ্যা হইবে অনুন্য ৫০

			(পঞ্চাশ)। ▪ নির্বাচন পদ্ধতিঃ সংরক্ষিত মহিলা-সদস্যদের নির্বাচনে অনুসৃত বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী সিনেট সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। ▪ কার্যাবলীঃ সংসদে পাস হওয়া বিল সিনেটে সুপারিশ / পুণর্বিবেচনার জন্য সিনেটে প্রেরিত হইবে। সিনেট এরূপ বিল সুপারিশ সহ/সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত প্রেরণ করিতে পারিবে। উক্ত বিল সংসদে পাস হইলে, সিনেটে অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে। ▪ একজন ব্যক্তি সিনেট সদস্য হিসেবে কেবল এক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন।
২৯.	অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধান সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। সার্বিক বিচারে উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্বতন বিধানসমূহ স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৩০.	অনুচ্ছেদ ৬৮ (সংসদ-সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বেতনকে 'পারিশ্রমিক' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৩১.	অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া)	Floor Crossing সংক্রান্ত বিধিনিষেধ	সংসদকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে ৭০ অনুচ্ছেদে Floor Crossing সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে। সেই লক্ষ্যে নিম্ন লিখিত ভাবে (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাইতে পারেঃ (খ) 'সংসদে আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয়ে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন', তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।

৩২.	অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৩৩.	অনুচ্ছেদ ৮০ (আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৪) সংশোধন করা হয়েছে। পূর্বতন বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠানো বিল মোট সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা গৃহীত হবার বাধ্যবাধকতা ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনী এক্ষেত্রে উপস্থিত সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা এরূপ বিল গৃহীত হবার সুযোগ তৈরী করেছে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৩৪.	অনুচ্ছেদ ৮২ (আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ)	অত্র অনুচ্ছেদে পঞ্চদশ সংশোধনী কর্তৃক আনীত পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বতন বিধান স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৩৫.	অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (১) এ পরিবর্তন আনা হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।

ষষ্ঠ ভাগঃ বিচারবিভাগ

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
৩৬.	অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	অত্র অনুচ্ছেদে বিচারক পদের যোগ্যতা হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসেবে বা বিচার বিভাগীয় পদে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত উল্লেখ করা আছে। অভিজ্ঞতার সময়কালকে পনের বৎসরে উন্নীত করা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৩৭.	অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকদের পদের মেয়াদ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। পরবর্তীতে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিলুপ্ত করে সংসদ কর্তৃক অপসারণের বিধান করা হয়।	ষোড়শ সংশোধনী ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় পূর্বতন বিধান পুনঃবহাল হয়েছে।

৩৮.	অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনটি নিতান্তই ভাষাগত। বাস্তবক্ষেত্রে এর তাৎপর্য নেই বললেই চলে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৩৯.	অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৪০.	অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪১.	অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪২.	অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪৩.	অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে অধিকারবলে আপীল করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪৪.	অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধানমতে - সুপ্রীম কোর্টে এর কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে ১১৬ অনুচ্ছেদের (সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ) অধীন দায়িত্বসমূহ অর্পণ করিতে পারিবে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪৫.	অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে অধঃস্তন সকল আদালতের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল। সংশোধনীর মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতের পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালকেও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধীন করা হয়েছে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪৬.	অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)	'বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে'।	**অনুচ্ছেদ ১১৬ সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিধান যুক্ত করিতে হইবে।** উপরোক্ত উদ্দেশ্য পুরনকল্পে নিম্নোক্ত উপায়ে **Lower Judicial Council** গঠনের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

		[পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।]	▪ গঠন: প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপীল বিভাগের একজন এবং হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে কাউন্সিলটি গঠিত হইবে। ▪ ক্ষমতা: অধঃস্তন আদালতসমূহের কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য ইত্যাদি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪৭.	অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪৮.	অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কমিশনারের সর্বোচ্চ সংখ্যা চারজনে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে এ সংখ্যা অনির্দিষ্ট ছিল।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৪৯.	অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে ভোটার হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৫০.	অনুচ্ছেদ ১২৩ (নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ বহাল রেখে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করা হয়।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৫১.	অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নতুনভাবে দফা (গ) সংযোজন করে বলা হয়েছে যে, কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।	সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।

অষ্টম ভাগঃ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

(অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে)

নবম ভাগঃ বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

(অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে)

নবম-ক ভাগঃ জরুরী বিধানাবলী

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
৫২.	অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরী-অবস্থা ঘোষণা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে জরুরী অবস্থার নির্ধারিত মেয়াদ (১২০ দিন) সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ধিত করার সুযোগ ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উহা রহিত করা হয়। সার্বিক বিচারে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বিভ্রান্তিকর ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপজ্জনক।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।

দশম ভাগঃ সংবিধান-সংশোধন

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
৫৩.	অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত: গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৫৪.	অনুচ্ছেদ ১৪৫ক (আন্তর্জাতিক চুক্তি)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।	প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৫৫.	অনুচ্ছেদ ১৪৭ (কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৫৬.	অনুচ্ছেদ ১৫০ (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন সময়কালকে সাংবিধানিকভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানে নতুন তিনটি তফসিলে ৭ মার্চের ভাষণ, তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম ইত্যাদি সংযোজনের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রচারপত্রে পরিণত করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৫৭.	অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।

তফসিলসমূহ

নং	অনুচ্ছেদ / অংশ	বিষয়বস্তু	সংস্কার প্রস্তাব
৫৮.	প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ সংযোজন করে উক্ত আইনকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া হয়েছে।	সংশোধিত তফশিলটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।
৫৯.	তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে (ক) রাষ্ট্রপতির শপথের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে স্পীকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং (খ) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে আনীত পরিবর্তনকে রহিত করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। ❖ উপ-রাষ্ট্রপতির শপথের ফরম সংযুক্ত করতে হবে।
৬০.	চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে উল্লিখিত স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী রহিত করা হয়েছে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৬১.	পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৬২.	ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।
৬৩.	সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
Bangladesh Jamaat-e-Islami

বিজেআই(কে/অ) ০৪/২০২৪ তারিখ: ২৫ নভেম্বর, ২০২৪

বরাবর

প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন,
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা।

সূত্র: সংবিধান সংস্কার কমিশনের স্মারক নং ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪-২৫ তারিখ: ০৬ নভেম্বর, ২০২৪

জনাব

উপরোক্ত বিষয়ের সূত্রোক্ত স্মারকের বরাতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা চাওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিস্তারিত সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হলো।

২. আমাদের প্রস্তাবের প্রাপ্তি স্বীকার করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

মাআ'সসালাম

২৫/১১/২৪

মিয়া গোলাম পরওয়ার
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

505, Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217
Web: www.jamaat-e-islami.org, Email: info@jamaat-e-islami.org
jamaat-e-islami.org bji.official BJI_Official bjiofficial

ছক ১- সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কী ধরণের সংস্কার প্রস্তাব করছে, বর্ননা করুন।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

১.	প্রস্তাবনা অংশে জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি থাকতে হবে।
২.	জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজ হবে এই সংবিধানের মুলনীতি।
৩.	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, তবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমায় বিদ্যমান অন্যান্য ভাষার নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
৪.	বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবে।
৫.	অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত ঘোষনা।
৬.	অনুচ্ছেদ ৪৬ বিলুপ্ত ঘোষনা।
৭.	নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে ।
৮.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের মৌলিক অধিকার থাকবে না।
৯.	ধারা ৫৮এ: জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (যেমন, জাতিসংঘ) থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব থাকা উচিত।
১০.	সংবিধানের সংশোধনীর জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে এবং গণভোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১১.	অনুচ্ছেদ ১৫০(২) এবং শিডিউল ৫,৬ এবং ৭ বিলুপ্ত ঘোষনা করতে হবে।

মানবাধিকার সুরক্ষা

১২.	জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানবলী বিলুপ্ত অথবা যদি রাখা হয় তবে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার অনুমতি

	দেয়া যাবে না
১৩.	নিবর্তনমুলক আটক সংক্রান্ত বিধানাবলি বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করা।
১৪.	অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) এবং ৪৭ক বিলুপ্ত ঘোষনা।
১৫.	অনুচ্ছেদ ১০২(৫) বিলুপ্ত ঘোষনা।
১৬.	অনুচ্ছেদ ১২২(৬) বিলুপ্ত ঘোষনা।
১৭.	অনুচ্ছেদ ৩৮ এবং ৩৯ থেকে অযৌক্তিক শর্তগুলো বাদ দিতে হবে। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।
১৮.	তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে।
১৯.	অনুচ্ছেদ ১৫ তে মৌলিক চাহিদা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটার প্রয়োগযোগ্যতা নেই তাই সংবিধানে এগুলার অবস্থান অপ্রয়োজনীয়।

নির্বাহী বিভাগ

২০.	রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নাম প্রস্তাব করবে এবং উচ্চকক্ষে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে।
২১.	প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত।
২২.	প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার সমতা বজায় রাখতে, অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য দুটি তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা নির্ধারণ করা উচিত।

আইনসভা

২৩	আমাদের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা ভাবা উচিত। একটি উচ্চ কক্ষ হবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা, শীর্ষ আদালতের বিচারকরা, বুরোক্র্যাটরা, সামরিক কর্মকর্তারা এবং শান্তি ও কৌশল, শ্রম,

	শিল্প, বৈদেশিক নীতি, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ, ধর্ম, নদী ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য থাকবে। উচ্চ কক্ষে ১৫১টি আসন থাকতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
২৪.	অনুচ্ছেদ ৬৭ এবং ৭০: ফ্লোর ক্রসিং বর্তমানে বন্ধ করা উচিত নয়, এটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে যুক্ত করা হয়েছিল, আমরা এটি আরও দুইটি মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে চাই, এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল আইনের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা যুক্ত করা উচিত; যদি রাজনৈতিক দলগুলির সংস্কার হয়, তাহলে এমপিদের বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনুচ্ছেদ ৭০ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।
২৫.	আমাদের সংবিধানে সংসদীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল এবং ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির একটি মিশ্রণ রাখা উচিত, যাতে পূর্ণাঙ্গ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এড়ানো যায় এবং কোন দল যেনো স্বৈরশাসক হয়ে উঠতে না পারে।
২৬.	অনুচ্ছেদ ৭৬ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত বা স্বতন্ত্র এমপিদের হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান আশা করেছিল যে, এই কমিটিগুলি আইনপ্রণয়ন এবং নীতিমালা নির্ধারণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সংসদীয় কার্যবিধির বিধি ২৪০ অনুযায়ী, প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ নির্ধারিত হয়েছে। এটি ৯/১১/১৩ হওয়া উচিত, একটি বিজোড় সংখ্যা, এবং স্থায়ী কমিটির মতামত উর্ধ্বতন কক্ষে তাদের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা উচিত। আজকাল, সংসদীয় কমিটিগুলিকে সমালোচক/বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ "ঘুমন্ত কমিটি" বলে অভিহিত করছেন, কারণ তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে (দক্ষতার অভাবে বা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে)।
২৭.	মহিলাদের জন্য কোনও সংরক্ষিত আসন বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না। বরং, উচ্চ কক্ষে মহিলাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যাতে মহিলা উদ্যোক্তা, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ, আরএমজি, শ্রম বাজার, জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি থেকে মহিলাদের

	প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।

বিচার বিভাগ

২৮.	সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকবে। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যে, অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।
২৯.	সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য একটি কলিজিয়াম সিস্টেম থাকা উচিত। আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। supersession (অগ্রাহ্য করে নিয়োগ) সংস্কৃতির অবসান ঘটানো উচিত। আপিল বিভাগে নিয়োগের জন্য, অত্যন্ত দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরাসরি বার থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত।
৩০.	বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচারপতিদের শৃঙ্খলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে, ১৫তম সংশোধনের আগে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের প্রক্রিয়া ছিল, তা সংশোধন করা উচিত কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রস্তাবনা	প্রথম প্যারা	আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;	আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; **এবং ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র কায়েম রাখার সর্বাত্মক সংগ্রাম করিয়া যাইতেছি।**	
প্রস্তাবনা	দ্বিতীয় প্যারা	আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে	আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতা ও **গণতন্ত্র** রক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - **জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর**	

			উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজের সেই সকল আদর্শ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি।	
	অনুচ্ছেদ ১	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে	বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হবে যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে	
	অনুচ্ছেদ ৩	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, তবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমায় বিদ্যমান অন্যান্য ভাষার নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।	
	অনুচ্ছেদ ৪ক	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে	বিলুপ্ত	এসব তুচ্ছ ব্যাপার সংবিধানে থাকা অপ্রয়োজনীয়

	অনুচ্ছেদ ৬(২)	বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।	বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।	বাঙালি শব্দটির জাতিগত অর্থ রয়েছে যা বাংলাদেশের সকল জাতিগোষ্ঠিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তাই এটি এড়ানো উচিত।
	অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ	৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় - (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে। (২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত- (ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা	বিলুপ্ত	ধারা ৭এ সামরিক অধিগ্রহণ প্রতিরোধে অকার্যকর। ৫ আগস্ট তার একটি উদাহরণ। এছাড়া এই ধারা গণের ইচ্ছা যা সাংবিধানিক প্রাধান্যের মূল ভিত্তি, তাকে অবদমিত করে। ধারা ৭এ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের একটি ভাল কারণ। ৭বি বাতিল করা উচিত কারণ আপনি ভবিষ্যত পার্লামেন্টকে বাধ্য করতে পারেন না। এবং শুধুমাত্র আদালতই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কী কী মৌলিক গঠন এবং

		উদ্ধানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে- তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।		কী নয়।
	অনুচ্ছেদ ৮	জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও	জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,	

	(১)	ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে	অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি।	
	অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০, ১২	জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা	বিলুপ্ত	
	অনুচ্ছেদ ১৫	রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও	মৌলিক চাহিদা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।	এটার প্রয়োগযোগ্যতা নেই তাই সংবিধানে এগুলার অবস্থান অপ্রয়োজনীয়।

		অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।		
	অনুচ্ছেদ ৩০	রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।	বিলুপ্ত	উপাধি/সম্মান/পুরস্কার গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন চাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এছাড়া, ধারা ৩০ একটি নিষ্প্রভ বিধান কারণ এর মধ্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই, যদিও অনেকবার এই বিধান লঙ্ঘন হয়েছে। বহু নাগরিক এমবিই, ওবিই এবং এমনকি নাইটহুড অর্জন করেছেন। ধারা ৩০ বাতিল করা যেতে পারে।

	অনুচ্ছেদ ৩৩	(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা	নিবর্তনমূলক আটক সংবলিত বিধানাবলি বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করা।	গ্রেফতার' শব্দটি বিচারিক ব্যাখ্যার আলোকে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। পুলিশ ও বিচার বিভাগ গ্রেফতার শব্দটি অপব্যবহার করেছে এবং এর স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন। প্রতিরোধমূলক হেফাজতের সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত অথবা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া উচিত, কারণ এগুলি প্রায়ই বিরোধী দল দমন করতে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে অপব্যবহৃত হয়েছে। এমন ব্যবস্থা সংবিধানের আত্মার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন করে। যদিও সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সম্ভব নাও হতে পারে, তবে

		(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক		অপব্যবহার প্রতিরোধে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমানে, একজন ব্যক্তিকে ছয় মাস পর্যন্ত তার মৌলিক অধিকার ছাড়াই আটক রাখা যেতে পারে যদি একটি পরামর্শক কমিশন এটি অনুমোদন করে। এই পরামর্শক বোর্ড, যার মধ্যে একটি সরকারী কর্মচারী রয়েছে, বিচারিক স্বাধীনতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে, কারণ এটি যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার পরিবর্তে, সরকারের স্বার্থে কাজ করতে পারে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তি নিজের পক্ষে প্রতিরক্ষা করার সুযোগ ছাড়াই, দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক থাকতে

		করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]		পারে, যা ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার পরিপন্থী। অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং যথাযথ প্রক্রিয়া রক্ষা করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য।
	অনুচ্ছেদ ৩৮	জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার	জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে	অযৌক্তিক শর্তাবলী বিলুপ্ত ঘোষনা। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

		থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা (ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।		
	অনুচ্ছেদ ৩৯	(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে	(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২)(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।	বাধানিষেধ বিলুপ্ত। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

		(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।		
	অনুচ্ছেদ ৪৬	এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।	বিলুপ্ত	বৈষম্যমূলক এবং আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা আর নেই।
	অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) এবং ৪৭ক	৪৭ (৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের	বিলুপ্ত	এ ধারাদ্বয় প্রক্রিয়ার অপব্যবহারে পরিণত হয়েছে। এ ধারাগুলো প্রিসাম্পশন অফ

		অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য২৮[বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। ৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে,		ইনোসেন্স ধারণার বিপরীত। এই দুটি ধারা পুনর্বিবেচনা করা উচিত কারণ এই বিধানগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) তে অপব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ৪৭(৩) এবং ৪৭ক আইসিটিতে মৌলিক অধিকার এবং সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার ও প্রতিকারের প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করে। ধারা ৩৫, যা ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার রক্ষা করে, তা প্রযোজ্য নয়। এই অব্যাহতি সাংবিধানিকভাবে প্রাপ্য অধিকারগুলোকে অপ্রযোজ্য করে দেয়। আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রাখতে, আইসিটি

		তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।		আইনটি সংশোধন করতে হবে এবং ধারা ৪৭(৩) এবং ৪৭এ এর বিধানগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
	অনুচ্ছেদ ৪৮	রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত	রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নাম প্রস্তাব করবে এবং উচ্চকক্ষে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে।	
	অনুচ্ছেদ ৫৭ এবং ৭২	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ, সংসদের অধিবেশন ভেঙে দেওয়া সম্পর্কিত	প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত	যেমনটি জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। এজন্যে ধারা ৪৮(১) এবং (৩), ৫৭ এবং ৭২ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা দরকার।
	অনুচ্ছেদ ৫২	(১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ	(১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার	এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, এমপিদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রেসিডেন্টের অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপন করতে

		অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।...	**অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে** অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।...	পারে। এর ফলে প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিশংসনের শিকার হতে পারেন। প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার সমতা বজায় রাখতে, অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য দুটি তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা নির্ধারণ করা উচিত।
	অনুচ্ছেদ ৬৫	(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব	বর্তমানে এমন সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন নেই। উচ্চকক্ষে ২০ টি আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে।	যুক্তরাজ্যের মতো ম্যাচিউর সংসদে হাউস অব কমন্সে মহিলাদের জন্য কোনও সংরক্ষিত আসন নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন সংরক্ষণ কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না। বরং, উচ্চ কক্ষে মহিলাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষণ করা

		পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।] (৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।		যেতে পারে, যাতে মহিলা উদ্যোক্তা, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ, আরএমজি, শ্রম বাজার, জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি থেকে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।
	অনুচ্ছেদ ১০২	(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত	বিলুপ্ত	ডিফেন্স সার্ভিসের সঙ্গে সম্পর্কিত আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলির জুডিশিয়াল রিভিউয়ের বাইরে রাখা হলে অভিযুক্তদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। জুডিশিয়াল

		যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।		রিভিউ, অবাধ ক্ষমতার উপর একটি বাধা হিসেবে কাজ করে, নিশ্চিত করে যে, সামরিক কর্মীসহ সকল ব্যক্তির সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সামরিক আদালতগুলোকে জুডিশিয়াল রিভিউয়ের বাইরে রেখে অতিরিক্ত সরকারী প্রভাবের ঝুকি তৈরী হতে পারে, যা ব্যক্তিদের ন্যায্য আচরন পাওয়ার অধিকার নষ্ট হতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি অধিকারগুলির মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং জুডিশিয়াল রিভিউ সেই অধিকারগুলি

				সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, একই সাথে সামরিক বাহিনীকে কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করতে পারে।
	অনুচ্ছেদ ১২২	**ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা:** (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।	বিলুপ্ত	এই ধারাটির আজকের দিনে কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে, যেমন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, বিশেষ করে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতির সাথে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি ভিত্তি, যা নিশ্চিত করে

				যে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ রয়েছে। এমনকি যারা গুরুতর অভিযোগ যেমন দেশদ্রোহের মুখোমুখি, তাদেরও বাদ দেওয়া অন্যায় এবং অসমতা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। গণতন্ত্র ইনক্লুজিভিটির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে, এবং সকল নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার দেয়, সমাজ গঠনে সকলে যে অংশীদার তা নিশ্চিত করে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করে, তাদের লিঙ্গ, বর্ণ, সামাজিক অবস্থা,

				ধনসম্পদ, রাজনৈতিক অবস্থান বা অন্যান্য কোন মানদণ্ড নির্বিশেষে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। তাছাড়া, যেসব ব্যক্তিকে সহযোগীদের আদেশে দণ্ডিত করা হয়েছে, তারা আর জীবিত নেই।
	অনুচ্ছেদ ১৪১ক-১৪১গ	জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানবলী	বিলুপ্ত অথবা যদি রাখা হয় তবে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার অনুমতি দেয়া যাবে না।	জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান আধুনিক সংবিধানে থাকা উচিত নয়।
	অনুচ্ছেদ ১৪২	এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও- (ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, (অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না	সংবিধানের সংশোধনীর জন্য উর্ধ্বতন কক্ষের ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন। যদি এটি অনুমোদিত না হয়, তবে গণভোটে নিয়ে যেতে হবে।	সংসদকে অত্যধিক ক্ষমতাশালী করা উচিত নয়।

		থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না; (খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।		
	অনুচ্ছেদ ১৪৫	চুক্তি ও দলিল	(সংযোজন) খসড়াগুলি কার্যকরের আগে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হবে।	
	অনুচ্ছেদ ১৪৫ক	বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ	আন্তর্জাতিক চুক্তি খসড়া সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি(গুলির) সামনে উপস্থাপন করা হবে, এরপর	

		করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।	সংসদের সামনে উপস্থাপন করার পরেই তা কার্যকর করা হবে। এটি সংশ্লিষ্ট ন্যায়পালের সামনেও উপস্থাপন করা হবে।	
	অনুচ্ছেদ ১৫০(২) এবং শিডিউল ৫, ৬ এবং ৭		বিলুপ্ত	

বর্তমান সংবিধান সম্পর্কে ভিন্ন কোন প্রস্তাব থাকলে শিপিবদ্ধ করুন

১.	তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে।
২.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের মৌলিক অধিকার থাকবে না।
৩.	ধারা ৫৮এঃ জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (যেমন, জাতিসংঘ) থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব থাকা উচিত।
৪.	আমাদের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা ভাবা উচিত। একটি উচ্চ কক্ষ হবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা, শীর্ষ আদালতের বিচারকরা, বুরোক্র্যাটরা, সামরিক কর্মকর্তারা এবং শান্তি ও কৌশল, শ্রম, শিল্প, বৈদেশিক নীতি, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ, ধর্ম, নদী ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য থাকবে। উচ্চ কক্ষে ১৫১টি আসন থাকতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
৫.	আমাদের সংবিধানে সংসদীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল এবং ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির একটি মিশ্রণ রাখা উচিত, যাতে পূর্ণাঙ্গ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এড়ানো যায় এবং কোন দল যেনো স্বৈরশাসক হয়ে উঠতে না পারে।

৬.	অনুচ্ছেদ ৬৭ এবং ৭০: ফ্লোর ক্রসিং বর্তমানে বন্ধ করা উচিত নয়, এটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে যুক্ত করা হয়েছিল, আমরা এটি আরও দুইটি মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে চাই, এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল আইনের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা যুক্ত করা উচিত; যদি রাজনৈতিক দলগুলির সংস্কার হয়, তাহলে এমপিদের বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনুচ্ছেদ ৭০ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।
৭.	অনুচ্ছেদ ৭৬ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত বা স্বতন্ত্র এমপিদের হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান আশা করেছিল যে, এই কমিটিগুলি আইনপ্রণয়ন এবং নীতিমালা নির্ধারণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সংসদীয় কার্যবিধির বিধি ২৪০ অনুযায়ী, প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ নির্ধারিত হয়েছে। এটি ৯/১১/১৩ হওয়া উচিত, একটি বিজোড় সংখ্যা, এবং স্থায়ী কমিটির মতামত উর্ধ্বতন কক্ষে তাদের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা উচিত। আজকাল, সংসদীয় কমিটিগুলিকে সমালোচক/বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ "ঘুমন্ত কমিটি" বলে অভিহিত করছেন, কারণ তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে (দক্ষতার অভাবে বা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে)।
৮.	সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকবে। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যে, অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।
৯.	সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য একটি কলিজিয়াম সিস্টেম থাকা উচিত। আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। supersession (অগ্রাহ্য করে নিয়োগ) সংস্কৃতির অবসান ঘটানো উচিত। আপিল বিভাগে নিয়োগের জন্য, অত্যন্ত দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরাসরি বার থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত।
১০.	বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচারপতিদের শৃঙ্খলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে, ১৫তম সংশোধনের আগে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের প্রক্রিয়া ছিল, তা সংশোধন করা উচিত কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

১১.	নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে ।

ধন্যবাদান্তে

মিয়া গোলাম পরওয়ার
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ · স্বাধীনতার চেতনা · ধর্মীয় মূল্যবোধ · জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র

এনডিএম
NDM

সূত্রঃ এনডিএম/দ/সস-২০২৪-১১০ তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

বরাবর
অধ্যাপক আলী রিয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত এনডিএম এর প্রস্তাবনা।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সংবিধান সংস্কারে আমাদের কাছে প্রস্তাবনা চেয়ে আপনার পাঠানো চিঠির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আমরা মনে করি, ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশের নির্বাচিত কোন সংসদে নয় বরং ১৯৭০ এর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংবিধান। এখানে মুজিববাদকে কায়েম করতে আওয়ামী লীগ তাঁদের দলীয় এজেন্ডা এবং রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলো যা গত সাড়ে ১৫ বছরে শেখ হাসিনার দানবীয় ফ্যাসিষ্ট সরকার পূর্ণতা দিয়েছে।

আমরা পরিবর্তিত সংবিধানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয় ধারা এবং বিধিমালা সংবিধানে সংযোজিত দেখতে চাই যা মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূলনীতিকে ধারণ করবে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এবং ফ্যাসিবাদকে চিরতরে রুখে দিবে।

এনডিএম সংবিধানের আদর্শিক এবং কাঠামোগত সংস্কার চায়। সংবিধান সংস্কারে আমাদের দলীয় নীতিনির্ধারণী পরিষদে অনুমোদিত প্রস্তাবনাসমূহ কমিশন কর্তৃক প্রেরিত নির্ধারিত ছকে সন্নিবেশিত করে আপনার সদয় বিবেচনার জন্য এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনার নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা জাতির উদ্দেশ্যে পেশ করতে সক্ষম হবে।

জয় বাংলাদেশ।

ধন্যবাদান্তে,

ববি হাজ্জাজ
চেয়ারম্যান
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

REG NO. 0 4 3

এনডিএম
NDM

সূত্রঃ এনডিএম/দ/সস-২০২৪-১১০ তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

সংবিধান সংস্কারে এনডিএম এর প্রস্তাবনা

ছক-১ ও ছক-২ এর সম্মিলিত উত্তর

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কি ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করেছে, তা বর্ণনা করুন।

১। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং ফ্যাসিবাদকে রুখে দেওয়া

বাংলাদেশের সংবিধান মূলত রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা বা ঘোষণাপত্র এবং সরকারের ক্ষমতা বা এখতিয়ার এই দুইভাগে বিভক্ত। সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রের যে চরিত্র বা মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তা আদালতের মাধ্যমে "বলবৎযোগ্য" নয় বলে ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে "মূলনীতি" পরিণত হয়েছে সরকারের বা নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছাধীন বিষয়। এই ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে।

আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয় ধারা এবং বিধিমালা সংবিধানে সংযোজিত দেখতে চাই যা মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূলনীতিকে ধারণ করবে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এবং ফ্যাসিবাদকে চিরতরে রুখে দিবে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশ (৫০টির বেশি) অনুচ্ছেদকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় যা বর্তমান সংবিধানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শাসনকে দীর্ঘায়িত করার একটি অপকৌশল। এর মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহতা নিশ্চিত করার সুযোগকে মারাত্মকভাবে রহিত করা হয়েছে। আমরা সংবিধানের যেকোনো ধারাকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সংশোধনযোগ্য দেখতে চাই।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সংবিধানে সংযোজিত "জাতির পিতার স্বীকৃতি, জাতির পিতার ছবি বা প্রতিকৃতি সংরক্ষণের বিধান" বর্তমান সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের "দায়মুক্তি সংক্রান্ত বিধান" সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে।

সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত "জাতীয়তাবাদ" এর ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে "বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নাগরিকদের "বাংলাদেশি" হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১২ (গ) অনুচ্ছেদ সংগঠন করার স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা বিধায় বাতিল করতে হবে।

২। মানবাধিকার সুরক্ষা

২০১১ সালে সংবিধানে সংযোজিত "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি" নামের দফার পরিবর্তন এনে তাঁদের মতামতকে প্রতিফলিত করতে হবে।

পররাষ্ট্র নীতির সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ নামক ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে সোচ্চার থাকবে এই ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

"বাধাহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নিজ ধর্মের বাণী প্রচার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং উচ্চশিক্ষার অধিকার"-কে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

রিমান্ড এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদকালে আসামীর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনকে "গুরুতর অপরাধ" হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা দিতে হবে।

রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক সভা-সমাবেশকে পুলিশ বা প্রশাসনের "অনুমতি ব্যতীত" পালন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

"জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"-কে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

NO. 0 4 3

সূত্রঃ এনডিএম/দ/সস-২০২৪-১১০ তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

৩। নির্বাহী বিভাগ

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সুনির্দিষ্ট আর্থিক সীমা পর্যন্ত জনহিতকর কর্মপরিধি সম্পাদনে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

একদিকে পূর্ববর্তী সংসদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নির্বাচিত সংসদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করবেন না বলে সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অন্যদিকে সংবিধানের ১৪৮ (২/ক) ধারায় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে হওয়া সংবিধানের এই চরম সাংঘর্ষিক বিধান বাতিল করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে চলতি সংসদ জনগণের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবে এমন বিধান সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। তবে রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের প্রতি জনসমর্থন আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য সংসদ ভেঙ্গে দেবার পূর্বে "গণভোট" আয়োজনের বিধান রাখতে হবে।

ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্ধারিত নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান সংযোজন করতে হবে।

জনপ্রশাসন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করছে কিনা সেটা যাচাইকরণ এবং এসংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করতে হবে।

সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪। আইনসভা

আইনসভার সদস্যগণ উপজেলা প্রশাসনের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারবেন না এমন বিধান সংযোজন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সভাপতিদের মন্ত্রণালয়ের কাজে সম্পৃক্ত হবার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে।

সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে।

নির্বাচনকালীন সময়ে আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারের বিধান সংযোজিত করতে হবে।

৫। বিচার বিভাগ

বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।

আদালতের নির্দেশনা আইনসভা কতটুকু বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে সেটা সুস্পষ্ট হতে হবে।

সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি কোন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে চাইলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে তবে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন বলে বিধান রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির অধীনে শপথ গ্রহণ করবেন এই বিধান সংযুক্ত করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র "বিচার বিভাগ সচিবালয়" প্রতিষ্ঠার বিধান সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।

সংবিধানের ৯৫ (গ) (২) ধারা সংশোধন করে প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

ববি হাজ্জাজ
চেয়ারম্যান
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন
এনডিএম

মোমিনুল আমিন
মহাসচিব
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

Mominul Amin
Secretary General
Nationalist Democratic Movement-NDM
Email: communication.ndm@gmail.com
Phone: +88 01734 530 449

To
Professor Ali Riaz
Chief Commissioner
Constitutional Reform Commission

Block-1, MP Hostel,
Jatiya Sangsad Bhaban Area,
Sher-Bangla Nagar, Dhaka.

নাগরিক ঐক্য

তারিখঃ ২৫ নভেম্বর ২০২৪

বিগত ৫৩ বছরে ১৭ বার সংবিধানে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। সংবিধানের ব্যাপক সংশোধনগুলো জনস্বার্থে হয়নি, দলীয় স্বার্থে হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ (খ) দুষ্পরিবর্তনীয়- এটা অযৌক্তিক। এটা সংশোধন সম্ভব এবং তা করতে হবে। এটা মানব রচিত, ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সংবিধানকে যুগোপযোগী করতে হবে। জনস্বার্থে এ ব্যাপারে ছাত্র-জনতা, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। প্রয়োজনে রেফারেন্ডাম দিয়ে ক্ষতবিক্ষত সংবিধানে সংশোধন আনতে হবে। সংবিধানের এমন কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে যা সময়ের প্রয়োজনে ও জনআকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যে সংস্কার দরকার, সেই সংস্কার যেন না করতে পারে, তার বন্দোবস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৭ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সব অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে'। অর্থাৎ কোনভাবেই উক্ত বিষয়গুলো পরিবর্তন করা যাবে না।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, এই কারনে বিদ্যমান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্ভব নয়। তারা নতুন সংবিধান প্রনয়ণের কথা বলছেন। সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন যা'ই হোক না কেন, সেটা হতে হবে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে। ফলে নতুন সংবিধান প্রনয়ণ করা গেলে বিদ্যমান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারও করা সম্ভব। বরং সংবিধানের পুনর্লিখন বা বর্তমান সংবিধান ছুড়ে ফেলে নতুন সংবিধান প্রনয়ণ করতে গেলে যে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে, তা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ সহ অভ্যূত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভাজন এত স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে যে তা সংঘাতে রূপ নিতে পারে। নাগরিক ঐক্য মনে করে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রুপান্তরের জন্য বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার প্রয়োজন।

<u>সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা -</u>

১। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রীক জবাবদিহিতাহীন স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরন ও যৌক্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হয়েছে, 'কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন'। অর্থাৎ কোনো দন্ডপ্রাপ্ত আসামির দন্ড মওকুফ করে দেয়া (অনুচ্ছেদ ৪৯), প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ (অনুচ্ছেদ ৬৪ ও ৯৫), মহা হিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ (অনুচ্ছেদ ১২৭), নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮) বা কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগ (অনুচ্ছেদ ১৩৭) কোনকিছুই কার্যত স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। তিনি যা করেন তার সবই করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক বা কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা দিলেও ৫৬(৩) এ বলা আছে, ''যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।' অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া ছাড়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাষ্ট্রপতির নেই।

রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা কাঠামো সংস্কার করে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

২।সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার করে আস্থাভোট ও বাজেট পাশ ব্যতিরেকে সকল বিলে স্বাধীন মতামত প্রদান ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ৫৫(৩) অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ সংসদের কাছে দায়ী থাকার কথা। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী, সংসদ ক্ষমতাসীন দল তথা দলীয় প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী সংসদকে যখন যে ধরনের আইন প্রণয়নের নির্দেশ প্রধান করবেন জাতীয় সংসদ তখন সেই ধরনের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য। কারণ অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য যদি তার নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী তার সংসদ সদস্য পদই বিলুপ্ত হবে। অনুচ্ছেদ ৭০ এবং অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুযায়ী একত্রে বিষয়টি দাড়ায়, যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি দলীয় প্রধান হন, আর তার দল যদি জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহলে তিনি সংবিধান সংশোধন সহ যেকোনো কিছু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আর এই ক্ষমতা ব্যবহার করেই শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের পর থেকে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

৩।জনগণের ওপর নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগের সাংবিধানিক ক্ষমতা বাতিল করা।

অনুচ্ছেদ ৩৩-এ বলা হয়েছিল, কাউকে গ্রেপ্তার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া কাউকে আটক রাখা যাবে না।'৭৩ সালে অনুচ্ছেদ ২৬-এ একটি সংশোধনী এনে ২৬(৩) যোগ করা হয়। যেখানে বলা হয়, "সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের (সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত অধ্যায়) অধীন প্রণীত কোনো সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না'। অর্থাৎ ইতিপূর্বে অনুচ্ছেদ ২৬ অনুযায়ী, রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই ঘোষিত মৌলিক অধিকার থেকে নাগরিককে বঞ্চিত করতে পারবে না এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোনো আইন যদি সংসদ প্রণয়নও করে তবুও তা বাতিল হয়ে যাবে - এমনটা বলা হলেও অনুচ্ছেদ ১৪২ সংবিধান সংশোধনের যে ক্ষমতা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের হাতে দিয়েছে, তা প্রয়োগ করে যেকোন নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ণ সম্ভব। সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২৬(৩) যোগ করার পরেই ৩৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলে দেয়া হয়, যদি কাউকে 'নিবর্তনমূলক' আইনে আটক করা হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ৩৩ প্রযোজ্য হবে না। এই সংশোধনীর পরই 'বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪' প্রণয়ন করা হয়। এভাবেই সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (পরবর্তীতে সাইবার নিরাপত্তা আইন) এর মত একের পর এক নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ণ করে বিরোধী মতকে দমনের সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়েছে।

নাগরিক ঐক্য সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের পাশাপাশি সংবিধানের যেসব সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলো বাতিলের প্রস্তাব করেছে।

৪।বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ কার্যকরী স্বাধীনতা নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা।

সংবিধানের ষষ্ঠভাগে সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল-এই তিনটি পরিচ্ছেদে বিচার বিভাগের মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক, বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে স্বাধীন থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-৯৫ এ বলা হয়েছে - রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শে অন্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন। আর রাষ্ট্রপতি তা করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে।

অনুচ্ছেদ ৭(২) অনুযায়ী বলা যায়, সর্বোচ্চ আদালতই হলো সংবিধানের রক্ষক। হাইকোর্ট/সুপ্রিম কোর্টের ঘোষিত আইনকে সকল অধস্তন আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী বিভাগ সুপ্রিম কোর্টকে সাহায্য করতে সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। যেহেতু বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রী

হস্তক্ষেপ করতে পারেন সাংবিধানিকভাবেই, ফলে বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।স্বাধীন বিচার বিভাগের ধারণা টা সাংবিধানিক ভাবেই আর কার্যকর থাকে না।

সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন ও কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাগরিক ঐক্যের প্রস্তাবনা -
মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বিচার বিভাগীয় কমিশন এবং কার্যকর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন, নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে সুপ্রীম কোর্টের অধীনস্থ করা, বিচারবিভাগের জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় স্থাপন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫(গ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত 'বিচারপতি নিয়োগ আইন' প্রণয়ন করা।

৫।নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিতকরণ।

সাংবিধানিক পদসমুহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক'।সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২ এ মহা হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা, কার্যাবলী, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে।প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব ইত্যাদির নিরীক্ষা এবং রিপোর্ট প্রদান তার দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১২৭-এ বলা আছে রাষ্ট্রপতি একজনকে মহা হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে)। অর্থাৎ এ পদেও প্রধানমন্ত্রীই নিয়োগকর্তা।ফলে নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংবিধান যাকে দায়িত্ব দিচ্ছে, তিনি নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত নন।বরং নির্বাহী বিভাগের প্রধান তার নিয়োগকর্তা।

রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিত করলে বিচারপতিদের মত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব মুক্ত হবে।নাগরিক ঐক্য প্রস্তাবনা-১ এ উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

৬। অনুচ্ছেদ ৬৬(২) (ঘ) (নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিধিনিষেধ) ।নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। "নৈতিক স্খলন" শব্দটি অস্পষ্ট এবং এর অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার সুযোগ তৈরি হয়।

৭।নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

<u>সংযোজন প্রস্তাবনা</u>

বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নিচের বিষয়গুলো সংযোজন করা যেতে পারে:

১. গনভোট এর পূনঃপ্রবর্তন

যেসব বিষয়ে বড় বিভাজন বা মতবিরোধ থাকে সেসববিষয়ে জনগণকে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাইরে গিয়ে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য "গনভোট" ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার।

২. রি-কল ব্যবস্থার প্রবর্তন

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের পুরো মেয়াদজুড়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকার জন্য এবং
নেতাদেরকে সততা ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য "রি-কল ব্যবস্থার প্রবর্তন" দরকার, কারণ তারা জানেন যে জনগন তাদের অপসারণ করতে পারে।

৩. লিঙ্গ সমতা ও নারীর অধিকার

নারীরা এখনও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্যের শিকার।সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনে সমতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৪. "পার্লামেন্টারী এথিকস্ কমিটি" গঠন

এই কমিটি সমস্ত এথিক্যাল ইস্যুগুলি নিয়ে কাজ করবে, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেষ্ট বিষয়গুলি দেখবে।যেমন এই কমিটি খেয়াল রাখবে যে বিমান ব্যবসা বা ট্রভেল এজেন্সি ব্যবসা আছে এমন কোনো সাংসদ যেন বিমান-পর্যটন মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন।একইভাবে ব্যঙ্ক বা আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সাথে জড়িত কেউ অর্থ মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন।এই কমিটি এটাও দেখবে যে, কোন সাংসদ আইন ভঙ্গ বা অপরাধ বা তথ্য গোপন করে সাংসদ হয়েছেন কি না।যেমন লন্ডনে বাড়ি বা ব্যবসা আছে এই তথ্য কোনো সাংসদ গোপন করেছেন কিনা, কিম্বা ২৫ লাখ টাকার উপর নির্বাচনী খরচ করে কেউ সাংসদ মনোনীত হয়েছেন বা হতে চেয়েছেন কি না। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মান ভারতে "পার্লামেন্টারী এথিকস্ কমিটি" আছে।

৫. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও বলা নাই যে, জন-সেবা এবং জন-প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকান্ড একমাত্র স্থানীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) স্থানীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

৬. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও বলা নাই যে, জন-সেবা এবং জন-প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকান্ড একমাত্র স্থানীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) স্থানীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

৭. সরকারের উপর ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব হ্রাসকরণ

প্রধানমন্ত্রী দলীয় কোন পদে থাকতে পারবেন না।দলীয় যেকোন স্তরে সদস্য থাকতে পারবেন।মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য দলের কোন স্থরে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিব পদে থাকতে পারবেন না।

গত ৫৩ বছরে সংবিধানে ১৭ বার সংশোধনী আনা হয়েছে।এসব সংশোধনীর বেশিরভাগই করা হয়েছে ক্ষমতাসীন সরকার এবং দলের স্বার্থ চরিতার্থ এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে।এসব উদ্দেশ্যমূলক সংশোধনীসমূহ বাতিল করতে হবে।সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব নিবর্তনমূলক আইনের বৈধতা দেয়া হয়েছে, সেসব বাতিল করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সাংবিধানিকভাবে জনবিরোধী আইন প্রনয়ন এবং অন্যান্য বিধান জারির পথ বন্ধ করতে হবে। মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন বিধান জারির পথ সাংবিধানিকভাবে বন্ধ করতে হবে।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

তারিখ ২৮ নভেম্বর, ২০২৪

বরাবর,
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,
শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব কমিশন প্রধান,
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতাযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কারের জন্য একটি ২৫ দফা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেছে। এই প্রস্তাবনায় বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন এবং পুনর্লিখনের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবনাটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চেতনা অনুসারে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory Democracy) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এতে জনগণের রাষ্ট্রপরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিরোধ, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রস্তাবনা দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি কার্যকর ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা প্রস্তাবনাটি আপনার কমিশনের সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করছি:

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি এর
সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

১. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা
ক. নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।
খ. উচ্চকক্ষ হবে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন-
(১) শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) সমাজশক্তি দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।
(২) প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।
(৩) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।
(৪) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)।
(৫) প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি।
গ. উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি।
ঘ. জাতীয় সংসদের (উভয় কক্ষ) মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।
ঙ. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে।
চ. জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

২. জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য/জাতীয় সরকার গঠন
ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।
খ. উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।
গ. উপ-নির্বাচন (by-election)-এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।

৩. নির্বাচনকালীন সরকার গঠন
ক. জাতীয় সংসদের "উচ্চকক্ষ" থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন।
খ. 'নির্বাচনকালীন সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।

মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

৪. উভয় কক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন

ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনানেয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

গ. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল অডিট কমিটি, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়াগে 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৫. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন

ক. 'নির্বাচন কমিশন' হবে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ ।

খ. কমিশনের সচিবালয় হবে নির্দলীয় এবং রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত।

গ. নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

ঘ. প্রার্থী প্রত্যাহার' (re-call) ব্যবস্থা থাকবে।

(উল্লেখ্য: নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন, আরপিও সংশোধন করে আরো যুগোপযোগী করতে হবে।)

৬. এক কেন্দ্রীক নয়, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা

ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান।।

খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে।।

ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন।

ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হবে।

চ. জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে।

৭. স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন

ক. উপজেলা ব্যবস্থাকে' নির্বাচিত ও কার্যকর 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে।

খ. মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার'র অধীনে থাকবে।

গ. 'উচ্চকক্ষে উপজেলা ও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

ঘ. নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ এবং মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টে' শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৮. বাংলাদেশেকে নয়টি (৯) প্রদেশে বিভক্তিকরণ।

ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত 'প্রাদেশিক পরিষদ' (provincial assembly) এবং 'প্রাদেশিক সরকার' (provincial government) থাকবে।

খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি হিসেবে।

গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে।

ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

(১) একটি প্রদেশ অবশ্যই 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে।

(২) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৯. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council-NSC) গঠন।

ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে।

খ. প্রধানমন্ত্রী, এবং বিরাধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন।

গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন।

ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন।

ঙ. পুলিশ ও বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।

চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।

ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।

মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

জ. একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।
ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন।
ঞ. রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন।

১০. সাংবিধানিক আদালত (Constitutional Court) গঠন।
ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে।
খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরও ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন।
গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত'-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।

১১. স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) গঠন।
ক. বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
খ. বিচার বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন থাকবে।
গ. প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট থাকবে।
ঘ. বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে।
ঙ. মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে।
চ. মাসদার হোসেন মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করা।
ছ. বিচারক নিয়োগের কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১২. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যঃ
ক. উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন করে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
খ. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত ও বাধ্যতামূলক করা।
গ. নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানসহ সকল ক্ষেত্রে ক্রমাগত মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করা।
ঘ. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে কৃষক শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা।
ঙ. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC গঠন করতে হবে।
চ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে।
ছ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে।
জ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে।

১৩. প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
ক. বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় স্থাপন করা।
খ. বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা
গ. স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন প্রণয়ন করে ঔপনিবেশিক সকল আইন রহিতকরণ।

১৪. বিচার বিভাগ
ক. বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা।
খ. দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ বাতিল করা
গ. বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১৫. রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।
ক. রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে।
খ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।
গ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ' এবং 'প্রাদেশিক পরিষদ'র সদস্যগণ ভোট দিবেন।
ঘ. জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ'র ঐকমত্যের ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।
ঙ. উপ-রাষ্ট্রপতি 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন।
চ. রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ হবে ৪ বছর।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

১৬. প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে মেয়াদ নির্ধারণ
ক. কোনক্রমেই দুই মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করতে পারার বিধান প্রবর্তনকরণ।

১৭. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা
ক. রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks and Balances) নিশ্চিত করা।

১৮. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করণ
ক. জাতীয় সংসদে আস্থা/অনাস্থা (confidence/no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে।
খ. আস্থা/অনাস্থা ভোট ব্যতীত সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১৯. ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করা।

২০. প্রবাসীদের ভোটাধিকার থাকবে।

২১. উদ্যোগ (initiative) ব্যবস্থা:
ক. আইন প্রণয়নের জন্য ১৫% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উদ্যোগ ব্যবস্থা'র (initiative) সুযোগ থাকতে হবে।

২২. গণভোট ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা।

২৩. ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা বিলোপ করে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা।

২৪. সাংবিধানিক কমিশন গঠন
ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ কমিশন, শিক্ষা কমিশন, স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন
খ. সংঘাত ও বৈরিতা নিরসনে 'জাতীয় সমঝোতা ও জবাবদিহিতা কমিশন' (National Reconciliation and Accountibility Commission) গঠন।

২৫. রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এর শপথ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক শপথপাঠ পরিচালিত হবে।

আ স ম আবদুর রব
সভাপতি

শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন
সাধারণ সম্পাদক

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ

ভাসানী অনুসারী পরিষদ

সংবিধান সংস্কারে ভাসানী অনুসারী পরিষদের সুপারিশ সমূহ

০১। 'সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষনা করতে হবে।

০২। সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

০৩। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে।

০৪। পরপর ০২ মেয়াদের বেশি ০১ ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

০৫। দলীয় প্রধান এবং সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবে না।

০৬। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। দুই মেয়াদের বেশি এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না।

০৭। সংসদ সদস্যদের গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান রাখতে হবে।

০৮। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে।

০৯। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখার বিধান রাখতে হবে।

১০। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতিক না থাকার বিধান রাখতে হবে ।

১১। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

১২। অর্থবিল, বাজেট ছাড়া সকল বিলে, অনাস্থার বিধান রেখে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

১৩। প্রবাসীদের ভোট প্রধানের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪। বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানিক রুপ দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার বিধান রাখতে হবে।

১৫। কমিশনের সুপারিশ সমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে।

শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু
আহবায়ক
মোবাইল : ০১৬১৩৩৬৩৫৩৫

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ইব্রাহীম ম্যানসন (৩য় তলা), রুম নং ১৩, ১১পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০। ফোন ঃ ৭১৭১১৩১

বাংলাদেশ ধর্ম-কর্ম-সাম্যবাদ জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ লেবার পার্টি
BANGLADESH LABOUR PARTY

তাং-২৩/১১/২০২৪

বরাবর
চেয়ারম্যান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ সংবিধান সংস্কার কল্পে বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রস্তাবনা।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ ঃ

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরূপঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে-

ক) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও তৎসহ অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য বলিয়া গণ্য করিবে।
খ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে।
গ) সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানকল্পে নাগরিকের পাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে দাঁড়াইবে।
ঘ) সকল প্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা ও সহায়ক রীতি নীতির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত ইনসাফ জনকল্যাণ মূলক রাস্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উহার সুরক্ষা প্রদানকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।
ঙ) সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সুস্থধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বপ্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে।
চ) বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠণকে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বাহী বিভাগ এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সহায়ক সব পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিবে।

মানবাধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে-

ক) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা, রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে।
খ) মানবসত্তার মর্যাদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে।
গ) সকল প্রকার জবরদস্তি মূলক প্রচেষ্টা হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে।
ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক নৃ গোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে।
ঙ) নারী, শিশু, তৃতীয়লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিসহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে সুপারিশ ঃ

নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রদান করিবে এবং সরকারের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত সংগ্রহ এবং মতমতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগ, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে একান্ত কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং রাষ্ট্রপতি কারো সাজা মওকুফ করিতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য পদে এইক ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দল

85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh 01820 576330 labourparty2018@gmail.com

বাংলাদেশ লেবার পার্টি
BANGLADESH LABOUR PARTY

সমূহের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদকে ও জাতীয় সংসদকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, সেরুপ পরামর্শের মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তব্য।

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসরের ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ বেআইনী ঘোষণা করতে হবে।

জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল বা জোটকে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ৫১% ভোট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

আইন সভা সম্পর্কে সুপারিশ ঃ

সংসদে সরকার দলীয় প্রধান, দলের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইতে পারিবেন না। জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের হইতে পারিবেন না। সংসদের পাবলিক একাউন্টস সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

জাতীয় সংসদে যেকোন বিল পাস করিতে সংসদের দুইতৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে জাতীয় সংসদের তিনচতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে তবে সকল প্রকার সংবিধান সংশোধন বিলে সংসদে গৃহীত হবার পর গণভোট গ্রহণ ছাড়া কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যাইবে না, সংসদ সদস্যগণ অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন সংসদ সদস্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

বিচার বিভাগ সম্পর্কে সুপারিশঃ

বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে আলাদা বিধি প্রণয়ন করে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে পেশাগত দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারক/বিচারপতি ও আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদনের স্বার্থে আদালতগুলিতে বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

সাধারণ কয়েদীদেরকে জরিমানার বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে কারামুক্তি দেয়ার বিধান করতে হবে।

আসামী গ্রেফতারের সময় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ছবিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত নির্ধারিত পরিচিতি ফরম নিজ হস্তে পূরণ করে আসামীর অভিভাবকের নিকট জমার বিধান করতে হবে। কোন পরিবারে সন্ত্রাসী থাকলে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে অবগত করতে হবে, অন্যথায় সন্ত্রাসী প্রশ্রয় দেয়ার অপরাধে পরিবারের প্রধান সদস্যকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের এক-চতুর্থাংশ সাজা প্রদানের বিধান করতে হবে।

আইন ও শাসন বিভাগের ন্যায় বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় স্থাপন করতে হবে এবং বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের শাখা স্থাপন করতে হবে।

আইন কর্মকর্তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধাসহ বেতন-ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে।

বিচারপতি নিয়োগ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থায়ী সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। কাউন্সিলে সংক্ষুব্ধ আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh 01820 576330 labourparty2018@gmail.com

বাংলাদেশ লেবার পার্টি
BANGLADESH LABOUR PARTY

হাইকোর্ট বিভাগে বেঞ্চ পুনর্গঠনে শুধু বিচারক পরিবর্তন করে অধিক্ষেত্র ও কার্যতালিকা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ক্রমানুসারে মামলার শুনানী ও আদেশ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত টিম গঠন করে মামলার তদন্ত করতে হবে। গ্রাম আদালতের বিচার স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে শিক্ষক ও ইমাম/ধর্মীয় নেতার সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করতে হবে।

আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্থের বিনিময়ে অসাধু-অনৈতিক কার্যকলাপ ও লেনদেন বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বিচারাঙ্গনের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য কোর্ট পুলিশ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট সংশোধন, সহজীকরণ ও মামলার দীর্ঘসূত্রীতা রোধ করতে হবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১। সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এর অর্থ "পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি" সংযোজন করতে হবে।

২। সংবিধানের মুলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজন করতে হবে।

৩। নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে সংযোজন করতে হবে।

৪। শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন ও পরিবারের নিরাপত্তা আইন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ৫ই আগস্ট, ৮ আগস্ট, ১৫ই আগস্ট, ১৮ অক্টোবর, ৪ নভেম্বর, ১২ই ডিসেম্বরের ছুটি বাতিল করতে হবে।

৫। সংবিধানে উল্লেখিত ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণ অপসারণ করতে হবে।

৬। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে "নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে"। কিন্তু সহায়তা না করলে কোন শাস্তির বিধান বলা হয়নি, তাই "অমান্যকারীদের শাস্তির বিধান সংযোজন করতে হবে।

শুভেচ্ছান্তে

(ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান)
চেয়ারম্যান

85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh 01820 576330 labourparty2018@gmail.com

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কেন্দ্রীয় কমিটি

নিবন্ধন নং-০১৭

২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২২২৩৩৫২২০৬; ফ্যাক্স : ০২২২৩৩৫১৩৩৫;

বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয় : ৮/৪-এ সেগুনবাগিচা (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪১০৫৩৬৪৪;

E-mail: mail@spb.org.bd, mediacellspb@gmail.com

তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০২৪

প্রতি,
প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয় : সংবিধান সংস্কারের জন্য বাসদের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাব

জনাব,

শুভেচ্ছা নিবেন।

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক শহীদের জীবন বলিদানের মাধ্যমে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যুত্থানের দাবি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি, পরে আরও ৫টি মোট ১১টি কমিশন গঠন করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন সংবিধান সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশন। এই বিষয়ে অর্থাৎ সংবিধান সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কাছ থেকে সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত/ সুপারিশ লিখিতভাবে গ্রহণের জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের দলের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে পত্র দিয়েছেন। যদিও লিখিত প্রস্তাবের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বশরীরে উপস্থিতিতে কমিশনের সাথে আলোচনা করতে পারলে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরা যেত। তারপরেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলের প্রস্তাব চাওয়ার জন্য আপনিসহ কমিশনের সকল সদস্য এবং কমিশনের কাজে সহায়তাকারী সকল স্টাফদেরকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, সংবিধানের মতো দেশ ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন, পরিমার্জন-পরিবর্ধন এক কথায় সংশোধন করার এখতিয়ার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ জাতীয় সংসদের। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে একাজ করা সম্ভব না এবং এটা দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না বলে আমরা মনে করি। তবে জনমত সৃষ্টি করে নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে সুপারিশ আকারে প্রস্তাবনা আসতে পারে। তবে তা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, নির্বাচিত সরকার কার্যকর না করলে জনগণের কিছু করার থাকে না। অতীতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অনেক ভালো কথা লিপিবদ্ধ ছিল, '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পরে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থ-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২২৫ জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ২৯টি টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ করা

হয়েছিল, ২০০৭ সালের এক এগারোর সরকার আমলেও বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। তার কোনটাই বাস্তবায়ন হয় নাই।

আপনারা জানেন বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে তৎকালীন গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পাশ হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

'৭২ এর সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আপেক্ষিক অর্থে একটি বুর্জোয়া সংবিধান হিসেবে এর একটা গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল। যদিও ৫০ এর অধিকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম শরিয়া আইন এবং হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। এটা '৭২ এর সংবিধানের অসম্পূর্ণতা বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া '৭২ থেকে '২৪ পর্যন্ত সংবিধানকে ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা একাদশ সংশোধনী ছাড়া সকল সংশোধনীই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ রাখার জন্য দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। উদাহারণ স্বরূপ, ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে দ্বিতীয় সংশোধনী কার্যকর হয়। ঐ দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের জায়গায় সংসদ ও সাংসদদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়নমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নের রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। ঐ সংশোধনীর ফলেই বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, জননিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ও সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর মতো নিবর্তনমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে শাসক গোষ্ঠী। দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত রক্ষা কবচ নাকচ হয়ে গেল। জরুরি আইন জারির বিধানও যুক্ত করা হয়েছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় বাকশাল ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেছিল।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ যুক্ত এবং চার মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে পালটে সাম্প্রদায়িকীকরণ এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১২ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয় যেখানে উল্লেখ ছিল সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কোন ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা না করা। ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল করা, বা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করা যাবে না–তা রদ করা হয়।

সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের সামরিক শাসনকে জায়েজ এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানের চরিত্র পুরো খোল-নলচে পরিবর্তন করে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।

আর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছে একই সাথে সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও বহাল রেখে এক জগাখিচুড়ির সংবিধান তৈরি করেছে।

আমরা বহুবার বলেছি সংবিধান কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, যে এখানে বিসমিল্লাহ বা রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে একটি বিশেষ ধর্মের উল্লেখ সংবিধানে থাকতে হবে। কারণ মুসলমানদের কোরআন শরিফের পর সব থেকে প্রধান হাদিস বুখারি শরিফ, সেই মূল হাদিসের শুরু বিসমিল্লাহ দিয়ে হয়নি। নবীর বিদায় হজের ভাষণ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেননি, মদিনা সনদের শুরুতে বিসমিল্লাহ নাই–তাহলে আমাদের সংবিধানে কেন এগুলো লাগবে। এসব করা হয়েছিল প্রধানত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অপরাপর ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে বাস্তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। যেমনি করে শুধু বাঙালি জাতিয়তাবাদ বলে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্তির রাজনীতি চালু করা হয়।

- আমরা মনে করি, উল্লিখিত অসম্পূর্ণতাগুলো দূর করে এবং ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮মসহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী, ধারাসমূহকে বাতিল করে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র ফিরিয়ে আনা দরকার। এছাড়াও গণতন্ত্রের মূলকথা হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (Separation of power) অর্থাৎ আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকরণ এবং সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা যাতে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন না ঘটে, Balance of power থাকে। সংবিধানে এমন চেক এন্ড ব্যালেন্সের বিধান সন্নিবেশিত হওয়া দরকার।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদেরও সংশোধন দরকার, কারণ এতে সাংসদদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের মতে ৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোটের সময় দলীয় হুইপ যাতে কার্যকর থাকে এটা রেখে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করি।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিধান যুক্ত করা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি কেউই দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এমন বিধান যুক্ত করা।
- দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা। এমপি, মন্ত্রীদের যোগ্যতার মাণদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা। যেমন : চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলনকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বা যারা বিশ্বাস করে না, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, যারা সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা পোষণ করেন, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী, ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে এবং সাজা ভোগের পর ৫ বছর পূর্ণ না হলে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের অবসর প্রাপ্তির ৩ বছর পূর্ণ না হলে, দলের সদস্য হওয়ার ২ বছর পূর্ণ না হলে ও দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা।
- নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদেরও যোগ্যতার মাণদণ্ড উপরোক্তভাবে নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও তার বিধানাবলে সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে ঐ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দান করা।

- বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও বর্তমানের যোগ্যতা ১০ বছরের জজিয়াতি বা ১০ বছরের উকালতি করার যোগ্যতার মাণদণ্ড বাতিল করে সুনির্দিষ্টভাবে যোগ্যতার মাণদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে বিচার কমিশন বা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়োগ দানের বিধান করা। নিম্ন আদালতসহ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করা।
- বাংলাদেশের বিগত দিনে অনুষ্ঠিত ১২টি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সকরারের ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।
- বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু, না ভোটের বিধান এবং প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recall), নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা দূর, নির্বাচনী ব্যয় (যথা পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করাসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা অনুযায়ী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন পুনরুত্থান রোদে বর্তমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় বলা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজি সুবিচারের অঙ্গীকার এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ অক্ষুন্ন রাখার প্রস্তাব করছি।

একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে, ১৭ বার সংশোধন বা কাটাছেড়া করার পরেও এখনও পর্যন্ত সংবিধানে যে সব কথা লেখা রয়েছে যেমন–

(ক) সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে আছে রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু মানা হচ্ছে না।

(খ) সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদে লেখা আছে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একমুখী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু মানা হচ্ছে না। বাস্তবে বর্তমানে প্রধানত ৩ ধারার যথা-সাধারণ শিক্ষা, কিন্ডার গার্ডেন (ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন) মাদ্রাসা শিক্ষা এবং প্রাথমিকে ১৩ ধারার শিক্ষা চালু আছে।

(গ) মালিকানার নীতি। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে লেখা আছে (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (খ) সমবায়ী মালিকানা (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা। কিন্তু বর্তমানে চলছে উলটো; ব্যক্তি মালিকানা প্রধান খাত, সমবায়ী মালিকানা নাই, রাষ্ট্রীয়খাত ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ঘ) সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে এখনও লেখা আছে দেশের অর্থনীতি হবে পরিকল্পিত অর্থনীতি, কিন্তু চলছে মুক্তবাজারী উদারনীতিবাদী অর্থনীতি (New liberal economic policy)

(ঙ) সংবিধানে ২৫ অনুচ্ছেদে লেখা আছে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন দেবে; কোন দেশ অন্য কোন দেশের উপর আগ্রাসন চালালে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন যোগাবে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, সরকার ও সংসদ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

(চ) সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে পতিতালয়-জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কথা আছে। কিন্তু পতিতাবৃত্তি আইনসঙ্গত ও জুয়াকে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে।

(ছ) ৩৫ অনুচ্ছেদের (ক) ধারায়, প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচারের অধিকার থাকবে। কিন্তু র‍্যাব, চিতা, কোবরাসহ বিভিন্ন বাহিনীর ক্রসফায়ার, এনকাউন্টারে বিনা বিচারে মানুষ খুন করা হয়েছে।

অনেকেই বর্তমান সংবিধানকে মুজিববাদী সংবিধান বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন, সংবিধান পুনর্লিখনের এবং সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লিখার কথা যারা বলছেন আমরা তাদের সাথে একমত নই, কারণ বর্তমান সংবিধান মুজিববাদী সংবিধান নয়, মুজিববাদ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই বাংলাদেশে কখনো ছিল না বা বর্তমানেও নাই। এ ছাড়া অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে চান, নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। এটা বন্ধ করা দরকার। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ এটাকে দলীয়করণ করেছিল এবং আওয়ামী লীগসহ গত ৫৩ বছরে সকল সরকারই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে সংবিধান লংঘন করে দেশ পরিচালনা করেছে। আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশি সংবিধান লংঘন করেছে এবং অন্যদেরকেও সংবিধান লংঘনের পথ করে দিয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা এবং '২৪ এর গণ অভুত্থানের আকাঙ্খা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা ও রক্ষা করতে হবে।

১৭ বার কাটাছিঁড়ার পরেও যে গণতান্ত্রিক নীতির কথাগুলো সংবিধানে এখনও লিপিবদ্ধ আছে তার বাস্তবায়ন নাই। সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান যতো ভালো ভালো কথামালা দিয়ে লেখা হোক না কেন, যদি জনগণকে শিক্ষিত করা ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ সম্পন্ন করা না যায়, গণতান্ত্রিক আইন-প্রথা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নায় যায়, তাহলে ঐ ভালো কথা লিখলেও তা যে কার্যকর হবেনো এটা বলাই বাহুল্য। তারপরেও আমরা মনে করি সংবিধানের যে কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের এবং '৭২ এর সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি তথা সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্ত্বার মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিসহ বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ভাগের আইনি সুরক্ষা অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র কর্তৃক খর্ব বা হরণ করা হলে আইন বলে আদালত কতৃক বলবৎ করা যাবে এ ধরনের বিধান করতে হবে। দেশের সকল সম্পদের উপর দেশের জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করার নীতিমালা প্রতিপালন করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আগেও বলেছি সংবিধান সংশোধন বা পরিমার্জন করার কাজটি রাজনৈতিক ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা করে বোঝাপড়া তৈরি ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেই সবার সম্মতিতে সংবিধান সংশোধনের একটি রূপরেখা বা প্রস্তাবনা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

পুনরায় ধন্যবাদসহ

বজলুর রশীদ ফিরোজ
বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
মোবাইল নং- ০১৭১১৫৩৭৩৯৯

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

জনাব,

প্রথমে সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে সংবিধান সংস্কার কমিশন আমাদের দলীয় প্রস্তাবনা কমিশনকে দেয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন তার সংবিধান সংস্কার কমিশনে দ্বায়িত্ব প্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের অবসান ও গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব সুপারিশ করার জন্য । এক্ষেত্রে আমরা বলতে চায় রাষ্ট্রীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যেসব বিষয়গুলো জড়িত তার যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোগত দিক আছে তেমনই আছে দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাড় করানো এবং ক্রমান্বয়ে তার বিকাশের গতিকে তরান্বিত করার প্রশ্নটি। এর সঙ্গে জনগণের সুস্থ জীবন নিশ্চিতে সঙ্গতিশীল প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও একটি প্রধান দ্বায়িত্ব।

ইতিহাসের দিক থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এমন ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো দরকার যা জনগণের মতামতকে ধারন করার জন্য উপযুক্ত ও অর্থনীতিতে সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল ব্যাবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম।

প্রথমেই চলুন দেখে নেয়া যাক দেশে সাংবিধানিক ভাবে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি ধরনের।

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃত চরিত্র

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে মুলনীতি হিসেবে গণতন্ত্রের বিষয়টি থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের কর্তৃত্বের বদলে রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১) এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ । লক্ষণীয় বাক্যটি এখানে শেষ হয়নি ।বাক্যের মধ্যে একটি ‘ , ‘ চিন্হ দিয়ে বলা হচ্ছে ‘ এবং জনগণের সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে ।অর্থাৎ জনগণ সব ক্ষমতার মালিক বলা হলেও এই ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্নে জনগণকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছে । সমস্ত সংবিধান পাঠ করলে দেখা যায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় জনগণের কর্তৃত্বকে খারিজ করে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর হাতে ।স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও এক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হচ্ছে যে ‘ কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্যসকল দ্বায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ।তার মানে হলো সাধারণভাবে সংবিধান পাঠ করলে মনে হয় যে রাষ্ট্রপতি কোন দন্ডপ্রাপ্ত আসামীর দন্ড মওকুফ করে দিতে পারেন (অনুচ্ছেদ ৪৯),তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক (অনুচ্ছেদ ৬১),তিনি প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ দান করেন (অনুচ্ছেদ ৬৪ ও ৯৫), কিংবা তিনি নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮),মহা হিসাব নিরীক্ষক (অনুচ্ছেদ ১২৭),বা কর্ম কমিশন

প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ১৩৭),তার কিছুই স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতা সংবিধান তাকে দেয়নি । যা কিছু তিনি করেন তার সবই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ।অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুযায়ী ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের যে ক্ষমতা দিয়েছে তাও আসলে কথার মারপ্যাচ ।এ ক্ষমতাও তার নয় , এ ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের ।৫৬(৩) অনুচ্ছেদ বলছে ' যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন রাষ্ট্রপতি তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন ।" এটুকু পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় , প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেয়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতাই সংবিধান রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দ করেনি। তার মানে হলো " জনগণের মালিকানাধীন সকল ক্ষমতার একটা অংশ প্রয়োগের বিধান বাহ্যত রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দ, জনগণের হাতে নয়। কিন্তু ধোয়াশাটা এখানে শেষ নয় , রাষ্ট্রপতি জনগণের ক্ষমতার যে অংশটুকু চর্চা করেন বলে সাধারণভাবে ভ্রম হয় ,তার প্রয়োগের আসল কর্তৃত্ব হলো প্রধানমন্ত্রীর ।' অর্থাৎ সংবিধান দৃশ্যত প্রধানমন্ত্রীর জন্য যতটুকু ক্ষমতা বরাদ্দ করেছে বলে মনে হয় অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এর বদৌলতে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করার অধিকারী ।

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংসদকে যখন যে ধরনের আইন প্রদানের নির্দেশ প্রদান করবেন জাতীয় সংসদ তখন সেই ধরনের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য ।কারন অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য যদি তার নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী তার সদস্য পদ বিলুপ্ত হবে (১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব সদস্যপদ বিলুপ্তির জন্য যে আদেশটি জারি করা হয়েছিল তা স্মর্তব্য) ।আইন প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী সংসদ অধিবেশনে না থাকা কালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারী করিয়ে নিতে পারেন । অনুচ্ছেদ ৭০ এর সঙ্গে অনুচ্ছেদ ১৪২ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি দলীয় প্রধান হন , আর তার দল যদি জাতীয় সংসদের দুই-তৃতিয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন তাহলে তিনি সংবিধান সংশোধনের এমন অপরিমেয় ক্ষমতা ভোগ করবেন যা পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী কল্পনাও করতে পারে না । ৭২ এর সংবিধান একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে ক্ষমতা অর্পন করেছে পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক সংবিধান তো দুরের কথা , অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সেনা শাসকদের কাছেও এই পরিমান ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করার নজির নেই ।

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হয়েছে , কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দ্বায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন । সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা দেয়া থাকলেও যেহেতু রাষ্ট্রপতি এসব কাজে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহনে সাংবিধানিকভাবেই বাধ্য অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাটা রাষ্ট্রপতির নামে হলেও মুলত: এই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে আটকা । প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতাকে জবাবদিহির উর্ধ্বে রাখার জন্য অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হয়েছে , তবে শর্ত থাকে যে , প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না ।

এইভাবে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের হাতে রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কর্তৃত্ব করার একক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং সেটাও জবাবদিহিতার উর্ধ্বে ।নির্বাহী প্রধানের জবাবদিহির উর্ধ্বে এই ক্ষমতা থাকার

কারনে রাষ্ট্রের মুলনীত হিসেবে গণতন্ত্র নামেই বিদ্যমান কার্যত রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে এর কানা-কড়ি মুল্য নেই ৭২ এর সংবিধানে । এই অবস্থায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের ইচ্ছাতন্ত্র থেকে বা বলা যায় রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র থেকে মুক্ত করতে হলে , রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমুহের উপর থেকে রাষ্ট্রের নর্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটানোর বিষয়টি প্রধান বিষয় হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়।

এই বিবেচনায় আমরা প্রস্তাব করছি সংবিধানের অনুচ্ছেদ 48(3) ধারা বাতিল করা হোক।

সাথে সাথে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহের উপর রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্ব অবসান প্রশ্নে যে অনুচ্ছেদ বাধা হিসেবে কাজ করছে তা বাতিল করা হোক। উপরে এইসব অনুচ্ছেদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বমুক্ত থেকে তার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানসমুহ পরিচালিত হবে সাংবিধানিক ধারামতে যেখানে নির্বাহী কর্তৃত্বের খবরদারীকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক বিষয় থাকবে না। নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এই ক্ষমতা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে দিতে হবে।

বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ 7(1) এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের এই ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমুহ বাধ্য থাকবে এক্ষেত্রে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলে অসঙ্গতিপুর্ণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণ নিশ্চিত করার বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে।

সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন নিশ্চিতে মৌলিক বিষয়সমুহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচিত "সংবিধান সভা"গঠনের মাধ্যমে তা করতে হবে এবং তার বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করার বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে। সংবিধান সংশোধন অথবা সংবিধান সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয় সমুহকে বৈধতা দানের জন্য জাতীয় সংসদের ক্ষমতা রহিত করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন অথবা সংশোধনের কোন ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে দেয়া যাবে না । এই কারনে সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদে যে ক্ষমতা সংসদকে দেয়া আছে তা বাতিল করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিষয়টি সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই এই বিষয়ে সংসদকে ক্ষমতা দেয়া যাবে না। একবার সংবিধান সভা গঠনের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবিত সংবিধানের বৈধতা নিশ্চিতে গণভোট যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনই সংবিধানের ছোট খাট সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলে গণভোটের মাধ্যমে তার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যখন সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপাবেন সেখানে জনমত নেয়ার জন্য ব্যালট পেপারে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবেন এবং তার পাশেই ভোটারদের জন্য সম্মতিসূচক অথবা অসম্মতিসুচক ঘর থাকবে যেখানে টিক মার্ক দিয়ে ভোটাররা তাদের মনোভাব ব্যাক্ত করবেন। ভোটারদের সম্মতিসুচক রায় মেজরিটি থাকলে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে আর অসম্মতিসুচক রায় মেজরিটি থাকলে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এভাবেই সংবিধান প্রশ্নে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ এভাবেই হবে। সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়ার অর্থ জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নাকচ করা। বিদ্যমান সংবিধানের 142 নম্বর অনুচ্ছেদে সংবিধানের সংশোধনের যে ক্ষমতা সংসদকে দেয়া আছে তা বাতিল না করলে জনগণের ক্ষমতাকে নাকচ করা হবে যা 1972 সালে প্রণীত সংবিধানে করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব সে দেশেই প্রযোজ্য হতে পারে যে দেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহারের কেন্দ্র করে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে সক্রিয় থাকে। বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহারের উপর নির্ভরশীল নয় এরা জনগণের আমানত কৌশলে লুটপাট করে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে নিয়োজিত। সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহার নিশ্চিত করার পথ ধরেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয় , কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা গড়ে উঠে। এদেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা সে পথে হাঁটে না । নিয়োগ বানিজ্য , দুর্নীতি , দখলবাজি ,ঘুষ বানিজ্য ও ব্যাংকে রক্ষিত জনগণের আমানত কৌশলে লুটপাট করেই এরা তাদের সম্পদের প্রসারের ঘটায় আর এ সম্পদ দেশে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে না লাগিয়ে তা বিদেশে পাঁচার করে।

স্বভাবতই দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্ট সম্পদ দেশে সংরক্ষন করে তার উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত হয় এমন অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন আমাদের কাম্য । এক্ষেত্রে দেশের ব্যাংক সমূহে সংরক্ষিত জনগণের আমানত কৌশলে লুটে নিয়ে যারা তা বিদেশে পাঁচার করেছে বা করছে তাদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সম্পদ দেশে সংরক্ষন ও তার উৎপাদনশীল ব্যাবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সস্তা শ্রম ও বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পের বিকাশের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যন্ত্র শিল্পের বিকাশের প্রশ্নে মনোযোগী হতে হবে যাকিনা দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্প্রসারিত করবে। শুধু তাই নয় উৎপাদক কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মুল্য যাতে করে কৃষকরা পায় তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উৎপাদকের হাতে পুঁজির সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহার তত বাড়বে , কর্মসংস্থানের প্রাচুর্য্য সৃষ্টিতে তা অবদান রাখবে।

উপরে উল্লেখিত অর্থনৈতিক নীতির বিষয়টিও সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও আছে জন-জীবনের সুস্থতা নিশ্চিততে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিতে সাংবিধানিক নির্দেশনা। সবুজ গাছপালার হেফাজত নিশ্চিত করতে হবে। নদীনালার পানি প্রবাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য জাতিসংঘ ওয়াটার কোর্স কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

জনগণের বাকস্বাধীনতা , সংগঠিত ও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং আন্দোলন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এসব বিষয়কে কেন্দ্র জন-জীবনে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা,জেলা ও বড় শহরগুলোতে প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য "প্রতিবাদি উদ্যান " নিশ্চিত করতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য যথাযথভাবে সংগ্রহ করে সরকারের গোচরে নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। কোন বক্তব্যকেই সংলাপের বাহিরে রাখা চলবে না।

সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজ হবে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ধারামতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকা। এক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্যদের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে । এই বিবেচনায় সদস্যদের কথা বলার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক 70 অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। সংবিধান নির্দেশিত ধারার বিপক্ষে যাচ্ছে এমন কোন বিষয়ের বিপক্ষে ভোট দেয়ার অধিকার তার থাকবে। এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

এই হচ্ছে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে আমাদের অভিমত।

নারীর প্রতি বিদ্যমান সকল অসাম্য ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অবসান করতে হবে সাংবিধানিক ভাবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের নিশ্চিত করতে হবে। নারী ও শিশু ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবেশ উপযোগী কৃষি ব্যাবস্থা প্রনয়ন করতে হবে। আমুল ভূমি সংস্কারের বিধান সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিক ও কৃষক কে উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে নির্ধারণ করে তাদের সাংবিধানিক ভাবে সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের বিধান সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

পাহাড় ও সমতলের সকল আদিবাসী এবং দলিতদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

এই হচ্ছে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আমাদের পার্টির প্রস্তাবনা। ধন্যবাদ।

সংগ্রামী শুভেচ্ছাসহ

মোশরেফা মিশু

সাধারণ সম্পাদক

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

২৯/১১/২০২৪

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম

২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ২২২৩৩৫৬৩৭৩। ওয়েবসাইট: spbm.org

২৮ নভেম্বর, ২০২৪

প্রতি
আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব,

সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আপনারা দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও জনগণের কাছ থেকে মতামত আহবান করেছিলেন। এটা খুবই ইতিবাচক উদ্যোগ। আপনাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই সংস্কার প্রস্তাবনাটি পেশ করছি।

অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

ধন্যবাদান্তে

মাসুদ রানা
সমন্বয়ক
বাসদ (মার্কসবাদী)

সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা দীর্ঘদিন ধরেই চলমান। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রের চরিত্র গণপ্রজাতন্ত্রিক, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক, পূর্ণবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত সরকারই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সংবিধানে উল্লেখ করা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন বিচার বিভাগ বাতিল করতে পারবে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য মূলনীতির ঘোষণা, মেহনতি কৃষক-শ্রমিকের শোষণ থেকে মুক্তি, অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সামর্থ্য না রাখা, রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন দান– ইত্যাদিসহ আরও অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ আছে, যা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ধরণের সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল সেগুলোর অনেককিছুই উল্লেখ করেছে।

কিন্তু এও সত্য যে, শুরুতে এই কথাগুলো বলে এই সংবিধানে কার্যত প্রায় সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের পরবর্তী ধারাগুলো, শুরুতে উল্লেখ করা এই বক্তব্যের বিপরীতেই অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ এই সকল অধিকার অস্বীকারের পথও এই সংবিধানেই আছে। তার উপর এটি যথেচ্ছা কাঁটাছেড়া করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী এই কাঁটাছেড়ার মধ্যে একটি মাইলফলক।

ফলে এটির সংস্কার করতে হবে। সংবিধানের প্রথম অংশে উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে অসংগতিপূর্ণ সকল ধারা বাতিল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারনের বিধান যুক্ত করতে হবে। কী কী সংস্কার হবে, কোন পথে হবে– আন্দোলনকারী শক্তি, রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের নিয়ে এসকল বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা বা ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বাহাত্তরের সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রচিত হয়নি– এ সমালোচনাও সত্য। কারণ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই বাহাত্তরের গণপরিষদ গঠন করা হয়। ফলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল, মত, সংগঠন ও আন্দোলনকারী জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব এখানে নিশ্চিত করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপরই সংবিধান রচিত হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের জনআকাঙ্ক্ষার কিছুটা প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ ছিল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির দল। এটি কোন ধর্মনিরপেক্ষ দল ছিল না, সমাজতন্ত্রেও বিশ্বাসী ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'– এই দুইটিকে মূলনীতি হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ যেভাবেই হউক, এগুলো মুক্তিযুদ্ধে জনগণের চেতনা থেকেই উৎসারিত ছিল। এগুলো অস্বীকার করে এগোবার সাধ্য সেদিন তার ছিল না। তেমনি জাতীয়তাবাদের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয়েছে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই সেদিন মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর থেকেই এ চেতনা উৎসারিত হয়েছিল। নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনে এ চেতনাই সেদিন এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে লড়াইয়ের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। যদিও সেখানে গোটা দেশের জনগণকেই বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা ও অন্যান্য জাতিসত্ত্বাগুলোর স্বীকৃতি না দেয়াটাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই পরিপন্থী ছিল।

বাহাত্তরের সংবিধানকে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা না করে, একে শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা দিয়ে বিচার করলে এবং একতরফা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে একে অভিহিত করলে– পুরো মুক্তিযুদ্ধকেই বুঝে হোক না বুঝে হোক আওয়ামী লীগের ঘরে তুলে দেয়া হয়।

আমাদের মনে রাখা জরুরি, মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগ একা করেনি। তৎকালীন সময়ে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া শক্তিগুলো ছাড়া সকল দল-মতের মানুষ, সর্বোপরি দেশের জনগণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেই সময়ে সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধানে জনতার আকাঙ্ক্ষা যতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে– তাকে ভিত্তি ধরে ও

বর্তমান গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করে এই সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। প্রথম তিনভাগে বর্ণিত প্রস্তাবনার সাথে শাসনতান্ত্রিক তথা ক্ষমতাকাঠামো অংশের অসঙ্গতিকে দূর করতে হবে।

অন্যথায় আওয়ামী লীগ যা করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্যকিছু করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের বদলে বিভক্তিই কেবল বাড়বে। এমনকি এই পথ ধরে অন্য কোন রূপে ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফলে আমরা সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবনা করছি। আমাদের প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপ।

প্রস্তাবনাঃ

১. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে– এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।

২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি লক্ষ্যে বিধান যুক্ত করা।

৩. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।

৪. সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করা।

৫. প্রধানমন্ত্রীকে অপসারন বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

৬. সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ), ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ), ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি), ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ সংস্কার করা।

৭. সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা।

৮. সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য অন্তবর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিধান যুক্ত করা।

৯. বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল করা।

১০. নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮–১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১১. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা।

১২. পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১৩. জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এসকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা।

১৪. পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা।

১৫. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা– অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে।

গণতন্ত্র সমতা ন্যায় বিচার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

নিবন্ধন নং-৪৭

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২২/১, তোপখানা রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০

ফোনঃ +৮৮-০২-৫৭১৬৪৬৪৪

E-mail: bangladeshjasod@gmail.com

অধ্যাপক আলী রিয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

২৫ নভেম্বর ২০২৪

সূত্রঃ স্মারক নং – ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪-২৩ তারিখঃ ৬ নভেম্বর ২০২৪

বিষয়ঃ **সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

মহোদয়

শুভেচ্ছা জানবেন। শিরোনামে বর্নিত বিষয়ে আমাদের দলের মতামত জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ। আপনারা অবগত আছেন যে, ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জন্ম হয়েছিল মহান জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে। ২০১৭ সাল থেকে এ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল – বাংলাদেশ জাসদ নামে রাজনৈতিক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদে সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সে সময় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে আমরা সে সংবিধানকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেও মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে ও বৈষম্য বিলোপে যথাযথ সাংবিধানিক সুরক্ষা নেই বলে তার সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরি। আমরা পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্বলিত সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী, বাকশাল ব্যবস্থা সম্বলিত চতুর্থ সংশোধনী, সামরিক শাসনকে বৈধতা দানকারী ৫ম ও ৭ম সংশোধনী, রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ৮ম সংশোধনী সহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনীর বিরোধিতা করেছি।

২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই শিক্ষার্থীগণঅভ্যুত্থানে স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী শাসনের পতনের একটা মূল সুর ছিল ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিরোধ ও বৈষম্য দূর করা। ফ্যসিবাদের প্রত্যাবর্তন রোধে ও বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের কাঠামো উপরিকাঠামো তথা সার্বিক ও মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। তার অংশ হিসেবে অন্তবর্তীকালীন সরকার সংবিধান সংস্কার সহ ১০টি ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ণের জন্য কমিশন গঠন করেছেন। আমরা এ পদক্ষেপকে রাষ্ট্র সংস্কারের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের কতিপয় প্রস্তাবনা কমিশন তথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছি। এ সব বিষয়ে এবং এর বাইরেও অন্য কোন বিষয়ে কোনো প্রস্তাব আলোচনাক্রমে আমাদের দলের আদর্শ ও নীতি অনুসারে গ্রহণ করতে সম্মত আছি।

আমরা মনে করি, সংবিধান সংস্কার সবচাইতে বেশী গুরুত্ববহন করে। এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল সমুহ যতদুর ঐক্যমত্য পোষন করে ততদুর সংস্কার করে পরবর্তী সংস্কার নির্বাচিত সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া ভালো হবে। তবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের ঐক্য অগ্রসর করার জন্য আমরা আপনাদের সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।

আপনাদের সংস্কার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

এ বিষয়ে যোগাযোগের জন্য দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিঃ ড. মুশতাক হোসেন। টেলিফোনঃ +৮৮-০১৫৫২৪১০৪৪৫ ই-মেইলঃ mushtuq@gmail.com

আপনার একান্ত

(শরীফ নুরুল আম্বিয়া)
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল – বাংলাদেশ জাসদ

ছক – ১

সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র কর্তৃক জাতিসংঘ ঘোষিত সকল মানবাধিকার ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলক করা, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক সহ সকল বৈষম্য বিলোপ করা, কাজ অনুযায়ী মজুরীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

মানবাধিকার সুরক্ষা

রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় দায়িত্ব পালন করা, মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করা, একে বিচার বিভাগের অংশ বিবেচনা করে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন করা

নির্বাহী বিভাগ

নির্বাহী বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ, ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, কোনো একটি একক ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগকে মুক্ত করা ও কৃত্য-পেশাভিত্তিক নির্বাহী বিভাগ গড়ে তোলা, নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি অংশ জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত করা এবং পারস্পরিক জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা করা

আইন সভা

- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা
- নিম্ন কক্ষে ১০০ আসনে দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করা
- নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীন করা, স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা

ছক -২

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম ভাগ		সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপরে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম" ও তার বাংলা অনুবাদসমূহ	১৯৭২ সালের মূল সংবিধানমতে কোন কিছু না লিখা	সংবিধানকে ধর্মের বাইরে রাখা।
	প্রজাতন্ত্র অংশে (১)	"একক"	মুছে দেয়া	একটি বিকেন্দ্রীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি চালুর বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা
	প্রজাতন্ত্র অংশে (২ক)	"রাষ্ট্রধর্ম"	বিলুপ্ত করা	সংবিধানকে ধর্মের বাইরে রাখা।
	(৬) "নাগরিকত্ব" অংশে	"জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী"	বিলুপ্ত করা	বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাঙালী জাতি-ই নয়, আরো অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্ত্বা রয়েছে
দ্বিতীয় ভাগ	৯. "জাতীয়তাবাদ" অংশে	"একক"	"প্রধান"।	
		... যে বাঙালী জাতি	সংযুক্তিঃ ও বাংলাদেশের ভূখন্ডে বসবাসরত অন্যান্য জাতিস্বত্ত্বাসমূহ	
		...সেই	"বাঙালী"র পরিবর্তে "সকল" জাতির ঐক্য	
	১৮. "জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা"	"জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা"	"জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা" শিরোনাম বিভক্ত করে জনস্বাস্থ্য পৃথকভাবে উল্লেখ	
			সংযুক্ত করাঃ রাষ্ট্র তার ভূখন্ডে বসবাসরত সকল মানুষকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করিবে। স্বাস্থ্যসেবা বলিতে স্বাস্থ্যের সকল উপাদান, যেমন রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পুনর্বাসন ও উপশমমূলক স্বাস্থ্য	জনস্বাস্থ্যকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
			সেবা বুঝাইবে। সারা দেশে সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিবে। টাকার অভাবে কোনো মানুষের স্বাস্থ্যসেবা যেন বিঘ্নিত না হয় রাষ্ট্র সে বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করিবে।	
	১৯ (৩)	মহিলা	নারী	আধুনিক বাংলা ব্যবহার
	২৩ (ক)	"উপজাতি"	শব্দটি বিলুপ্ত করে "বাঙালী ব্যতীত অন্যান্য জাতি ও জাতিস্বত্ত্বা" [কিংবা আরো কোনো উপযুক্ত শব্দ] দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।	
চতুর্থ ভাগ	৪৮ (৩)	... প্রধান বিচারপতি [সংযুক্তি ...] নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত	[সংযুক্তিঃ নির্বাচন কমিশনের সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, ন্যায়পাল + +]	এ ভাগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বন্টন পর্যালোচনা করে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করা প্রয়োজন
পঞ্চম ভাগ			নতুন সংযুক্তিঃ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের জন্য উচ্চ কক্ষ	গঠন প্রণালী নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে মতবিনিময় প্রয়োজন
			নতুন সংযুক্তিঃ জাতীয় সংসদে বিদ্যমান ৩০০ আসনের সাথে সংখ্যানুপাতে নির্বাচিত ১০০টি আসন যুক্ত করা। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করা যা সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে	

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
	৭০ (খ)	সংসদে [সংযুক্তিঃ ---------] উক্ত দলের বিপক্ষে ...	সংসদে [সংযুক্তিঃ অনাস্থা প্রস্তাব] উক্ত দলের বিপক্ষে ...	সংসদ সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ
ষষ্ঠ ভাগ	৯৫. "বিচারক নিয়োগ"		বিচারক নিয়োগে নির্ধারিত যোগ্যতা ----------	উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা
	৯৮. "সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ"	"যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন"	[সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।]	

বর্তমান সংবিধান বিষয়ে ভিন্ন কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুনঃ

- পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করিতে হইবে।
- সংসদ নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য
- উচ্চ কক্ষের স্পিকার অথবা সকল অংশীজনের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির, যিনি সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন, নেতৃত্বে নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার

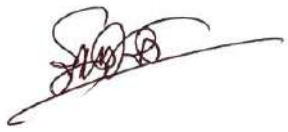

মুক্তির মূলমন্ত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

সূত্র : আইএবি- ১৪১/১৪৬ (১) তারিখ : ২৫-১১-২০২৪ইং

বরাবর,
জনাব অধ্যাপক আলী রিয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন

বিষয় : সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মতামত ও প্রস্তাবনা পেশ প্রসঙ্গে।

জনাব,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ,
উপরোল্লিখিত বিষয়ে বিগত ১১ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখে প্রাপ্ত সংবিধান সংস্কার কমিশনের পত্রের (পত্র নম্বর : ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪-১৮) আলোকে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে লিখিত মতামত ও বেশ কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হলো। (সংযুক্তি)

সার্বিক যোগাযোগ (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন
প্রেসিডিয়াম সদস্য, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭২৩৭৪৫৫৫৬
ইমেইল : islamicandolanbd@gmail.com

ওয়াসসালাম

(ইউনুস আহম্মেদ সেখ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১২৫৫৫৮৬১

সংযুক্তি :
২. **সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মতামত ও প্রস্তাবনা ১০ পৃষ্ঠা।**

মুক্তির মূলমন্ত্র

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

ইসলামী শাসনতন্ত্র

Islami Andolan Bangladesh (IAB)

কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০

ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/১১/২০২৪ইং

১৯৭১ সালে বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় লাভের পর স্বাধীনতার প্রাপ্তি ও
প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং জুলাই-আগস্ট'২৪ গণ বিপ্লব পরবর্তী
নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংবিধান রচনা করা একান্ত অপরিহার্য বিষয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সংবিধান প্রস্তাবনা (খসড়া)

বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

দেশের নাম!

বাংলাদেশের নাম হবে বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র (Bangladesh Welfare state) বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্র-এর তাৎপর্য হলো কারো মনে যেন রাষ্ট্রের কোন প্রকার অকল্যাণ করার চিন্তা না জাগে।

- ❖ সরকারী, আধা-সরকারী ও সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে।
- ❖ নতুন লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডারের অধীন গণপরিষদ এর মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।
- ❖ গণঅভ্যুত্থানের সকল অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব কেবল সরকারের কাছে নয়; বরং সকল অংশীজনের কাছেই পাঠাতে হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া গণপরিষদে উত্থাপিত হবে। এটাই হবে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কের মূল দলিল।
- ❖ প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবে।
- ❖ সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের বৈধ রায়ই সরকার গঠনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি থাকতে হবে।
- ❖ গণভোট ছাড়া কেবলমাত্র আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।

সংবিধানের মূলনীতি!

০১. সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজের ভিত্তি।
০২. ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন ।
০৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।
০৪. দূর্নীতি, দুঃশাসন মুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র।
০৫. সাম্য
০৬. মানবিক মর্যাদা
০৭. সামাজিক ন্যায় বিচার
০৮. জবাবদিহীতা নিশ্চিত করণ।
০৯. ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদ রহিত করণ।
১০. অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির বিলোপ করণ।
১১. আদর্শ নাগরিক গড়া ও মনুষত্ত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সুশিক্ষা।
১২. সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন।
১৩. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষে PR বা আনুপাতিক হারে নির্বাচন।

পেজ নং ১

১৪. সরকারের সর্বক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্যতার প্রাধান্য।
১৫. সরকার হবে জনগণের সেবক।
১৬. স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
১৭. সকল ক্ষেত্রে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।
১৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে/সেক্টরে লেজুর ভিত্তিক দলীয় চর্চা বন্ধ।

নতুন সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্টাবলী।

০১. রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্র থেকে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, অসৎ নেতৃত্ব ও আমলামুক্ত থাকবে।
০২. দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত অসৎ চরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে রাজনৈতিক দলে স্থান দেয়া যাবে না
০৩. নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।
০৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করা, সর্বোপরি অসৎ কাজের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, নিজের বিবেক এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
০৫. অবাধ, সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতির আমূল সংস্কার করা হবে। এ লক্ষে সংখ্যানুপাতিক PR পদ্ধতি চালু করা হবে।
০৬. সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করা হবে।
০৭. শুধু আইনের শাসন নয়, ন্যায়ের শাসন ও প্রতিষ্ঠা করা হবে।
০৮. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হবে।
০৯. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি আধুনিকরণ ও মেধার বিকাশ ঘটানো হবে।
১০. পররাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ মুক্ত রাখা হবে।
১১. রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।
১২. ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে স্পিকার, প্রধান বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং অন্যান্য অনুপাতিক হারে বিভিন্ন কমিটির সভাপতির পদলাভ করবে।
১৩. বিচার বিভাগের সর্বস্তরে স্বাধীন ও মুক্ত রাখা হবে।
১৪. নির্বাচন কমিশনসহ সকল কমিশন সমুহের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকবে।
১৫. শরিয়াহ বিরোধী কোন আইন পাস করা যাবে না।
১৬. ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে।
১৭. সাদা পোষাকী অপরাধ (White-Collar Crimes) বন্ধ করা হবে এবং এর যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
১৮. দেশ ও জনগণের স্বার্থে সকল ধরনের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি বন্ধে জিরো টলারেন্স কার্যকর করতে পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় সাধন। একাজে ব্যর্থ হলে পুলিশ ও বিচার বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।
১৯. ন্যায়পাল নিয়োগ (যা সংবিধানে থাকলেও বাস্তাবায়ন হয় নাই)।
২০. বাক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
২১. বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তির এজেন্টদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হবে।
২২. মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে বাদিকেও শাস্তি পেতে হবে এই মর্মে আইন প্রণয়ন করা হবে।
২৩. বিদেশের সাথে দেশের সবচুক্তির শ্বেতপত্র প্রকাশ করা, যে কোন অসম চুক্তি বাতিল হবে।

রাজনৈতিক ও সংবিধানিক কমিশন গঠন!

কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য :

ক. রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

খ. ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহার পর্যালোচনা।

গ. নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিম নির্বাচনী কার্যক্রম প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ।

কমিশন যেভাবে গঠিত হবে :

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হবে। কমিশন গঠনে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে।

কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক. প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র ও নেতা-কর্মীদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। দলের মধ্যে যাতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী এবং সমাজবিরোধী লোক কোন পদ-পদবী না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে দলকে সতর্ক করে দেওয়া। দল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা।

খ. নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার যাতে ফাঁকা বুলি ও বাস্তবতাবিবর্জিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ঘোষিত ইশতেহারে বর্ণিত ওয়াদা-অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে; প্রতি ছয় মাস পর পর রিপোর্ট পেশ করা। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয় হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। যৌক্তিক সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারকে সতর্ক করা। সতর্ক করার পরেও যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

রাষ্ট্রপতি

০১. রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র-এর নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন এবং রাষ্ট্রের সকল কর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হবে। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট অবশ্যই সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ও জন্মসূত্রে বাংলাদেশী ও বাংলাদেশের নাগরিক, সু-পরিচালক, প্রজ্ঞাবান, নিস্কলুষ অতীতের অধিকারী, আমানতদার, তাকওয়া সম্পন্ন, ইনসাফপূর্ণ আচারণ সকল কাজের চেয়ে দেশ ও জনগনের স্বার্থকে প্রাধান্য দানকারী হবেন।

কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের ৫০% এর বেশী না পেলে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত দুই প্রার্থীর দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট স্বীয় কাজের সুবিধার জন্য একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করতে পারবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাগবে।

০২. রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন।

০৩. মৃত্যুদন্ড ছাড়া যে কোন দন্ড রাষ্ট্রপতি মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীকে কেবলমাত্র বাদীপক্ষ মাফ করতে পারেন। বাদীপক্ষ মাফ না করলে আসামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবে।

০৪. রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা সাক্ষরের আগে সংবিধানানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন।

০৫. যেকোন ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/ নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

পেজ নং ৩

০৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমানুসারে সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

০৭. যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।

০৮. জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংদদের সভায় পাশ হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না।

০৯. কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন।

১০. প্রয়োজনের আলোকে প্রেসিডেন্ট বক্তব্য দিবেন।

প্রধানমন্ত্রী

০১. প্রধানমন্ত্রী কোন দলের প্রধান থাকতে পারবেন না।

০২. জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো পদেই তিনি আসীন হবেন না। কোম্পানি বা ব্যাবসায়ী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ থাকবে।

০৩. প্রধানমন্ত্রী, কোনো সাংবিধানিক পদের নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারবেন না। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। অপসারণও করতে পারবেন না।

০৪. সংসদ সদস্যগণ দল বদল করলে বা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে বা অব্যাহতি দেয়া হলে তার সাংসদ পদ শুন্য হবে। কেবল আস্থা ভোটে দলের বিপরীতে ভোট দেয়া যাবে না। অন্য যেকোন বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন, দলের বিরুদ্ধেও ভোট দিতে পারবেন।

০৫. সরকারের মেয়াদ ৪/৫ বছর।

০৬. প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রদ করা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সংসদীয় দলের থাকবে। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রধানসন্ত্রী চয়ন করবেন। তবে সংসদের তাতে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করবেন এবং রদবদল করতে পারবেন। তবে অপসারণ করতে হলে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে।

০৭. সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদে পাঠাবে। সুপারিশ সংসদে ভোটাভুটির মুখোমুখি হবে।

০৮. প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়ার অধিকারী হবেন না। ২/৩ অংশ সংসদই কেবল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জরুরি আইন/আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির যৌক্তিকতা যচাই বাছাই করে রায় দিবেন।

০৯. প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীগুলোর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। কোন বাহিনীই সরাসরি তার অধীন থাকবে না। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র কোন মন্ত্রণালয়ই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকতে পারবে না। বাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ হবে অবৈধ। তবে যেকোন কার্যের সঠিকতা সম্পর্কে জবাবদিহিতা থাকবে।

১০. কোন আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবল সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটই হবে তাকে অপসারণের বৈধ উপায়।

১১. সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে

১২. প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন।

পেজ নং ৪

সংসদ (আইনসভা)

সংসদের নাম পরিবর্তন করে আইনসভা নামকরণ করতে হবে।

০১. আইনসভা হবে জনগণের বৈধ ক্ষমতার রক্ষক। জনগণের কল্যান, দেশের উন্নয়ন এবং বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে আইনসভা সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাবেন।

০২. সকল সাংবিধানিক পদ, মন্ত্রীসভার সদস্য, সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ যাবতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধানগণের নিয়োগের পূর্বে তাকে সংসদীয় কমিটির শুনানিতে উপস্থিত হতে হবে। ফলাফল অসন্তোষমূলক হলে তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না।

০৩. আইনসভার সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে এক বার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিক কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে।

সংসদ নেতা

প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন।

সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো লঙ্ঘন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করবেন। সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনিই প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে।

বিরোধী দলীয় নেতা

বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোতে সরকারের নীতি সমালোচনা প্রেরণ করাবেন।

বিচার বিভাগ!

বিচারপতিগণ রায় দেয়ার বিষয়ে স্বাধীন থাকবেন। সর্বোচ্চ আদালতের রায় অখণ্ডনীয়। প্রধান বিচারপতিই হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বেঞ্চ গঠন করেন।

তাই প্রস্তাব হলো:

০১. প্রধান বিচারপতি পদটি স্থায়ীকরণ হবে না। পর্যায়ক্রমিক করা। আপিল বিভাগের শীর্ষ মানে নিয়োগের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে ৫ বিচারপতি পর্যায়ক্রমে দায়িত্বটি পালন করবেন।

০২. বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি পাঠাবেন না। পাঠাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। বিচারক নিয়োগে নীতিমালা থাকতে হবে। আপিল বিভাগের সকল বিচারপতিকে নিয়োগের আগে পার্লামেন্টারি শুনানি ফেস করতে হবে। বেঞ্চ গঠন ক্ষমতাও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে।

০৩. কোন বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিতে থাকা অবস্থায় বা অবসরে যাবার পরে কোন ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে।

০৪. সাংবিধানিক মামলার জন্য আপিল বিভাগ নয়, সাংবিধানিক আদালত বসবে। এর ফরমেশন হবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং আরও কাউকে রাখা যেতে পারে, যাতে ভারসাম্য থাকে।

০৫. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপীল বিভাগের এক তৃতীয়াংশ জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এবং প্রধান ন্যায়পাল ও স্পীকারের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

০৬. নিম্ন আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে হবে।

০৭. সুপ্রীম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় থাকবে। তার অর্থ আলাদা হবে। প্রতি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকবে। আপিলেট ডিভিশন বলে আলাদা কিছু থাকবে না। সুপ্রীম কোর্ট নামে একক একটি কোর্ট থাকবে, যা আপিলেট ডিভিশন হিসাবে কাজ করবে।

০৮. আইন সভার মাধ্যমে তৈরি যে কোনো আইন ন্যায়নীতির পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করতে পারবে।

০৯. ধর্মীয় কোনো বিধি-বিধানের বিষয়ে প্রচলিত বিচার আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক একটি শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. স্বল্প সময়ে বিচার নিষ্পত্তি করতে জজকোর্ট ও হাইকোর্টে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া চালু রাখা এবং বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট চালু করা হবে।

১১. দরিদ্র শ্রেণির মানুষ সহ সকল বিচার প্রার্থী যাতে অল্প খরচে বিচার পায়, সেজন্য উকিলদের ফি নির্দিষ্ট করা।

১২. কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বল এমন কাউকে বিচারক পদে নিয়োগ না দেওয়া।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ:

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ও উত্তম আদর্শ বাস্তাবায়ন।

০১. সকল নাগরিককে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ দিতে হবে।

০২. রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতন কাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে।

০৩. সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমমান নিশ্চিত করা

০৪. সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য স্বল্পমূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।

০৫. কারাগারে ডিভিশন প্রথা সহ শ্রেণী বৈষম্য বাতিল করা।

০৬. সততা, নিষ্ঠা, খোদাভীরুতা, কর্মতৎপরতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা।

০৭. কোনো নাগরিককে লাঞ্ছিত বা হয়রানী করতে মিথ্যা মামলা দিলে প্রমাণ সাপেক্ষে বাদীকে উক্ত অভিযোগের শাস্তি অনুরুপ শাস্তি দিতে হবে এবং ক্ষতিপুরন দিতে হবে।

০৮. কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা যাবে না এবং রিমাণ্ডের নামে নির্যাতন ও নিপীড়ন মূলক আচরন করা যাবে না।

০৯. কেউ অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আন্তরিন রাখা যাবে না।

১০. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য "দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" এই মূলনীতি চালু করতে হবে। এজন্য সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য ও আলেম প্রতিনিধির সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে হবে এবং উক্ত কমিটিকে আইনী কাঠামোর মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া।

১১. সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহীতা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। এজন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগে অনুসন্ধানের জন্য স্বতন্ত্র একটি কর্তৃপক্ষ রাখতে হবে। তাদের কাজ হবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোনো অনিয়মের প্রতিবেদন পেশ করা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১২. সরকারী চাকুরী হতে অপসারনের বিধান সহজ করা।

১৩. সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় "পরকালীন ভয়" সম্পর্কে একটি অধ্যায় বাধ্যতামূলকভাবে রাখা।

১৪. ফ্যাসিবাদে অভিযুক্ত সরকারী দল ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক অধিকার হারাবে।

পেজ নং ৬

বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র-এর মানবাধিকার!

সংবিধানে ইসলাম প্রদত্ত এবং জাতীসংঘ মানবাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে। জাতি ও গোত্র এবং ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ সমান অধিকার ভোগ করবে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি সমানভাবে আইনের সহায়তা লাভের অধিকারী এবং আইন অনুযায়ী তারা সকল মানবিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ করবে।

ইসলামী মানদণ্ড ও সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব এবং সরকারকে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে:

০১. নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

০২. মায়েদেরকে, বিশেষ করে গর্ভকালীন ও সন্তানকে দুগ্ধ দানকালীন পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে এবং অভিভাবকবিহীন শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

০৩. পরিবারের সংরক্ষণ ও স্থিতি বিধানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আদালত গঠন করতে হবে।

০৪. বিধবা- এবং বৃদ্ধা ও অভিভাবকবিহীন নারীদের জন্যে বিশেষ বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৫. আইনগত অভিভাবকের অবর্তমানে সন্তানদের কল্যাণার্থে সক্ষম মায়ের নিকট সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রদান করতে হবে।

০৬. প্রতিটি নাগরিক যাতে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন, ধর্ম চর্চা, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন, ধর্মের প্রচার-প্রসার করতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

০৭. প্রত্যেক নাগরিক দেশের যে কোনো স্থানে গমন, অবস্থান ও বৈধ পেশায় নিয়োজিত হতে পারবে।

০৮. অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ব্যতিত স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ প্রত্যেক নাগরিককে দিতে হবে। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষে আলাদা আইন তৈরি করতে হবে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দানকারীর মৃত্যুদন্ডের বিধানসহ উপযুক্ত শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

০৯. খাদ্যে ভেজাল, ইচ্ছা মতো মূল্য বৃদ্ধি, মজুদদারীর মাধ্যমে নিত্য পন্যের সংকট সৃষ্টিকারীদের ব্যবসায়িক লাইসেন্স বাতিল সহ শাস্তির বিধান করতে হবে।

১০. সকল ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বাতিল করে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে।

১১. প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

১২. আদালতে মামলা পরিচালনায় বাদী অথবা বিবাদী ইচ্ছা করলে উকিল ছাড়া নিজেই মামলা পরিচালনা করতে পারবেন।

১৩. আইনের দাবী ব্যতীত ব্যক্তির মর্যাদা, মাল, অধিকার, বাসস্থান ও পেশা যেকোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

১৪. চিন্তা-বিশ্বাস (আকিদা) সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ এবং শুধু কোন চিন্তা-বিশ্বাস (আকিদা) পোষণের কারণে কারো ওপরে চড়াও হওয়া বা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না।

১৫. ইসলামের ভিত্তিসমূহ এবং সার্বজনীন অধিকারের ওপর হামলা চালানো ব্যতিরেকে সংবাদপত্র ও প্রকাশনা যেকোন বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আইনের দ্বারা নির্ণীত হবে।

১৬. আইনগত আদেশের ক্ষেত্র ব্যতীত তল্লাশী, চিঠিপত্র না পৌঁছানো, টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড ও ফাঁস করা; টেলিগ্রাম ও টেলেক্সে প্রেরিত বক্তব্য ফাঁস করা, সেন্সর করা, না পাঠানো ও না পৌঁছানো; আড়িপাতা ও যে কোন ধরনের গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ।

১৭. মুক্তি, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও ইসলামী মানদণ্ডের মূলনীতি এবং ভিত্তির বরখেলাফ বা লঙ্ঘন না হওয়ার শর্তে রাজনৈতিক ও পেশাগত দল, সমিতি ও সংগঠন এবং স্বীকৃত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠন গঠনের অধিকার থাকবে। এসবে অংশগ্রহণে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না বা এর কোন একটিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

১৮. ইসলামের ভিত্তিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক এবং দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী অস্ত্র বহন ব্যতিরেকে যেকোন ধরনের সমাবেশ ও শোভাযাত্রার অধিকার থাকবে।

১৯. ধর্ম, সর্বসাধারণের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং অন্যদের অধিকারের বিরোধী না হলে যেকেউ নিজ পছন্দমাফিক যেকোন পেশা নির্বাচনের অধিকারী থাকবে ।

২০. সমাজের প্রয়োজন রক্ষা করে কর্মক্ষম সকল ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা ও কাজের সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব।

২১. অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, বার্ধক্য, কর্মে অক্ষম হয়ে পড়া, অভিভাবকহীনতা, পথে আটকে পড়া ও দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার কারণে এবং স্বাস্থ্যগত, চিকিৎসা সংক্রান্ত ও সেবা-শুশ্রুষা সংক্রান্ত খেদমতের প্রয়োজনে বীমা আকারে ও বিনা খরচে সার্বজনীনভাবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২২. আইন অনুযায়ী জনগণের রাষ্ট্রীয় আয়ের খাতসমূহ এবং জনগণের অংশগ্রহণ থেকে প্রাপ্ত আয়সমূহ হতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপরোক্ত সেবা ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

২৩. দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা।

২৪. প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিশীল আবাসনের অধিকারী হওয়া প্রতিটি বাংলাদেশী ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার।

পররাষ্ট্র নীতি!

০১. যেকোনো ধরনের আপোসকামিতা ও আধিপত্য প্রত্যাখান।

০২. সকল দিক থেকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডত্বের হেফাজত, সকল মজলুম জাতির প্রতি সমর্থন।

০৩. আধিপত্যবাদী শক্তি সমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ না হওয়া।

০৪. যেসব দেশ শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে না তাদের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

০৫. দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর যেকোনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে এমন যেকোনো ধরনের চুক্তি না করা।

০৬. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এবং নাশকতাকারী হিসেবে প্রমাণিত না হলে কোন বিদেশী রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে সরকার তাকে আশ্রয় দিতে পারবে।

অর্থনৈতিক নীতিমালা!

একটি সুখী, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা হবে নিম্নরূপ-

সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান দারিদ্র ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার হেফাজতসহ তার বিকাশের প্রয়োজন সমূহ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিম্নলিখিত নীতিমালার উপর ভিত্তিশীল হবে;

০১. মৌলিক প্রয়োজনসমূহের পূরণ; সকলের জন্য আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং পরিবার গঠনের জন্য অপরিহার্য উপায়-উপকরণ

০২. পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত হবার লক্ষ্যে সকলের জন্য কাজের পরিবেশ ও সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণ, যারা কাজ করতে সক্ষম অথচ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের অধিকারী নয় তাদেরকে কাজের উপায় উপকরণ সরবরাহ যা সমবায় আকারে দেওয়া হবে বা বিনা সুদে ঋণ আকারে দেওয়া হবে অথবা অন্য কোন পন্থায় দেওয়া হবে যাতে না বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমূহের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত ও আবর্তিত হতে পারে, না সরকারকে এক বিরাট ও নিরঙ্কুশ কর্মের নিয়োগকর্তাতে পরিণত হতে পারে। উন্নয়নের পর্যায় সমূহের প্রতিটি পর্যায়ে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

পেজ নং ৮

সরকারী অর্থনীতিঃ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারী, সমবায় ও ব্যক্তিগত এই তিনভাগে বিভক্ত এবং সুশৃঙ্খলিত ও সঠিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল থাকবে।

সমস্ত বৃহৎ শিল্প, মৌলিক শিল্প, বৈদেশিক বানিজ্য, বৃহৎখনিজ, ব্যাংকিং, বীমা, বিদ্যুৎ উপৎপাদন, বাধ ও পানি সরবারহ নেটওয়ার্ক সমূহ, রেডিও, টিভি, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিমান, নৌ-চলাল, সড়ক ও রেলপথ এবং এ জাতীয় সবকিছু সর্বস্থানে মালিকানাধীনে ও সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকবে।

সমবায় অর্থনীতিঃ

শহর ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিতব্য ও প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও বন্টনমূলক সমবায় কোম্পানী ও সংস্থা সমূহ সমবায় খাতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

ব্যক্তি অর্থনীতিঃ

কৃষি, পশু পালন, শিল্প, বানিজ্যও সেবারই অংশ। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী খাতের অন্তর্ভূক্ত যা সরকারী ও সমবায় অর্থনৈতিক তৎপরতার পরিপূরক হবে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

প্রত্যেকেই বৈধ উপার্জনের মালিক। তবে কেউই স্বীয় আয়-উপার্জনের নামে অন্যের আয়-উপর্জনের সম্ভবনা হরণ করতে পারবে না।

সুদ, আত্মসাত, ঘুষ, জবর দখল, চুরি, জুয়া, ওয়াকফ্ সম্পত্তির অপব্যবহার, ঠিকাধারী ও লেন-দেনের অপব্যবহার, পতিত ভূমি, ওয়াকফ্ সম্পদ বিক্রি, অশ্লিলতা আড্ডা খানা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য অবৈধ প্রন্থায় অর্জিত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া ও প্রকৃত মালিকদের প্রত্যাবর্তন করা সরকারের দায়িত্ব মর্মে আইন পাশ করা।

প্রকৃত মালিক কে তা জানা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের আলোকে এই হুকুম কার্যকর হবে মর্মে আইন পাশ কারা।

জনস্বার্থে আইনসঙ্গত ব্যতিত কোনরূপ কর ধার্য করা যাবে না। কর মওকুফ হ্রাসের বিষয়টিও আইন অনুযায়ী নির্ধারীত হবে। দেশের বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহের ক্রমম্বতিশীল সামাজিক জীবনের জন্য পরিবেশে হেফাজত একটি সর্বজনীন দায়িত্ব। একারণে যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা ও অন্য যেসব তৎপরতা দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটে বা পরিবেশের অপূরনীয় ক্ষতি হয় তা নিষেদ্ধের আইন পাশ করা।

(বর্তমান সংবিধানের বিষয়ে আমাদের মতামত)

নিম্নলিখিত কারণে ব্যর্থ ও অকার্যকর এই সংবিধান

০১. মানুষের কল্যাণে ও দেশের উন্নয়নে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর সংবিধান।
০২. একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন এবং কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।
০৩. দূর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রশ ও মাদকমুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।
০৪. ইসলাম, দেশ ও মানবতা বিরোধী অপরাধ দমনে ব্যর্থ।
০৫. মুক্তিযোদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ।
০৬. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ ও ভেজালমুক্ত পণ্য বন্ধে ব্যর্থ।
০৭. শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ।
০৮. ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে ব্যর্থ।
০৯. রাজনীতিবিদদের দূর্নীতি, টাকা পাচার, টেন্ডারবাজী, দখলবাজি বন্ধে ব্যর্থ।
১০. প্রতিহিংসা ও কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতি বন্ধে ব্যর্থ।
১১. বিদেশী আধিপত্যমুক্ত দেশ গড়নে ব্যর্থ।
১২. বৈদেশিক ও দেশীও বিভিন্ন ফান্ড থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ।
১৩. মাদকসহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য ছয়লাভ বন্ধে ব্যর্থ।

১৪. কিশোরগ্যাং-এর ধ্বংসাত্বক কার্যকালাপ বন্ধে ব্যর্থ।
১৫. জাতীয় চরিত্র উন্নয়নে ব্যর্থ।
১৬. (White-Collar Crimes) সাদা পোষাকী অপারাধ বন্ধে ব্যর্থ।

উপরোক্ত কারণে ব্যর্থ এই সংবিধানকে নতুন করে প্রণয়ন করা সময়ের একান্ত দাবী

পূর্ণাঙ্গ নতুন সংবিধান রচনায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ব্যাপক প্রস্তুতি আছে। প্রয়োজনে আমরা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত আছি।

ওয়াসসালাম

(ইউনুস আহম্মেদ সেখ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১২-৫৫৫৮৬১

জাতীয় গণফ্রন্ট

২২/১, তোপখানা রোড (৪র্থতলা), কক্ষ নং-৪১৫, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৭১১-৯৭০৫১২, ০১৭১০-৩০০৭১৭

তারিখ: ২১/১১/২০২৪

বরাবর
প্রধান সংবিধান সংস্কার কমিশন

সংবিধান প্রশ্নে আমাদের দলের মতামত
৭২ এর সংবিধান সংশোধন নয়-বাতিল ও নতুন সংবিধানের জন্য সংবিধান সভার নির্বাচন চাই।

প্রথমেই কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মতামত জানতে চাওয়ার জন্য।
আমরা মনে করি ৭২ এর সংবিধান প্রস্তুত এবং গ্রহণ করেছিল ৭০ সনে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ। যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক (এল.এফ.ও) এর অধীনে ঐ সদস্যবৃন্দ পাকিস্তান রক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা, প্রস্তুত ও গ্রহণ করার জন্য সংবিধান সভার নির্বাচন। অতএব যে অথরিটি ৭২ সনের সংবিধান প্রস্তুত ও গ্রহণ করেছিল তা ছিল তাদের এখতিয়ার ও ক্ষমতা বহির্ভূত। দ্বিতীয়ত: নানা সংশোধনের মধ্য দিয়ে ৭২ সনের সংবিধান একেবারেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল, অগণত্রান্ত্রিক ও গণবিরোধী সংবিধানে পরিনত হয়েছে। তৃতীয়ত: তৎকালীন পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ছিলো ভারতীয় আধিপত্যবাদ, মার্কিন, রুশ ও চীন সহ সকল সামাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন উচ্ছেদ দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীন ভাবে জনগণের শোষক হচ্ছে আমলা-দালাল লুটের পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ শ্রেণীর অবসান। সংবিধানে এটা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন যা সংশোধিত সংবিধানে থাকছেনা বা থাকবে না। দালাল-লুটেরা পুঁজি হল সেই পুঁজি যা আন্তর্জাতিক শোষক সামাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল। দেশের মধ্যে সামন্ত অবশেষ অবসানের পরিবর্তে টিকিয়ে রাখা যাবতীয় কর্মকান্ড অব্যহত রাখে। বাংলাদেশে সামন্ত অবশেষ বিলোপের জন্য (১) অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে হবে। মহাজনী ও এনজিও সুদের কারবার নিষিদ্ধ বা বিলোপ করতে হবে। যা জাতীয় পুঁজি বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাই সামাজ্যবাদ, আমলা পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ উচ্ছেদ ও অবসানের বিষয়টি সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত: সংবিধানে আরো একটি বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ধর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সম অধিকার থাকবে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না। চতুর্থত: বাংলাদেশে শুধু বাঙ্গালী নয়-বাঙ্গালী সহ সকল ভাষা-ভাষী ও সকল জাতি সত্ত্বা বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকতে হবে। পঞ্চমত: সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকতে হবে বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রমিক, কৃষক, খেতমুজুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন অন্যান্য শ্রেণীর শোষণ ও আধিপত্য বিলোপ ও অবসান করতে হবে।
উপরোক্ত লক্ষ্যে নতুন সংবিধান রচনা ও প্রস্তুতকরার জন্য আমাদের দল ৭২ সনের সংবিধান সংশোধন নয়, ৭২ সনের সংবিধান বাতিল ও বিলোপ চায়। নতুন সংবিধানের জন্য জাতীয় পরিষদের নির্বাচন নয়- সংবিধান সভার নির্বাচন দিতে হবে। সে সংবিধান সভা উপরোক্ত আলোকে সংবিধান রচনা, প্রস্তুত ও পাশ করবে। সংবিধান রচনা ও প্রস্তুত করার পর এই সংবিধান সভা পার্লামেন্ট (আইন পরিষদ) হিসাবে কাজ করবে। সংবিধান প্রশ্নে আমাদের দলের সুস্পষ্ট অভিমত তুলে ধরলাম। আশাকরি আপনার কমিশন এটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। আপনার পরিষদের সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে-

আমিনুল হক বিশ্বাস-টিপু বিশ্বাস
সমন্বয়ক
জাতীয় গণফ্রন্ট

সংবিধান সংস্কার কমিশনের নিকট গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবনা:

১) এই রাষ্ট্রের নাম হবে "গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ"; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নয়। সংবিধান থেকে প্রজাতন্ত্র শব্দটি বাদ দিতে হবে। সেই সাথে সংবিধান থেকে পদ্ধতিগত বিধানসমূহ বাতিলপূর্বক যতদূর সম্ভব ছোট আকারে সংবিধান প্রণয়ন করা এবং পদ্ধতিগত বিধানসমূহের জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করা।

২) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই ০৩ টি নীতিকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত শর্তসাপেক্ষে শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার ও বাসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে; যা লঙ্ঘন হলে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যাবে।

৪) জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর করা, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এবং উচ্চকক্ষে ১০০ ও নিম্নকক্ষে আসন ৩০০ নির্ধারণ করা। নিম্নকক্ষে সরাসরি ভোটে এবং উচ্চকক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্তভোটে সংখ্যানুপাতিক হারে আসন নির্ধারণ করা। এবং সংরক্ষিত আসন বাতিল করে সকল আসনে সরাসরি নির্বাচন করতে হবে।

৫) জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পীকার ০২ জন থাকবে; তন্মধ্যে ০১ জন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন।

৬) দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি থাকা যাবে না। রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে এবং ০১ জন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবে। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ০৪ বছর। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব, কার্যাবলী, যোগ্যতা, অপসারণ, অভিসংশনসহ অন্যান্য বিধানাবলী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৭) দুইবারের বেশী প্রধানমন্ত্রী থাকা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হবে ০৪ বছর। ০১ জন উপ-প্রধানমন্ত্রী থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ নেতা এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ উপ-নেতা। প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব, কার্যাবলী, যোগ্যতা, অপসারণসহ অন্যান্য বিধানাবলী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৮) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে; পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর সংক্রান্ত পৃথক আইন থাকবে।

৯) রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি বা স্পীকার বা প্রধান বিচারপতি বা ন্যায়পাল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিবেচিত হবে। তদ্রুপ প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধানমন্ত্রী বা ডেপুটি স্পীকার তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

১০) গণভোটের বিধান সংবিধানে পুনর্বহাল করতে হবে।

১১) একই সাথে দলীয় প্রধান ও সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকা যাবে না।

১২) নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা থাকবে এবং উক্ত সরকারের মেয়াদ হবে ০৪ মাস বা ১২০ দিন। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যমত্তের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে।

১৩) একই ব্যক্তি একই সাথে ০২ টি আসনের বেশী সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবে না এবং এমপি বা সংসদ সদস্য হবেন শুধুই আইন প্রণেতা। আইন প্রণেতারা স্থানীয় উন্নয়ন মুলক কাজে অংশগ্রহণ, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংক বীমা বা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক, চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রীয় লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সদস্যগণকে "আইন প্রণেতা (Law Maker) হিসেবে পরিচিত হবেন।

১৪) ২৩ বছর পূর্ণ হলে সংসদ নির্বাচন করতে পারবে। স্থানীয় সরকার ও জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এসএসসি; উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভা নির্বাচনে এইচএসসি এবং জেলা পরিষদ বা সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্নাতক পাশ হতে হবে।

১৫) ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফ্লোর ক্রসিং পদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কার করা; যেমন- একজন সংসদ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব বা অর্থ বিল ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নিজ দলের বিপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

মোঃ রাশেদ খাঁন
সাধারণ সম্পাদক
গণঅধিকার পরিষদ
০১৭৭৩৮২০৯৯৬

গণতন্ত্র ন্যায়বিচার অধিকার জাতীয়স্বার্থ

গণঅধিকার পরিষদ

৩৭/২, জামান টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ gono.office@gmaill.com

সূত্র: গ-অ: প-০০৪৫ তারিখ: ২৫/১১/২৪

সংবিধান সংস্কার কমিশনের নিকট গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবনা

গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, বর্তমান সংবিধান সংস্কার কমিশনের আইনি সুযোগ নেই সংবিধান পুনঃলিখন বা সংশোধন করার। তবে এই কমিশন কিছু সুপারিশ করতে পারে। তাই গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের নিকট কিছু সংস্কার মূলক সুপারিশ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১) একই ব্যক্তি একই সময়ে দলীয় প্রধান এবং সরকার প্রধান যেন থাকতে না পারে, সে ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করতে হবে।

২) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমিয়ে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ক) প্রেসিডেন্ট পদে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খ) সংসদ নির্বাচনের মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আড়াই বছর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। এতে ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রিয়তা যাচাই হয়ে যাবে।

গ) প্রেসিডেন্টের হাতে প্রতিরক্ষা, আইন প্রভৃতি মন্ত্রণালয় রাখতে হবে।

ঘ) সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট-এর হাতে থাকবে, এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হবে না।

ঙ) নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক কমিশনের প্রধান নিয়োগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। প্রেসিডেন্ট অফিস স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে এ কমিশনসমূহ নিয়োগ করবেন।

৪) কোনো অবস্থাতেই একই ব্যক্তিকে ২ মেয়াদের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থাকার সুযোগ রাখা যাবে না।

কর্ণেল (অবঃ) মিয়া মশিউজ্জামান
আহ্বায়ক
গণঅধিকার পরিষদ

গণঅধিকার পরিষদ

৩৭/২, জামান টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ gono.office@gmaill.com

সূত্র: গ·অ·প -০০৪৫ তারিখ: ২৫/১১/২৪

৫) কোনো অবস্থাতেই একই ব্যক্তিকে ২ মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট থাকার সুযোগ রাখা যাবে না।

৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে।

৭) সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের আসন বিন্যাস করতে হবে।

৮) প্রবাসীদের ভোটাধিকার এবং সংসদে প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করুন।

ক) সকল রাজনৈতিক দলের একমত স্থাপনের স্বার্থ-এ আগামী দুই মেয়াদের জন্য মিশ্রপদ্ধতিকে আসন বণ্টন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ৩০০ আসনে নির্বাচনের পাশাপাশি ১০০ আসন সংখ্যানুপাতে বণ্টিত হতে পারে।

খ) সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থীর কোটা ৩৩ শতাংশ নির্ধারণ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দল যদি ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী দেয়, সেখান থেকেই উল্লেখযোগ্য নারী প্রার্থী বিজয়ী হয়ে আসার সুযোগ পাবে।

গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, সংবিধান সংস্কার কমিশন এসব সংস্কারের প্রস্তাব দিলে, তার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজনৈতিক দল সমূহের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করবে যে, এসব সংস্কার প্রস্তাব কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

কর্নেল অবঃ মিয়া মশিউজ্জামান
আহবায়ক
গণঅধিকার পরিষদ

ফারুক হাসান
সদস্য সচিব
গণঅধিকার পরিষদ
০১৭৭৭৮৯২৭০

কর্নেল (অবঃ) মিয়া মশিউজ্জামান
আহবায়ক
গণঅধিকার পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবিত রূপরেখা

১। রাষ্ট্রধর্ম	বর্তমান অবস্থা: অনুচ্ছেদ ২এ: রাষ্ট্রধর্ম, এতে বলা হয়েছে: "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, কিন্তু প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্ম শান্তি ও সুশৃঙ্খলভাবে পালনের অধিকার থাকবে।" সংস্কার প্রস্তাবনা: বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষণা করা যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবমাননা বা নিন্দা কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং জনশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় অনুভূতির সুরক্ষার জন্য আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে। এ ধরনের অপরাধের জন্য নির্ধারিত বিধান ন্যায়বিচারের নীতি এবং সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অন্তর্ভুক্তি রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল্যবোধকে সংরক্ষণের প্রতি জাতির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।
২। ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা	বাংলাদেশের সংবিধানে একটি ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা দেশের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি শক্তিশালী করতে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনি বিষয়গুলো সমাধান করতে সাহায্য করবে। এটি মুসলিম জনগণের জন্য শারিয়া আইন অনুসারে পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার, চুক্তি ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর সমাধান নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে মুসলিম জনগণের আইনি অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, এবং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর প্রতি সম্মান বজায় থাকবে। তবে, এমন আদালতগুলোকে জাতীয় সংবিধানের অধীনে কাজ করতে হবে, যাতে সকল নাগরিকের জন্য সমতা, ন্যায় এবং ধর্মীয় বৈষম্য মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।
৩। অনুচ্ছেদ ১৪৫ সংশোধন- আন্তর্জাতিক চুক্তি	বর্তমান অবস্থা: আন্তর্জাতিক চুক্তি ১. বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে, যিনি তা সংসদের সামনে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। ২. জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত কোনো চুক্তি সংসদের অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

	সংস্কার প্রস্তাবনা: অনুচ্ছেদ ১৪৫ সংশোধন করে সব আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশেষত জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা আঞ্চলিক অখণ্ডতার সাথে সম্পর্কিত চুক্তি, সংসদের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। সংসদে গোপনীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত চুক্তি জনগণের সামনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে যাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। চুক্তি পর্যালোচনার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে, যা চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ করবে। গোপন বিষয়াদি সংক্রান্ত চুক্তির জন্য গোপন সংসদ অধিবেশন সংরক্ষণ থাকবে, তবে অপব্যবহার রোধে বিচারিক তদারকি রাখা হবে। এই সংশোধনী গণতান্ত্রিক তদারকি বাড়িয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে।
৪। তত্ত্বাবধায়ক সরকার	বাংলাদেশের সংবিধানে **তত্ত্বাবধায়ক সরকার** পুনঃপ্রবর্তন করার জন্য একটি নতুন সংশোধনী প্রস্তাব করা হবে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে, যখন কোনো সরকারের মেয়াদ শেষ হয়, তখন একটি নিরপেক্ষ, অ-দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে যাতে সুষ্ঠু ও মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকবে, যা শুধুমাত্র নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার প্রভাব বা পক্ষপাতিত্ব না হয়। এই সংশোধনী নির্বাচনের স্বচ্ছতা পুনঃস্থাপন করবে এবং শাসক দলের প্রভাব প্রতিরোধ করবে।
৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার	বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশের **সংবিধান** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে কিছু বিধান প্রদান করে, যার মধ্যে অটিস্টিক ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। **অনুচ্ছেদ ১৫** সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য। **অনুচ্ছেদ ২৮(১)** আইনগত সমান অধিকার নিশ্চিত করে, যা প্রতিবন্ধিতা ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। তদুপরি, **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩** তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আরও সহায়ক বিধান প্রদান করে। সংস্কার প্রস্তাবনা: বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আরও শক্তিশালী করতে **অনুচ্ছেদ ১৫** এবং **২৮(১)**-এ বিশেষ বিধান সংযোজন করা

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

	হবে। এসব ব্যক্তির শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত সামাজিক পরিবেশ ও আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করা হবে।
৬। পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন (গ্রীন প্রভিশন)	বর্তমান অবস্থা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(ক) জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করে, তবে পরিবেশগত অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্পষ্ট করে না। সংস্কার প্রস্তাবনা: বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রকে: I. সব শিক্ষাস্তরে পরিবেশ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। II. সবুজ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য একটি কমিশন গঠন করতে হবে। III. টেকসই উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম কঠোর পরিবেশগত মান মেনে চলতে হবে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা যায়।
৭। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ	বর্তমান অবস্থা: সংবিধান সরাসরি মাদকদ্রব্য নিয়ে কিছু বলে না, তবে অনুচ্ছেদ ১৮ (জনস্বাস্থ্য) ও অনুচ্ছেদ ২১ (প্রশাসনিক কর্তব্য) এর আওতায় মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ২০১৮ সালের মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন এ বিষয়ে বিস্তারিত আইনি কাঠামো প্রদান করে। সংস্কার প্রস্তাবনা: সংবিধানে মাদকদ্রব্যের অননুমোদিত উৎপাদন, বণ্টন ও অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে, তবে চিকিৎসা, গবেষণা ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। রাষ্ট্রকে: I. মাদক নিয়ন্ত্রণকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। II. আসক্তি নিরাময় এবং পুনর্বাসনের জন্য সহজলভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। III. সীমান্ত পেরিয়ে মাদক পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।
৮। ফ্যাসিস্ট	বর্তমান অবস্থা:

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

রাজনৈতিক দলের উপর নিষেধাজ্ঞা	অনুচ্ছেদ ৩৮ এবং প্রতিনিধি আদেশ (RPO) সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের অনুমতি দেয়, তবে ফ্যাসিস্ট বা চরমপন্থী দল নিষিদ্ধ করার জন্য স্পষ্ট সাংবিধানিক ধারা নেই। সংস্কার প্রস্তাবনা: সংবিধানে ফ্যাসিজম, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম প্রচারকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। নিষেধাজ্ঞা আইনসঙ্গত এবং স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত রাখতে বিচারিক নজরদারি নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা ক্ষুণ্নকারী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৯। সংসদীয় কোটা	বর্তমান অবস্থা: অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(গ) এবং ৬৬(২)(ক) দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাঁধা দেয়। অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করে, কিন্তু অন্যান্য পেশাগত ক্যাটাগরি বা বৈচিত্র্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। সংস্কার প্রস্তাবনা: প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব – অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(গ) এবং ৬৬(২)(ক) সংশোধন করে দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের যদি তারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠানোর শর্তে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কোটা সংস্কার – অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইন, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র অনুযায়ী বণ্টিত হবে। এছাড়াও, গার্মেন্টস ও শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কয়েকটি আসন সংরক্ষণ করতে হবে।
১০। নারী সংসদীয় কোটা	বর্তমান অবস্থা: অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধনী) আইন, ২০১৮-এর প্রবর্তনকালীন যে সংসদ ছিল, তার পরবর্তী প্রথম সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে বিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সংসদ ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, মহিলা সদস্যদের জন্য পঞ্চাশটি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা আইন অনুযায়ী একক স্থানান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে সংসদে

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

	প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সংস্কার প্রস্তাবনা: সংসদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা বিভিন্ন পেশাগত খাতে বিভক্ত করা হবে, যাতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। সংসদ এই আসনগুলির শর্তাবলী এবং পূরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, যা সরাসরি নির্বাচন অথবা মনোনয়ন পদ্ধতিতে পূর্ণ হবে আইন অনুসারে। এই পেশাগত খাতগুলির মধ্যে থাকবে: • শিক্ষা খাত • স্বাস্থ্য খাত • আইন ও বিচার খাত • ব্যবসা ও উদ্যোক্তা খাত • এনজিও ও সামাজিক কাজ • বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ • শিল্প ও সংস্কৃতি • গার্মেন্টস ও শ্রম খাত • সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম" এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন পেশাগত খাত থেকে, বিশেষত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম ক্ষেত্র থেকেও, সংসদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এটি নারীদের বিভিন্ন সামাজিক এবং পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করবে এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নেও সাহায্য করবে।
১১। অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে বিধান	বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশের সংবিধানে অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা শাস্তিযোগ্য নয়, যদিও দুর্নীতি ও অর্থপাচার বিভিন্ন আইনের আওতায় আসে। সংস্কার প্রস্তাবনা: সরকারি বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার, পাচার বা অবৈধ স্থানান্তর অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সাংবিধানিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

১২। বিদেশি কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR)	বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির জন্য CSR বাধ্যতামূলক নয়, তবে বিভিন্ন নীতির আওতায় তা উৎসাহিত করা হয়। সংস্কার প্রস্তাবনা: বাংলাদেশে পরিচালিত এবং নির্ধারিত লাভের সীমা অতিক্রমকারী বিদেশি কোম্পানিগুলোর CSR কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই কর্মসূচি কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা এবং পরিবেশ টেকসইতায় মনোনিবেশ করবে। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১৩। রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারা	বর্তমান অবস্থা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ বিভিন্ন কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, তবে রাজনৈতিক পরিচয় বা মতামত স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। সংস্কার প্রস্তাবনা: কোনো নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয় বা মতামতের ভিত্তিতে বৈষম্য বা অধিকার হরণ করা যাবে না। রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বৈধ রাজনৈতিক মতামতের কারণে অধিকার প্রত্যাখ্যান, লাইসেন্স বাতিল, বা সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারবে না। সরকারি কর্মচারী এবং নাগরিকরা বৈধ রাজনৈতিক মতামত বা কার্যক্রমের জন্য প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাবেন।
১৪। সংসদ সদস্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব	বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদ সদস্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। সংস্কার প্রস্তাবনা: সংসদ সদস্যগণ জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন, স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন, কার্যকর আইন প্রণয়ন করবেন, অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন, নৈতিক আচরণ বজায় রাখবেন, সংবিধান রক্ষা করবেন, ঐক্য প্রচার করবেন, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করবেন, পরিবেশ রক্ষা করবেন এবং নিয়মিত জনসাধারণকে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। ব্যর্থ হলে সাংবিধানিক পর্যালোচনা ও শাস্তির মুখোমুখি হবেন।
১৫। প্রতিরোধমূলক আটক ও গুমের ওপর নিষেধাজ্ঞা	বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ প্রতিরোধমূলক আটককে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করে, তবে গুমের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

	<u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u> সংবিধানে প্রতিরোধমূলক আটক এবং গুমের ঘটনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সকল আটক ব্যক্তিদের আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হবে এবং রাষ্ট্র এ ধরনের লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করবে।
১৬। ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ওমবাডসম্যান পর্যবেক্ষণ	<u>বর্তমান অবস্থা:</u> বাংলাদেশের সংবিধান ক্ষমতার পৃথকীকরণ স্বীকার করলেও, ৭৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ওমবাডসম্যান প্রতিষ্ঠা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। <u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u> সংবিধানে ক্ষমতার পরিষ্কার পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হবে এবং দুই বছরের মধ্যে স্বাধীন ওমবাডসম্যান অফিস স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। ওমবাডসম্যান সরকারি জবাবদিহিতা পর্যবেক্ষণ করবেন, অভিযোগ তদন্ত করবেন, সরকারি রেকর্ড সংগ্রহ করবেন এবং সংশোধনী পদক্ষেপ সুপারিশ করবেন।
১৭। বিচারপতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন	<u>বর্তমান অবস্থা:</u> বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে, তবে স্বাধীন কমিশনের উল্লেখ নেই। <u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u> স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ নিশ্চিত করবে। কমিশন বিচার বিভাগের নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে, যা বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখবে।
১৮। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রসার	<u>বর্তমান অবস্থা:</u> বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ চিন্তা, বক্তব্য ও প্রেসের স্বাধীনতা আইনসঙ্গত সীমাবদ্ধতার শর্তে নিশ্চিত করে। <u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u> রাষ্ট্র বক্তৃতা, প্রেস, সৃজনশীলতা, একাডেমিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। প্রতি জেলায় জনসমাবেশের জন্য নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে সুযোগ-সুবিধা, শৃঙ্খলা এবং আইনি নির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

আমরা এটাও উপলব্ধি করি যে বাংলাদেশের সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে উল্লেখযোগ্য নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করে, যেখানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে, তবে নির্বাচনী ব্যবস্থায় বর্তমানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, আমরা মনে করি সংসদ এমন সংস্কারে অগ্রাধিকার দেবে যা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করবে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এবং সুশাসনে ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে আংশিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করবে। তবে, আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে সংবিধানের এই বিশেষ বিষয়গুলি নির্বাচিত সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র জনগণ এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংসদ সদস্যদের পার্টি বিরোধী ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ করে, যা কখনও কখনও দলীয় চাপ সৃষ্টি করে এবং সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা সীমিত করে। প্রস্তাব হল, এই অনুচ্ছেদটি সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও স্বাধীনতা প্রদান করা, বিশেষত যখন জাতীয় স্বার্থ বা জনকল্যাণের বিষয় আসে। তবে, এই সংশোধনী শুধুমাত্র একটি নির্বাচিত সরকার দ্বারা আলোচিত এবং বাস্তবায়িত হওয়া উচিত, যাতে গণতান্ত্রিক বৈধতা বজায় থাকে। নির্বাচিত সরকারকে জাতীয় সংলাপের মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা এবং সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতার মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

আমাদের প্রস্তাবনাগুলি আধুনিক সাংবিধানিক নীতিমালা প্রতিফলিত করার লক্ষ্য নিয়ে পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক সাম্য, শাসন সংস্কার এবং মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়। এসব প্রস্তাবের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং সব নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অগ্রসর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

২৭/১১/১-এ, তোপখানা রোড, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। মোবাইল: 01911-028377, 01972-927100

সূত্র: *সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব-০১/০১/১২/২০২৪* তারিখ: ০১.১২.২০২৪ খ্রি.

প্রতি,
আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন প্রসঙ্গে।

জনাব,
সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে আপনারা দেশের সকল রাজনৈতীক দল, সংগঠন ও জনগণের নিকট থেকে মতামত আহ্বান করেছেন যা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং গণতান্ত্রিক। এরূপ আহ্বানের জন্য বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) এর পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের পার্টি'র পক্ষ থেকে এতদ:সংযুক্ত সংস্কার প্রস্তাবটি উপস্থাপন করছি।

আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অ্যাডভোকেট বাবুল মোল্যা
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

আব্দুল আলী
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

১৯৭১ সালে 'মহান মুক্তিযুদ্ধ'র মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি স্বাধীন মানচিত্র অর্জন করেছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে। তারই ধারবাহিকতায় ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' প্রণীত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মেহনতী গণমানুষই বেশি জীবন দিয়েছে, আত্মত্যাগ করেছে। তথাপি স্বাধীন দেশে শ্রমজীবী মেহনতী গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বঞ্চিতরা বঞ্চিতই রয়ে গেছে। শোষণ, লুণ্ঠনও বহাল থেকেছে এবং তা স্বাধীন দেশের বয়সের সাথে সাথে বেড়েই চলেছে। '৭২ এ প্রনীত সংবিধানের বিধানসমূহ লিখিতরূপ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তৎপরবর্তী ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের ক্ষমতা ও লুটতরাজ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সংবিধানকে নানাবিধ কাঁটাছেড়া করে ব্যবহার করেছে মাত্র। কেউ সংবিধান মেনে চলেনি, এমনকি গণমানুষের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারও করেনি। গণমানুষের মুক্তির আশা ও স্বপ্ন নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান সম্পন্ন হলেও বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামীলীগের ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াইয়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিগত ১৬ বছরে আওয়ামীলীগ গণমানুষের ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতাসহ সংবিধানিক সকল অধিকার হরনের মাধ্যমে তাদের ডানপন্থী- স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র উন্মোচিত করেছে।

২০২৪ সালের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হাজার হাজার তাজা প্রাণ বিসর্জন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে তাতেও শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রাণ বিসর্জন ও আত্মত্যাগের পরিমাণ বেশি। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মূল চেতনা- সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে চিরতরে নির্মূল করা। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি 'সংবিধান' এর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পরেছে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ব্যবস্থা বদলের এই লড়াই-সংগ্রামে সবসময় সক্রিয় ছিল এবং ভবিষ্যতে সক্রিয় থাকবে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) বিশ্বাস করতে চায় যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ব্যবস্থা বদলের লক্ষ্যে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার করত: বাংলাদেশের গনমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্মরণীয় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) সংবিধান সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা পেশ করছে:

প্রস্তাবনাসমূহ:

১. সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদসমুহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: মানুষের বেঁচে থাকার মূল উপাদান- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে দেশের যে কোন নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

২. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ১৭ এর (ক) (খ) ও (গ) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে বিজ্ঞানভিত্তিক একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং শিক্ষা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

চলমান পাতা: ০২

৩. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ১৮ এর (১) ও (২) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে সকল নাগরিকের জন্য আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

৪. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ২১ এর (২) দফায় **'সেবা করিবার চেষ্টা করা'** শব্দসমূহের পরিবর্তে **'সেবা নিশ্চিত করা'** শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

৫. সংবিধানের প্রথম ভাগ, অনুচ্ছেদ: ৭খ তে যেসকল বিষয়সমূহ সংশোধন অযোগ্য বলা হয়েছে, সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিধান রেখে উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৬. সংবিধানের প্রথম ভাগ, অনুচ্ছেদ: ২ক রাষ্ট্র ধর্ম, অসাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ১২, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ২৮, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, বিধানসমূহের পরিপন্থী তথা অনুচ্ছেদ: ২ক এর বিধান, অনুচ্ছেদ: ১২ ও ২৮ এর বিধান পরস্পর বিরোধী বিধায় সংবিধানের প্রথম ভাগ অনুচ্ছেদ: ২ক রাষ্ট্র ধর্ম বাদ দিতে হবে।

৭. সংবিধানের চতুর্থ ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ- প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী সভা, অনুচ্ছেদ: ৫৭ এর (১) (২) ও (৩) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: ১ (এক) জন ব্যক্তি ২ (দুই) বারের বেশি **'প্রধান মন্ত্রী'** হতে পারবেন না, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

৮. সংবিধানের সপ্তম ভাগ- নির্বাচন, এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে করে নির্বাচন কমিশন সর্বদা যাবতীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সকল নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং নির্বাচন কমিশন তাদের কৃতকর্মের দ্বারা বিচার ও জবাবদিহীতার আওতায় থাকে।

৯. সংবিধানের পঞ্চম ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ, অনুচ্ছেদ: ৭০ এর বিধান শুধু 'সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা' ও 'বার্ষিক বাজেট' ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, মর্মে সংশোধন করতে হবে।

১০. সংবিধানের পঞ্চম ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ, অনুচ্ছেদসমূহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি হবে- সংখ্যানুপাতি তথা পার্টির প্রাপ্ত ভোট ও মোট ভোট সংখ্যার সংখ্যানুপাতিক হারে একেকটি পার্টি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হবে।

১১. জাতীয় সম্পদের উত্তোলন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতির কাছে পরিস্কারভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে সংসদে উপস্থাপন ও আলোচনা সাপেক্ষে সম্পাদন করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

১২. জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

কেন্দ্রীয় কমিটি

৫এ, ৭ম তলা, ২১৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন: ০১৭১২৫৬১৮৯৮, ০১৭১৬৯০১৬৪৭

১ ডিসেম্বর ২০২৪

বরাবর,
আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব,
সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আপনারা দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও জনগণের কাছ থেকে মতামত আহবান করেছিলেন। এটা ইতিবাচক উদ্যোগ। আপনাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এই সংস্কার প্রস্তাবনাটি উত্থাপন করছি।

প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

ধন্যবাদান্তে,

(ইকবাল কবির জাহিদ)
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রের চরিত্র গণপ্রজাতান্ত্রিক, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক, পূর্ণবয়স্কদের ভোটে নিবাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সংবিধানে উল্লেখ করা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন বিচার বিভাগ বাতিল করতে পারবে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য মূলনীতির ঘোষণা, মেহনতি কৃষক-শ্রমিকের শোষণ থেকে মুক্তি, অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সামর্থ্য না রাখা, রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগামকে সমর্থন দান– ইত্যাদি সহ আরও অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ আছে, যা স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে যে ধরনের সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল সেগুলোর অনেক কিছুই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও উপনেবেশিক ও পাকিস্তান আমলের রাষ্ট্র কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

এটা সত্য যে, শুরুতে উপরোক্ত কথাগুলো এই সংবিধানে রেখে কার্যত প্রায় সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের পরবর্তী ধারাগুলো, শুরুতে উল্লেখ করা এই বক্তব্যের বিপরীতেই অবস্থান

নিয়েছে। অর্থাৎ এই সকল অধিকার অস্বীকারের পথও এই সংবিধানেই আছে। তার উপর এটি যথেচ্ছা কাঁটাছেড়া করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী এই কাঁটাছেড়ার মধ্যে একটি মাইলফলক।

ফলে এটির মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। সংবিধানের প্রথম অংশে উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে অসংগতিপূর্ণ সকল ধারা বাতিল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের বিধান যুক্ত করতে হবে। কী কী সংস্কার হবে, কোন পথে হবে– আন্দোলনকারী শক্তি, রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের নিয়ে এসকল বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা বা ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বাহাত্তরের সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রচিত হয়নি। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই বাহাত্তরের গণপরিষদ গঠন করা হয়। ফলে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল, মত, সংগঠন ও আন্দোলনকারী জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব এখানে নিশ্চিত করা হয়নি।

মুক্তিযদ্ধের ঠিক পরপরই সংবিধান রচিত হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ সংবিধানে জনআকাঙ্ক্ষার কিছুটা প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্তিযদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ ছিল সামন্ত ও বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির দল। এটি কোন ধর্মনিরপেক্ষ দল ছিল না, সমাজতন্ত্রেও বিশ্বাসী ছিল না। তা সত্তেও তারা 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধমনিরপেক্ষতা'– এই দুইটিকে মূলনীতি হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ যেভাবেই হউক, এগুলো মুক্তিযুদ্ধে জনগণের চেতনা থেকেই উৎসারিত ছিল। তেমনি জাতীয়তাবাদের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয়েছে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই সেদিন মুক্তিযদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নতুন জাতিরাষ্ট গঠনে এই চেতনাই সেদিন এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে লড়াইয়ের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এটা ঐতিহাসিক সত্য। যদিও সেখানে গোটা দেশের জনগণকেই বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা ও অন্যান্য জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি না দেয়াটাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই পরিপন্থী ছিল।

বাহাত্তরের সংবিধানকে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা না করে, একে শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা দিয়ে বিচার করলে এবং এক তরফা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে একে অভিহিত করলে– পুরো মুক্তিযুদ্ধকেই বুঝে হোক না বুঝে হোক আওয়ামী লীগের ঘরে তুলে দেয়া হয়।

আমাদের মনে রাখা জরুরি, মুক্তিযদ্ধ আওয়ামী লীগ একা করেনি। তৎকালীন সময়ে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ছাড়া সকল দল-মত ও শ্রেণী-পেশার মানুষ, সর্বোপরি দেশের জনগণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেই সময়ে সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধানে জনতার আকাঙ্ক্ষা যতটুক প্রতিফলিত হয়েছে– তাকে ভিত্তি ধরে ও জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করে এই সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। প্রথম তিনভাগে বর্ণিত প্রস্তাবনার সাথে শাসনতান্ত্রিক তথা ক্ষমতাকাঠামো অংশের অসঙ্গতিকে দূর করতে হবে।

অন্যথায় আওয়ামী লীগ যা করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্যকিছু করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের বদলে বিভক্তিই কেবল বাড়বে। এমনকি এই পথ ধরে অন্য কোন রূপে ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফলে আমরা সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবনা করছি। আমাদের পার্টি বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ-এর প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপ।

প্রস্তাবনাঃ

১. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা।

মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে– এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।

২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির লক্ষ্যে বিধান যুক্ত করা।

৩. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।

৪. সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করা।

৫. প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

৬. সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ (রাষ্টপতির নিয়োগ), ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ), ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি), ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ সংস্কার করা।

৭. সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা। সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর সকল ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বিধান যুক্ত করা।

৮. সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান যুক্ত করা।

৯. বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত এবং এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদ সমূহ বাতিল করা।

১০. নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮–১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১১. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা।

১২. পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১৩. জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এ সকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা।

১৪. পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা।

১৫. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা– অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে।

গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সংবিধান সংস্কার কমিশনের' কাছে গণসংহতি আন্দোলনের নীতিগত প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জনআকাঙ্খা তৈরি হয়েছে যার ভিত্তি হবে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। বাংলাদেশে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের এই অভুতপুর্ব বাস্তবতায় গণসংহতি আন্দোলন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত নীতিগত প্রস্তাবনা রাখছে।

১ প্রস্তাবনা ও মূলনীতি

ক) ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসন বিরোধী লড়াই ও ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত জনআকাঙ্ক্ষাই হবে গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রস্তাবনার ভিত্তি।

খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গীয় পরিচয় নির্বিশেষে নিজ নিজ পরিচয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

গ) সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও স্থগিতকরণের প্রশ্নে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে সংবিধান এই নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধান থাকবে না।

ঘ) ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা'র লক্ষ্যের আলোকে ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

ঙ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গীয় পরিচয়, জীবনচর্চা ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের সমতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা।

চ) দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত আয়োজনে প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

২ মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার

ক) অন্যের অধিকার হরণকারী ও ফৌজদারি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ও জীবিকার জন্য কাজের অধিকার কোন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

খ) গণমাধ্যমের পূর্ন স্বাধীনতার নিশ্চিয়তার বিধান।

গ) অধিকারের ক্ষেত্রে 'নারী পুরুষের বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় পরিচয়' আলাদা ভাবে উল্লেখ থাকা দরকার।

ঘ) জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের কোনো ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান কার্যকর হবে না।

ঙ) শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবীসহ কর্মক্ষেত্রে সকল মানুষের সংগঠিত হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

চ) গুম, বিনা বিচারে হত্যা এবং হয়রানীমূলক গ্রেফতা ও হেফাজতে নির্যাতন বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

৩ সংসদ

ক) দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রণয়ন। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে উভয় কক্ষ দ্বারা গৃহীত হতে হবে।

খ) সংসদ সদস্যের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আস্থাভোট ও অর্থবিলের বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দানের ক্ষমতাসহ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে।

গ) সংবিধানের ধারা ক্রম পরিবর্তন। মৌলিক অধিকারের পরেই আইনসভা তারপর নির্বাহী বিভাগ এবং সবশেষে বিচার বিভাগ নিয়ে আসা। সংবিধান যেহেতু জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ সেহেতু জনগণের প্রতিনিধিদের স্থান হবে জনগণের মৌলিক অধিকারের পরেই এবং তারা জনগণের অধিকার রক্ষায় ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করবেন। এসব আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নির্বাহী বিভাগের কাছে। তবে নির্বাহী বিভাগ আইনের বাইরে গিয়ে কোন নির্দেশ দিচ্ছে এরকম প্রতীয়মান হলে আইনসভা তা অনুমোদন নাও করতে পারেন। আবার আইনসভা প্রণীত কোন আইন সংবিধান পরিপন্থী কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব থাকবে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করবেন যেমন তেমনি সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে ও আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪ সরকার

ক) রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার জবাবদিহিতা ও অভিসংশনের বিধান।

খ) এক ব্যক্তি দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা এক ব্যক্তি হতে পারবেন না এই মর্মে বিধান।

গ) স্থানীয় শাসনের বদলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে নাগরিকরা ৩০% অনাস্থায় ভোটে প্রত্যাহার করতে পারবে। পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের কাছে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের উপর একক বা সমন্বিতভাবে থাকবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নাগরিক সেবা এবং বাজেট প্রণয়ন, কর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে নিশ্চিত করতে হবে। উত্তোলিত কর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরে বন্টনের সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করতে হবে।

৫ বিচার ব্যবস্থা

ক) বিচারবিভাগকে সম্পুর্ণ রূপে স্বাধীন করার জন্য উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আইন তৈরী করতে হবে। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি, এবং অপসারণের সিদ্ধান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তার এখতিয়ারভুক্ত করতে হবে। এবং বিচার বিভাগের পরিচালনা এবং বাজেট প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করতে হবে।

খ) নিম্ন আদালতের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি সম্পূর্ণরূপে উচ্চ আদালতের ওপর ন্যস্ত করা এবং উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক নীতিমালা প্রণয়ন।সকল গণবিরোধী আইন বাতিল করে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী আইন তৈরি করতে হবে।

৬ নির্বাচন ব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রশাসন

ক) বাংলাদেশে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে 'নির্বাচনকালীন অর্ন্তবর্তী সরকারে'র সাংবিধানিক কাঠামো প্রবর্তন। এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে 'নির্বাচনকালীন অর্ন্তবর্তী সরকার' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রবাসীদের ভোটাধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান।

খ) নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই কমিশন গঠিত হবে।

গ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচারণায় টাকার খেলা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যবহার বন্ধে আইনি সংস্কার। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের ভেতর নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন। সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক ঐক্যমত গঠনের জন্য কাজ করা।

ঘ) নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান। অন্তত ৫০টি আসনে আবর্তন পদ্ধতিতে নারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা।

ঙ) সকল সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির ভোটিং-এর মাধ্যম নিয়োগের বিধান প্রণয়ন। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য হিসাব ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার এবং গণমুখী প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭ পররাষ্ট্রনীতি

ক) সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে আলোচিত ও অনুমোদিত হতে হবে।

খ) পররাষ্ট্র নীতিতে সমমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রাধান্য। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে থাকার ঘোষণা থাকতে হবে।

উপরোক্ত নীতিগত প্রস্তাবনা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হলো। পরবর্তীতে গণসংহতি আন্দোলন এই প্রস্তাবগুলিকে বিস্তারিত আকারে উপস্থাপন করবে।

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার

৪ - ডি, ৪৫ বিজয় নগর, ঢাকা - ১০০০
www.abparty.org
+88 09678 77 15 77/+88 01888 012 444
abparty2020@gmail.com
fb.com/ABPARTY20/

আমার বাংলাদেশ পার্টি
এবি পার্টি
AB PARTY

তারিখঃ ০২ ডিসেম্বর ২০২৪

বরাবর,

অধ্যাপক আলী রীয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির মতামত ও প্রস্তাব।

আপনার প্রেরিত স্মারক নং- ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪.২১ তারিখ ৬ নভেম্বর ২০২৪ এর আহবানে সাড়া দিয়ে, এবি পার্টি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের সাংবিধানিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে, জন-প্রতিনিধিত্বশীল এবং কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা তৈরি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করছে।

আমরা আশা করছি যে, উপরোক্ত প্রস্তাবনা আমলে নিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও শক্তিশালী হবে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে। এবং আমরা আশা করি যে, এই প্রস্তাবনা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এবং উন্নয়নের পথে আমাদের সাথে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ প্রদান করবে।

ধন্যবাদসহ,

প্রফেসর ডা. আব্দুল ওহাব মিনার
আহবায়ক,
আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি

সংবিধান পুনর্লিখনঃ

এবি পার্টি মনে করে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সংবিধান অক্ষুন্ন রাখবার অভিপ্রায়ে ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল এবং সেখানে যারা আওয়ামী লীগের টিকিটে প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা সদস্যদেরকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রনয়ণ করাটা হাস্যকর এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ন। তথাকথিত ওই গনপরিষদে কোন মৌলিক বিতর্ক যেমন হয়নি এবং গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত ও স্বীকৃতি গ্রহণের কোনো উদ্যোগ ছিল না। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে সংবিধান গৃহীত হবার প্রায় তিন মাস পরেই ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে স্বাধীন দেশের প্রথম সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু তখনও নতুন সংবিধান নিয়ে জনগনের কাছে তার ন্যায্যতা তুলে ধরা হয়নি।

যে তিন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে জনযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে যার উদ্যেশ্য ছিল রিপাবলিক/রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'র ভিত্তিতে। কিন্তু তা পরিবর্তন করে নতুন চার মূলনীতি চাপিয়ে দেয়া হলো। এর ফলস্বরূপ, দেশের মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নেওয়া পাহাড়ি অবাঙালীরা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। এইভাবে, প্রবর্তিত সংবিধান কখনোই সাধারণ জনগণের দলিল হিসেবে স্বীকৃত হয়নি; বরং এটি এক দল/বংশ বা ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার খামখেয়ালিপনার বৈধতার দলিলে পরিনত হয়ে পড়ে। ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্ট গনঅভ্যুত্থান নতুন বাংলাদেশ গড়বার যে প্রত্যয় ও আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে, তা পাঁচ দশক আগের 'সামাজিক চুক্তি'র দলিল এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই কাগুজে প্রক্রিয়ার বদলে, এবি পার্টি নতুন বাংলাদেশের মেগনাকার্টা - বাংলা বসন্ত, Monsoon Revolution', এর সনদ নতুন করে লিখবার পক্ষে মত দিচ্ছে যা জনগণের অধিকারসমূহ এবং স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করবে। এটা আকারে ছোট, সাধারনভাবে বোধগম্য চলিত ভাষায় লিখিত হওয়াটা জরুরী, যেখানে শুধু রাষ্ট্রের কাঠামো ও মূলনীতি বিবৃত থাকবে, কোন পদ্ধতিগত ধারা নয়।

প্রারম্ভিকা (Preamble)

যেহেতু, বঙ্গীয় জনপদের বাসিন্দাদের শত শত বছরের লড়াই এর গৌরবময় ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে সোনার বাংলা গড়বার যে পথচলা আমরা দেখেছি যেটি পূর্ণতা পেয়েছিল ইলিয়াস শাহী আমলে যা তখনকার দুনিয়ায় বাংলা সবচেয়ে ধনাঢ্য অঞ্চলে পরিনত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গীয় অঞ্চলকে প্রথমবারের মত একত্রিত করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়, যা ছিল সোনার বাংলার ভিত্তিমুল, আজকার স্বাধীন বঙ্গীয় রাষ্ট্রের সূতিকাগার। ফলস্বরূপ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল মোঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্যশালী অঞ্চল বাংলার ওপর;

যেহেতু, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে দেশীয় বেঈমান ও বিদেশী দখলদারদের যৌথ ষরযন্ত্রে কয়েকশত বছরের সকল অর্জন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়;

যেহেতু, ১৭৭৬ সালের দূর্ভিক্ষ ও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা চালুর মধ্য দিয়ে দুই স্তরের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ছিল নিরন্তর;

যেহেতু, বীর চট্টলার শহীদ হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে শুরু হওয়া ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদীর আন্দোলন পুরো জাতির চৈতন্যকে জাগরিত করে, যা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে প্রশাসনিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে, যদিও তা দীর্ঘায়িত করা যায়নি;

যেহেতু, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদারী শোষণের অবসানের প্রত্যয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়, যেখানে প্রজাস্বত্ত বাতিল আইন করে জমিদারি প্রথা বাতিল করাও ছিল চলমান ১৯০ বছরের লড়াইয়ের একটি অনন্য অধ্যায়;

যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলস্বরুপ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট প্রতিষ্ঠা হলেও জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠির বৈষম্যমূলক আচরন,

গনতন্ত্রহীনতা ও পূর্বপাকিস্তানের জনগনের প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ হওয়ায় বৈষম্যহীন একটা জনগনের রাষ্ট্র বানানোর আকাঙ্খা থেকে ১৯৭১ সালে আবারো মুক্তির লড়াই এ অবতীর্ন হতে হয় এই জনপদের বাসিন্দাদেরকে;

যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের তিন মূলনীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এর ভিত্তিতে জনগনের রাষ্ট্র (রিপাবলিক) গঠনে পুরানো ব্যবস্থা ব্যর্থ ও অকার্যকর হয়ে রাষ্ট্রকাঠামো নিজেই জনগনের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে এবং এজন্য রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের যে বন্দোবস্ত তা নতুন করে নবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে;

যেহেতু, বারবার জনগনকে একদলীয়, সামরিক-বেসামরিক ও বংশীয় স্বৈরশাসকদের শৃঙ্খলে পৃষ্ট করা হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্খাকে ৫৩ বছর ধরে বিভিন্নভাবে ধুলিস্যাত করে দেয়া হয়েছে। বৈষম্য, গনতন্ত্রহীনতা আর জুলুমের আষ্টেপিষ্টে কোটি কোটি বনী আদমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্টে ছাত্র-জনতার এক যৌথ গনঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শোষনের অবসান হবার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন হয়েছে;

যেহেতু, দেশের কোটি কোটি তরুন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল, এবং নাগরিক সমাজ প্রায় দুই হাজার শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের দেয়ালে দেয়ালে, মিছিলে আর শ্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়বার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে; তাই পুরাতন আমলের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে নতুন সামাজিক চুক্তি প্রনয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে;

যেহেতু, প্রথম রিপাবলিক ব্যর্থ হয়েছে এবং স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের আলোকে বাংলাদেশ-২.০ গড়বার লক্ষ্যে দ্বিতীয় জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Second Republic), প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেহেতু, ১৯৪৭ এ কৃষক-প্রজার রাষ্ট্র বিনির্মান, ১৯৭১ এ বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের রক্তাক্ত লড়াই সহ ২০২৪ এর গনঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পুরনে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের মানুষের শত শত বছরের যাপিত জীবনের মুল্যবোধ, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের আলোকে একটি কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যার মালিকানা বাংলাদেশের জনগনের উপর ন্যাস্ত করা হলো।

রাষ্ট্র কাঠামো: এককেন্দ্রীক, তবে সেবা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্তে শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন কায়েম করা হবে।

দেশ পরিচালনার মূলনীতি: সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফ।

পরিচয়: বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিক বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন। তবে সকল নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষা, ধর্ম ও জীবনাচরনকে লালন এবং সংরক্ষনের পূর্ন স্বাধীনতা ভোগ করবেন।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসীবাদ উত্থান রোধকরণ:

বাংলাদেশ হচ্ছে মানুষের এক অনন্য সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন পরিবার, অঞ্চল, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিলন ঘটেছে। এই বৈচিত্র্যময় সমাজে, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও মতবাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আদর্শই হচ্ছে একটি অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা। কাজেই, রাষ্ট্রকে তত্ত্ব ও মতাদর্শিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে উদার গণতন্ত্র ও অধিকারভিত্তিক হতে হবে।

যদি রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে কারোর কোনো বিতর্ক বা আক্ষেপ থাকবেনা। রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে এবং জনগণের কল্যাণকে তার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে জনগণ আর ভীতি বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার শঙ্কায় থাকবে না। রাষ্ট্র যদি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের নীতিকে কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেই রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও মতের নাগরিকের স্বার্থ সমুন্নত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই সরকার ও রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রমাগত একটি কল্যাণরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং সামাজিক সুবিচারের নীতি কোন ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী নয়, বরং এগুলো সকল মানবিক গুণাবলীর প্রতি একটি নিবেদন।

শেষপর্যন্ত, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, যা সামাজিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্যে কাজ করলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই একটি সমৃদ্ধিশালী ও কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

মানবাধিকার সুরক্ষা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এই ঘোষণা ও চুক্তিতে উল্লেখিত অধিকারগুলো রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে। নাগরিক ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে, রাষ্ট্রকে কার্যকরী এবং সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধিকারসমূহের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইন, ও নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায়, সামঞ্জস্যহীন আইন বা চুক্তিসমূহকে বাতিল করা হবে, যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

নির্বাহী বিভাগ

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার পদ্ধতি কার্যকর থাকবে, যা ওয়েস্ট মিনিস্টার গণতন্ত্র মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী, একটি বিশেষ কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হবে, যা Parole Board এর আদলে গঠিত হবে। এই কমিটিতে কমিশন, প্রধান বিচারপতি, এটর্নী জেনারেল, এবং সরকার ও বিরোধী দলের মনোনীত প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই পদ্ধতিতে, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হবে।

আইনসভা

পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ এ উন্নীত করা হবে, যা পুরুষ ও নারীদের জন্য উভয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে

সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে (Proportionate Representation) বণ্টিত হবে, যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিচার বিভাগ

• **সুপ্রিম কোর্টের সংজ্ঞা সংস্কার:** সুপ্রীম কোর্টের সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র আপীল বিভাগ সুপ্রীম কোর্ট হিসাবে গন্য হবে। হাইকোর্ট, অধস্থন আদালত ও ট্রাইবুনাল সমুহ সুপ্রীম কোর্টের অধিনস্থ থাকিবে যা একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

• **হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ:** বিচার ব্যবস্থাকে অধিক জনগণবান্ধব করার লক্ষ্যে হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে বিচারগ্রহিতার দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে।

• **বিচারক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক কমিশন:** উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অপসারণের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠন করা হবে। এটি বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ থেকে বিচারকদের সুরক্ষা প্রদান করবে।

• **স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস:** Crown Procecution Service এর আদলে স্থায়ী এটর্নী সার্ভিস করতে হবে।

সংশোধনী:

সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া একটি গণতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক উপায়ে সম্পন্ন করা হবে। (১) সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতি, এবং (২) গনভোটের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৭/ ৮/ এ,তোপখানা রোড়, চতুর্থ তলা,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

.....

বরাবর

অধ্যাপক আলী রীয়াজ

কমিশন প্রধান

সংবিধান সংস্কার কমিশন

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা

শেরে - এ -বাংলা নগর, ঢাকা।

জনাব,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবনা তৈরী করতে আপনাদের তৎপরতার জন্য ধন্যবাদ।কিন্তু কমিশনের কাছে প্রস্তাবনা পাঠাতে আমরা কোন চিঠি পাইনি। কমিশন গঠনের প্রায় দুই মাস পর মাত্র গত ২৮ নভেম্বর আপনার সচিবালয় থেকে আমাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে আমরা এখন কেবল সংবিধান সংস্কারের বড় দাগের কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরছি।

প্রস্তাবনার আগে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সংক্ষেপে আমাদের অবস্থান তুলে ধরছি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান অপরিহার্য। আপনি জানেন গণতন্ত্র মর্মবস্তুর দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক ও সমতাধর্মী, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশাপাশি রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার,মর্যাদা ও প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করা প্রয়োজন । একইসাথে সংবিধান এটা নিশ্চিত করবে যে, রাষ্ট্র কোন নাগরিকের মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়,লিংগীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের জন্য নাগরিকদের মধ্যে কোন বৈষম্য করবেনা।একইসাথে এই সংবিধান নাগরিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের এমন সুরক্ষা নিশ্চিত করবে যা সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক কোন আইন,বিধি বা অধ্যাদেশ দিয়ে বাতিল,সংকুচিত বা স্থগিত রাখতে পারবেনা।

এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, সমতাধর্মী ও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান ব্যতিরেকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের কোন অবকাশ নেই।২০২৪ এ ছাত্র শ্রমিক জনতার গণঅভ্যুত্থান পরিবর্তনের বিপুল প্রত্যাশা ও আকাংখার জন্ম দিয়েছে সত্য, কিন্তু আপনি নিশ্চয় একমত হবেন যে, সাংবিধানিকভাবে এই ধরনের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সমাজের মধ্যে যে মতাদর্শিক - রাজনৈতিক চৈতন্য ও বোঝাপড়া দরকার বাস্তবে তা এখনও গড়ে উঠেনি।আর এই বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রনয়ণ বা সংবিধানের কাংখিত সংশোধন করাও

সম্ভব হবেনা।রাজনৈতিক অংশীজনেরা যদিএই ধরনের পুনর্লিখিত বা সংশোধিত সংবিধান কার্যকরি করতে অংগিকারাবদ্ধ না থাকেন তাহলে সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগও পুরোপুরি সফল হবেনা।

বস্তুগত এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান সংবিধান কতখানি গণতান্ত্রিক করা যায়, সংবিধান কিভাবে একটা বহুত্ববাদী

সমাজে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসর বৃদ্ধি করতে পারে, সরকারকে কিভাবে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক করা যাবে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের তিন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌক্তিক ও ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করা যাবে- সংবিধান সংস্কারে এই দিকগুলোই মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা উচিৎ।

সংবিধান সংস্কারে বড়দাগে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবনা নিম্নরূপ -

১। সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭এর ক এবং ৭এর খ বাতিল করা।

২। ২এর ক এবং ৪ এর ক সহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র(Proclamation of Independence) অনুযায়ী এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্লিখন করা দরকার যাতে তা ঘোষণাপত্রের স্পিরিটকে ধারণ করে।

৩। সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ সংশোধনে এই মূল প্রতিপাদ্যটি পরিস্কার উল্লেখ থাকা দরকার যে, ' রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা শ্রেণি,বর্ণ, গোত্র বা লিংগীয়' পরিচয়ের কারণে তাদের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনরুপ বৈষম্য করবেনা।

৪। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক তা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার আইনী কাঠামো প্রনয়ণ করা দরকার।

৫। গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমূলক ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তাবিদ্বেষী ধারাসমূহ বাতিল করা দরকার।

৬। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রীক জবাবদিহিহীন স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরন ও যৌক্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৭। ন্যায়পাল ও সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কমিশন গঠনের বিধান থাকা দরকার।

৮। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার সরকার গঠনে আস্থাভোট ও অর্থবিল ব্যতিরেকে সংসদ সদস্যরা সকল বিলে স্বাধীন মতামত প্রদান ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯। প্রতি ৬ মাস পরপর সংসদ সদস্যরা যাতে তাদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করেন সেই ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

১০। ক।জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

খ। সংসদের আসন ন্যুনতম ৪০০ শত করা।

গ। সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান বাতিল করেঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ঘ। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।উচ্চ কক্ষের সদস্য হবে ১৫০জন।

ঙ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা।নিম্নকক্ষের ১০০ শত আর উচ্চকক্ষের ১৫০জন দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন।

১১। ক। সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের এক নম্বর সদস্য, তার উপরে কেউ নন- তা নিশ্চিত করা।

খ। পরপর দুই মেয়াদের বেশী কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেননা।

১২।ক। প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার যৌক্তিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ। রাষ্টপতি সংবেদনশীল বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল প্রয়োজনে পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদ বা মন্ত্রী পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারবেন।

১৩। ভোটাধিকার নিশ্চিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত উত্তরণ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

১৪। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

আবারও প্রীতি ও শুভ কামনা।

সাইফুল হক

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

ই মেইল saifulhuq888 @gmail.com

মোবাইল - ০১৭১১১ ৮২০৫৯

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

জাতীয় নাগরিক কমিটির সংবিধান প্রস্তাব

সংবিধান সংস্কার কমিশনের আহ্বানের ভিত্তিতে জাতীয় নাগরিক কমিটির সংবিধান প্রস্তাবঃ

১. বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার নয়; সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

২. বিদ্যমান সংবিধানের ৪(ক) -এর ন্যায় কোনো অনুচ্ছেদ থাকবে না। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে।

৩. মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রকে প্রথম রিপাবলিকের প্রস্তাবনা হিসেবে গ্রহণ করে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রোক্লেমেশন জারি করে তা নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. নতুন লিগ্যাল ফ্রেমঅর্ডারের অধীন গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন হলে উক্ত গণপরিষদই আইনসভায় রূপ নেবে।

৬. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সকল অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব কেবল সরকারের কাছে নয়; বরং সকল অংশীজনের কাছেই পাঠাতে হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া গণপরিষদে উত্থাপিত হবে। এটাই হবে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কের মূল দলিল।

৭. সকল স্তরের জনগণের মতামত গ্রহণ করতে হবে। কেবল ওয়েবসাইটে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

৮. সংবিধানে প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' হিসেবে পরিচিত হবে।

৯. সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণসার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) স্বীকৃতি থাকতে হবে।

১০. সংবিধানে গণভোটের বিধান থাকতে হবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

১১. গণভোট ছাড়া কেবলমাত্র আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।

মূলনীতি

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নাগরিক অধিকার, গণতন্ত্র

রাষ্ট্রপতি

১. রাষ্ট্রপতি রিপাবলিকের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। রিপাবলিকের সকল কর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হবে। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবে না।

২. রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন।

৩. রাষ্ট্রপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চ কক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ লাগবে।

৪. রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা স্বাক্ষরের আগে সংবিধানানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন।

৫. যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমানুসারে সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৭. যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।

৮. রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে। রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং জরুরি অবস্থা বিষয়ে উচ্চকক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সভায় পাশ হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না।

৯. কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী

১. প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি একইসাথে নিজ দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হতে পারবেন না।

২. জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো পদেই তিনি আসীন হবেন না। কোম্পানি বা ব্যবসায়ী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সকল সম্পদ এবং সম্পত্তি স্টেট ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে।

৩. কোনো সাংবিধানিক পদের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারবেন; তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ ও অপসারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। সাংবিধানিক পদে আসীন কাউকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর থাকবে না।

৪. ৭০ অনুচ্ছেদের কঠোরতা খর্ব করতে হবে। সংসদ সদস্যগণ দল বদল করলে তথা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে বা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে বা অব্যাহতি দেয়া হলে তার সাংসদ পদ শুন্য হবে। আস্থা ভোটে দলের বিপরীতে ভোট দেয়া যাবে না। অন্য যেকোনো বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন, দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন।

৫. সরকারের মেয়াদ হবে ৪ বছর।

৬. প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রদ করা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সংসদীয় দলের থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সম ব্যক্তিদের মাঝে প্রথম তথা প্রধানমন্ত্রী ক্রমবিচারে প্রথম হবেন; ক্ষমতা বিচারে নয় (the first among the equals)। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবেন। তবে সংসদের তাতে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করবেন এবং রদবদল করতে পারবেন। তবে অপসারণ করতে হলে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee
Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

৭. সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত আইনসভায় পাঠাবে মন্ত্রীসভা। সুপারিশ আইনসভায় ভোটাভুটির মুখোমুখি হবে।

৮. প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়ার অধিকারী হবেন। তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। আইনসভাই কেবল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জরুরি আইন/আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির সাংবিধানিকতা/অসাংবিধানিকতা সম্পর্কে রায় দেবেন।

৯. প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীগুলার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। কোনো বাহিনীই সরাসরি তার অধীন থাকবে না। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র কোন মন্ত্রণালয়ই প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রধান হিসেবে থাকতে পারবে না। বাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা সঙ্গত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ হবে অবৈধ। তবে যেকোনো কার্যের সঠিকতা সম্পর্কে জবাবদিহি থাকবে।

১০. কোনো আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণে রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবল সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটই হবে তাকে অপসারণের বৈধ উপায়।

১১. সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নিম্নকক্ষের প্রধান থাকবেন এবং যে কোনো পলিসি তৈরির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রের কাজ করবেন। নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যেকোনো নিয়োগ প্রদান করবে উচ্চকক্ষ। নিম্নকক্ষ বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুমতি লাগবে না।

সংসদ (পার্লামেন্ট)

সংসদ বা পার্লামেন্ট হবে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম হবে জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নাম হবে আইনসভা।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee
Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

১. সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষক। এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চকক্ষ জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে পরিচিত হবে। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে; নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিয়ে কিছু সংসদীয় কমিটি হবে, এই কমিটি নিম্নকক্ষের কাজ তদারকি করবে এবং গণশুনানি করতে পারবে। উচ্চকক্ষ পরপর তিনবার কোনো আইন পাশ না করলে তা গণভোটে যাবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয়ের মেয়াদ ৪ বছর হবে।

২. জাতীয় পরিষদে ১০০ আসন থাকবে। নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। আইনসভায় ৩০০ টি আসন থাকবে।

৩. জাতীয় পরিষদের ১০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ টি আসনে পেশাজীবী-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-আইনজীবী-চিকিৎসক-প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-সাংবাদিকসহ আইনদ্বারা তফসিলভুক্ত পেশা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষকে মনোনয়ন দিতে হবে।

৪. আইনসভায় ৩০০ আসনে সরাসরি প্রার্থিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংরক্ষিত আসন রাখা যেতে পারে।

৫. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দুই কক্ষের সভা একসঙ্গে বসবে।

৬. উভয়কক্ষে পৃথকভাবে পাশ হবার পরই কেবল আইন প্রণয়ন হবে।

৭. উভয় কক্ষের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে। সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তা সংসদের বিবেচনায় পেশ করতে পারবে।

৮. সকল সাংবিধানিক পদ ও মন্ত্রীসভা সদস্য নিয়োগের পূর্বে তাকে জাতীয় পরিষদের শুনানিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত হতে হবে। ফলাফল অসন্তোষজনক হলে তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না।

১০. আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিকভাবে হয়েছে কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee
Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

সংসদ নেতা

১. প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন।

২. সংসদের জরুরি বৈঠক আহ্বানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ নেতা পরামর্শদানের অধিকারী হবেন।

৩. সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো লঙ্ঘন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করবেন।

৪. সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনিই প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে।

বিরোধী দলীয় নেতা

বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রেরণ করবেন।

বিচার বিভাগ

১. স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন করতে হবে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে প্রধান বিচারপতি, বর্তমান আপীল বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি, বর্তমান হাইকোর্ট বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি। যার একজন আইনজীবী থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ, অপরজন হবেন অধস্তন আদালতের বিচারক থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ।

২. বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি পাঠাবেন না। পাঠাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। আপিল বিভাগের সকল বিচারপতিকে নিয়োগের আগে পার্লামেন্টারি শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। বেঞ্চ গঠন ক্ষমতাও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে।

৩. বিচার বিভাগের জন্য প্রধান বিচারপতির অধীনে আলাদা সচিবালয় থাকতে হবে।

৪. কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিতে থাকাবস্থায় এবং অবসরকালীন কেবল বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কেউই নয়।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
যুগ্মপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

৫. সংবিধানের সংশোধনীসহ যেকোনো বিধান বা অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে যেকোনো আইনী প্রক্রিয়া সুপ্রীম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুরু হবে। এই বেঞ্চ কেবল এই ধরণের শুনানির জন্যই গঠিত হবে। এতে প্রধান বিচারপতিসহ দুইয়ের অধিক বিচারপতিদের বেঞ্চ বসবে।

~~৬. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপীল বিভাগের এক-তৃতীয়াংশ জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এবং প্রধান ন্যায়পাল ও স্পীকারের সমন্বয়ে গঠিত হবে।~~ বি: দ্র: বিচার বিভাগ অধ্যাদেশের ১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সংশোধিত — 3.12.24
অসংশোধিত — 03.12.24

৭. অধস্তন আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধায়নে হবে। অধস্তন আদালতের বিচারক পদায়ন বা বদলী সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির হাতে থাকবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আদালত স্থাপিত হতে হবে।

৮. প্রতি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকবে। অ্যাপিলেট ডিভিশন বলে আলাদা কিছু থাকবে না। 'সুপ্রীম কোর্ট' নামে একক একটি কোর্ট থাকবে, যা অ্যাপিলেট ডিভিশন হিসাবে কাজ করবে।

প্রধান ন্যায়পাল

১. রাষ্ট্রের একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত আরও সংখ্যক ন্যায়পাল থাকবেন।

২. সরকারি ও তার অধীন কর্মবিভাগসমূহ ছাড়াও রিপাবলিকের সীমানায় অবস্থিত সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ও বিধি সম্মতভাবে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করছেন কিনা তা ন্যায়পাল তদন্ত/নিরীক্ষণ করবেন। প্রয়োজনীয় আইন-বিধি প্রণয়নে সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।

৩. প্রধান ন্যায়পাল ও ন্যায়পালের অপসারণ/অভিশংসন হবে জাতীয় পরিষদে।

৪. প্রধান ন্যায়পাল কেবল জাতীয় পরিষদ ও তার অধীন কমিটিসমূহের কাছে জবাবদিহি করবেন।

৫. মহা হিসাব নিরীক্ষক জাতীয় পরিষদ রিপোর্ট পেশ করবেন। হিসাব নিরীক্ষকদের যে কোনো সময় উচ্চ কক্ষের কমিটি তলব করে শুনানি করতে পারবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee
Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

মৌলিক অধিকার

বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না, হরণ করে মাত্র। শর্ত সাপেক্ষে যৌক্তিক বাধা নিষেধ ইত্যাদি উঠিয়ে দিয়ে মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় শাসন নয়, আইনসভার প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। দলীয় প্রতীকে নির্বাচন আয়োজন বন্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যরা স্রেফ আইন প্রণয়ন করবেন। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা করবেন। সকল স্থানীয় নির্বাচনে অনুর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

জাতীয় নির্বাচন

১. নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। এর জন্য নির্বাচনকালীন বাজেট বরাদ্দ হবে। কমিশনার নিয়োগে নীতিমালা থাকবে। কমিশনারদেরকে উচ্চকক্ষে পাবলিক হিয়ারিংয়ের মুখোমুখি হওয়ার পর নিয়োগ দেয়া হবে।

২. রাষ্ট্রকে সরকারের নির্বাহি বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে আনা গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আর প্রয়োজন হয় না। তবে আগামী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে।

৩. জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকার শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ পরিচালনা করবে, কোনো সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদি করতে পারবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসন নির্বাচনের আগের তিন মাস নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসবে।

৪. সকল পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করা হবে। রেজাল্ট শিটে সকল পোলিং অফিসার ও প্রার্থীর এজেন্টদের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৫. ভোটাধিকারপ্রাপ্ত যেকোনো নাগরিক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে।

*. প্রবাসীদের ভোট দেয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

১.১২.২৪
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

* সৃষ্টি সেবার এবাদত - ই ন সা নি য়া ত * * জীবন বন্ধুর উর্ধ্বে এবং দুনিয়া সব মানুষের * * সর্ব কল্যাণের এক পথ - ই ন সা নি য়া ত *

ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ
Humanity Revolution, Bangladesh

ইনসান (Life above everything) -ইনসানিয়াত (Humanitarian sight, right, values & freedom) -খেলাফতে ইনসানিয়াত (Sovereignty of life & state & world of humanity)
প্রত্যেক মানুষের জীবনের আত্মা মালিকানা ও দুনিয়ার সম্মিলিত মালিকানার ভিত্তিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকধারায় একক গোষ্ঠীর স্বৈরতান্ত্রমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন গণতান্ত্রিক মানবিক রাষ্ট্র এবং সত্য ও সম্পদের মুক্ত প্রবাহের ধারায় মানবিক সাম্যের রূপরেখায় মুক্ত মানবিক বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যে বন্ধুর উর্ধ্বে মানবসত্তার ভিত্তিতে জীবনের আত্মিক প্রাকৃতিক রাজনৈতিক দর্শন ও দল -

ইসি নিবন্ধন নং: ০৪৬

সূত্রঃ

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪

বরাবরে
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব।

আসসালমু আলাইকুম,

আপনার নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ইনসানিয়াত বিপ্লবের কাছে সংবিধান সংস্কারে প্রস্তাব চাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মানবিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, জনগণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, মানবতার রাজনীতি, মানবতার রাষ্ট্র, গোষ্ঠীবাদি স্বৈররাজনীতি ও অভ্যন্তরীন জবরদখল থেকে রাষ্ট্র ও জনগণের মুক্তি, জীবনের স্বাধীনতা, মানবিক গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংবিধান সংস্কারে ইনসানিয়াত বিপ্লবের প্রস্তাবাবলী এতদসঙ্গে পেশ করা হলো।

ইনসানিয়াত বিপ্লবের নির্বাচনী প্রতীক

ধন্যবাদান্তে

শেখ রায়হান রাহবার
মহাসচিব
ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭৮৬ ২৭ ২৮ ২৯
ইমেইলঃ humanityrevolutionbangladesh@gmail.com

সংবিধান সংস্কারে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাবাবলী।

— আল্লামা ইমাম হায়াত

(মানবতার রাজনীতির প্রবর্তক)

ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ - Humanity revolution, Bangladesh

humanityrevolutionbangladesh@gmail.com InsaniyatbiplobBangladesh AllamaImamHayat 01786272829

Web: https://humanityrevolutionbd.org

ছক ১- সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কি ধরণের সংস্কার প্রস্তাব করছে, তা বর্ণনা করুন।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

উপরোক্ত উল্লেখিত বিষয়ে আমরা ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ Humanity revolution, Bangladesh এর বিশ্বাস এই যে -

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, জবাবদিহিতা না থাকা এবং এ বিষয়গুলোর বিপরীতে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের উত্থানের মূলে আছে একক গোষ্ঠীবাদি রাষ্ট্রব্যবস্থা আর একক গোষ্ঠীবাদি রাষ্ট্রের মূলে আছে একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি ও একক গোষ্ঠীবাদি রাজনৈতিক দল।

নিম্নোক্ত দুই উপায়ে একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি ও একক গোষ্ঠীবাদি রাজনৈতিক দল হয় -

(১) একক ধর্মের নামে ধর্মের মানবিক শিক্ষার বিপরীতে অন্য সকল ধর্ম মত পথ চেতনা বিশ্বাস আদর্শের সব মানুষের জীবন-নাগরিকত্ব-অধিকার-স্বাধীনতা-মালিকানার বিপরীতে রাষ্ট্রকে একক ধর্মবাদি একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতির মাধ্যমে।

(২) সকল বস্তুর উর্ধে মানবসত্তা ও অখন্ড মানবজাতীয়তার বিপরীতে ভাষা-গোত্র-দেশ-রাষ্ট্র-বর্ণ-লিঙ্গ-শ্রেনী-পেশা-বর্ডার ইত্যাদি ভিত্তিক বস্তুবাদি চেতনা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদি বিভেধ বৈষম্য ভিত্তিক একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতির মাধ্যমে।

তাই আমরা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি যে, রাষ্ট্রের মালিক একক গোষ্ঠী নয় এবং জীবন ও জগতের দয়াময় স্রষ্টা ও স্রষ্টার মহান রাসুল প্রদত্তভাবে প্রতিটি মানুষ তার নিজ জীবনের মালিক এবং রাষ্ট্রের মালিক সকল জনগণ বিধায় -

বস্তুর উর্ধে মানবসত্তা তথা জীবনের আত্মমালিকানার স্বীকৃতি ও সর্বজনীন মানবতার রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতির সংস্কার অর্থাৎ সাংবিধানিক ভাবে একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি দূর না করে এবং রাষ্ট্র সবার সব মানুষের এক ধর্ম-এক জাতি-এক দল-এক গোষ্ঠীর নয় এটা সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে কখনোই কোন ব্যবস্থাতেই মানবিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদা, সব নাগরিকের সমান অধিকার ও সব নাগরিকের জীবনের স্বাধীনতা যেমন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তেমনি অভ্যন্তরীন গোষ্ঠীগত ধর্মগত মতবাদগত দলগত জবরদখল থেকে রাষ্ট্র ও জীবনের স্বাধীনতা-অধিকার-নাগরিকত্ব রক্ষা অসম্ভব।

তাই সব নাগরিকের সমান অধিকার মর্যাদা নাগরিকত্ব রক্ষা এবং একক গোষ্ঠীর দখল থেকে রাষ্ট্র রক্ষা তথা স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ থেকে রাষ্ট্র ও জনগণকে রক্ষায় অপরিহার্য অবিকল্প অনিবার্য জরুরী বিষয় হলো -

দয়াময় স্রষ্টার মহান রাসুল প্রদত্ত সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল সব মানুষের কল্যাণে সব মানুষের মানবিক স্বার্থের রক্ষক রাজনীতি প্রবর্তন করা, যার অপরিহার্য মৌলিক সংস্কার ও শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক দল হতে হলে রাষ্ট্র সবার সব মানুষের- রাষ্ট্র কোন এক ধর্ম এক মতবাদ এক গোষ্ঠীর নয় স্বীকার করতে হবে।

আর এজন্য বাস্তব অপরিহার্য জরুরী শর্ত হলো রাজনৈতিক দল হতে হলে সব মানুষের কল্যাণে সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল ও সব মানুষের মানবিক স্বার্থের রক্ষক হতে হবে, রাজনৈতিক দল হতে হলে কোন একক ধর্ম ও একক জাতীয়তাবাদ ও একক মতবাদ ভিত্তিক হতে পারবে না। একক ধর্ম একক জাতীয়তাবাদ ও একক মতবাদ ভিত্তিক রাজনীতি হতে পারবে না।

যেহেতু একক ধর্ম একক জাতীয়তাবাদ একক মতবাদ ভিত্তিক দল সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না, সব মানুষের কল্যাণ ও সব মানুষের মানবিক স্বার্থের ধারক ও রক্ষক নয়, বরং একক গোষ্ঠী স্বার্থের রক্ষক অন্য সবার অধিকারের বিপরীত এবং রাষ্ট্রকেই সবার অধিকারের বিপরীতে একক গোষ্ঠীর জবরদখল ও একক গোষ্ঠীর স্বার্থের হাতিয়ার করে ফেলে সবার অধিকারের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

তাই রাষ্ট্র রক্ষায় ও মানবিক সাম্য রক্ষায় সব নাগরিকের অধিকার রক্ষায় ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে-

সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যায় এবং
সংবিধানে রাজনৈতিক দলের মৌলিক শর্ত হিসেবে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হোক যে, একক ধর্ম- একক জাতীয়তাবাদ - একক মতবাদ ভিত্তিক দল সামাজিক দল ও নিজেদের ধর্ম-জাতি-মতবাদের অভ্যন্তরীন নিজেদের গোষ্ঠীগত দল হতে পারবে- কিন্তু রাজনৈতিক দল হতে পারবে না। রাজনীতি সর্বজনীন মানবতা ভিত্তিক হতে হবে এবং রাজনৈতিক দল একক গোষ্ঠীর নয়, রাজনৈতিক দল অবশ্যই সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে।

রাষ্ট্রের মালিকানা নামে-

সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১- এর উপ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বা রাষ্ট্রের মালিকানা নামে নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করে ঘোষনা করতে হবে যে, - রাষ্ট্রের মালিক সকল জনগণ।

রাষ্ট্রের চরিত্র নামে- সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১ এর উপ অনুচ্ছেদ বা রাষ্ট্রের চরিত্র নামে নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে হবে যে, রাষ্ট্র সর্বজনীন মানবতা ভিত্তিক হবে, রাষ্ট্র একক গোষ্ঠী ভিত্তিক হবে না।

সংবিধানে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নামে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বা বর্তমান ১৫২ অনুচ্ছেদে যুক্ত করতে হবে যে, রাজনীতি সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হবে- একক গোষ্ঠী ভিত্তিক নয় এবং রাজনৈতিক দল সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে একক ধর্ম- একক জাতীয়তাবাদ- একক মতবাদ ভিত্তিক বা নামে হতে পারবেনা এবং একক ধর্ম একক বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ একক শ্রেনী মতবাদের নামে রাজনৈতিক দল বৈধতা ও নিবন্ধন হবে না।

মানবাধিকার সুরক্ষা

মানবাধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ Humanity revolution, Bangladesh এর বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা এই যে,

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও উৎখাত কেবল কোনো একদিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে লঙ্ঘিত ও ধ্বংস হয়। মানবাধিকার রাষ্ট্রীয় ভাবে সরকারি দিক থেকে যেমন লঙ্ঘিত ও উৎখাত হয় তেমনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে এবং গোষ্ঠীবাদি স্বৈররাজনীতির মাধ্যমেও মানবাধিকার লঙ্ঘিত ও উৎখাত হয়।

ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে, মানবাধিকার রক্ষার জন্য মানবিক মানুষ-মানবিক সমাজ-মানবিক রাজনীতি- মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার দুনিয়া অপরিহার্য। ইনসানিয়াত বিপ্লবের দিক থেকে মানবাধিকার বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও জীবনের আত্মিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সবদিক জড়িত বিষয়।

ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution মানবাধিকার রক্ষায় ও প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জীবন ও মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য শর্ত ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার নামে বিশেষ অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি -

মানবাধিকার প্রথমতঃ জীবনের সত্য উপলব্ধি হিসেবে জীবনের স্রষ্টা ও স্রষ্টার আলো স্রষ্টার বন্ধন স্রষ্টার রেসালাত উপলব্ধি করার সুযোগ ও অনুকূল শিক্ষা ও পরিবেশ বজায় থাকা। সকল বস্তুর উর্ধে স্রষ্টার নামে স্রষ্টার আলোকে মানুষ হিসেবে নিজের মানবসত্তা ও আত্মপরিচয় এবং জীবনের লক্ষ্য ও গন্তব্য উপলব্ধি ব্যতিত মানবিক অস্তিত্ব ও মানবাধিকার থাকে না। মানবাধিকার মানবিক মানুষ হিসেবে মানবিক গুনাবলী -মানবিক বৈশিষ্ট্য - মানবিক চরিত্র এবং মানবাধিকার হরণকারী পরিবেশ থেকে জীবন ও মানবাধিকার রক্ষার সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবেশ ও কাঠামো জারি থাকা।

মানবাধিকার দয়াময় স্রষ্টা ও তাঁর মহান রাসুল প্রদত্ত প্রতিটি মানুষের নিজ জীবনের স্বাধীন আত্মমালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বিশ্বমালিকানা বা বিশ্বনাগরিকত্ব।

মানবাধিকার নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাস-চেতনা-জাতীয়তা-আদর্শ-দর্শন-মত-পথ-সংস্কৃতি নিয়ে নিরাপদে আতঙ্কমুক্ত ভাবে অন্য কারো কাছে জবাবদিহি না করে চলতে পারা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের নিরাপদ জীবন-আতঙ্কমুক্ত জীবন-জুলুমমুক্ত জীবন-অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অন্যায় অনধিকার প্রভুত্বমুক্ত গতিশীল জীবন।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের জীবনের স্বাধীনতা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের রুটিরুজি আয় উপার্জনের সুযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও বিশ্বসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সব মানুষের জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত মালিকানা অধিকার তথা মানবতার অর্থনীতি।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের জন্য জীবনের শিক্ষা ও জীবনের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ ও স্বাবলম্বী জীবনের সুযোগ প্রাপ্তি।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের নিরাপদ আবাস নিবাস বাস্তু ও নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের তার নিজের অর্জিত ও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত সম্পদের উপর যেকোন প্রশ্নমুক্ত জবাবদিহিমুক্ত নিরাপদ নিরঙ্কুশ মালিকানা।

মানবাধিকার জীবনের সকল সংকটে অসুস্থতায় রাষ্ট্রীয়-পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয়-মানবিক সাহায্য পাওয়া।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের আপনজনের সান্নিধ্য-ভালোবাসা-দায়িত্ব-পারস্পরিক সাহায্য সুযোগ যোগাযোগ ও প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সুযোগ এবং তার জীবনের আগে পরে তার সম্মান।

নির্বাহী বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে, নির্বাহী বিভাগ জনগণের সেবা ও সুরক্ষা ভিত্তিক হতে হবে, নির্বাহী বিভাগ জনগণের নির্বাচিত ও জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও প্রত্যক্ষ জবাবদিহী হতে হবে। নির্বাহী বিভাগ অবশ্যই জুলুমমুক্ত ও পক্ষপাতমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত ও জনগণের সংকটে প্রতিটি মানুষের রক্ষক দায়িত্বশীল হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের সকল সংস্থা ও সকল বাহিনীর সকল অনুমানভিত্তিক-সন্দেহমূলক-নিপীড়নমূলক-শত্রুতামূলক-ষড়যন্ত্রমূলক-রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক ও প্রমাণহীন অভিযোগমূলক সকল গ্রেফতার ও অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ থাকতে হবে।

আইনসভা

আইনসভা সম্পর্কে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে, আইনসভা অবশ্যই কোন দলীয় বা কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থের ধারক না হয়ে প্রতিটি মানুষ সব মানুষ সব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব হিসেবে শপথ নিতে হব। এজন্য দলীয় নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বা কোন কিছুই জনবিরুদ্ধ মানবতা বিরুদ্ধ গোষ্ঠী স্বার্থভিত্তিক হতে পারবে না। আইনসভা মানবাধিকার বিরুদ্ধে কোন আইন পাস করতে পারবেনা তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাহী বিভাগকে যেমন আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহি থাকতে হবে তেমনি আইন সভাকেও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহি থাকতে হবে।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সম্পর্কে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে, মানবতার বিরুদ্ধে সকল আইন রহিত করে মানবাধিকার ভিত্তিক হতে হবে সকল আইন। আইনের অপব্যবহার করে যেন ক্ষমতাসীনমহল কোন মানুষ কোন দল বা কোন ধর্ম মত পথের ক্ষতি করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের আজ্ঞাবহ না হয়ে মানবতা ভিত্তিক ও জনস্বার্থ ভিত্তিক প্রকৃত সুবিচার ভিত্তিক হতে হবে। আর এজন্য যথাযথ সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বিচারক নিয়োগ দলীয় গোষ্ঠীগত যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের পক্ষ থেকে যেকোনো রায় চ্যালেঞ্জ করার বিশেষ সাংবিধানিক সুপ্রিম রিভিউ পরিষদ থাকতে হবে।

ছক-২

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-১	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা '' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।	প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দদ্বয় সংশোধন করে যথাক্রমে জণতন্ত্র ও মানবিক জণতান্ত্রিক বা মানবিক গণতান্ত্রিক শব্দে প্রতিস্থাপিত করা হোক।	প্রজা শব্দটি মানুষ ও নাগরিক হিসেবে অমর্যাদাকর, মানবতাবিরুদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধ, দাসতান্ত্রিক, উপনিবেসিক, সামন্তবাদি শব্দ।
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৪	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক এই অনুচ্ছেদ ও এই অনুচ্ছেদের (১) (২) (৩) (৪) দফা সমূহ থেকে "জাতীয়" শব্দের পরিবর্তে "রাষ্ট্রীয়" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হোক।	রাষ্ট্র ও জাতীয়তা এবং জাতীয়তাবাদ ভিন্ন বিষয়। রাষ্ট্রীয় বিষয় ও জাতীয় এক কথা নয়। একই রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব এক হলেও জাতীয়তা যার যার বিশ্বাস নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন, রাষ্ট্রীয় বিষয়কে জাতীয় বিষয় বলা হলে জাতীয়তা ক্ষুন্ন হয়।
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৪ক	জাতির পিতার প্রতিকৃতি।	জাতির পিতার প্রতিকৃতি এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক।	আল্লাহতাআলা তাঁর বাণীতে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে প্রাকৃতিকভাবে মানবজাতির পিতা এবং হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে মুসলিম জাতির পিতা উল্লেখ করেছেন। আর কাউকে জাতির পিতা মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়া বিষয়টি সবার বিশ্বাস ও জাতীয়তার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং রাষ্ট্র ও জনগণের উপর বাধ্যতামূলক চাপিয়ে দেয়া অন্যায়।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৬ এর (১)	বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।	বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে- এখানে "আইনের দ্বারা" বাতিল করে এ রাষ্ট্রের সীমানায় জন্মগ্রহণকারী সকলের জন্মগত ও বংশগত ও আইনের উর্ধে স্রষ্টা প্রদত্ত ও রহিতের অযোগ্য প্রাকৃতিক চিরন্তন হিসেবে থাকিবে বলিয়া প্রতিস্থাপিত হোক।	প্রাকৃতিক বিষয় ও আইনি বিষয় এক নয়, প্রাকৃতিক বিষয় স্রষ্টা নির্ধারিত স্থায়ী বিষয়, আইনি বিষয় মানুষ নির্ধারিত অস্থায়ী বিষয়। জীবন ও কোনো জনপদের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব সে জনপদের সবার জন্য আইনের উর্ধে ও রাষ্ট্রের উর্ধে স্রষ্টাপ্রদত্ত অলংঘনীয় প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকার। জন্মগত ও বংশগত নাগরিকত্ব আর অন্য রাষ্ট্রের আইনগত নাগরিকত্ব এক নয়।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৬ এর (২)	বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।	বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন - এই অনুচ্ছেদে বাংঙ্গালী শব্দটি বাতিল করিয়া - বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যেকের যার যার বিশ্বাস ধর্ম-দর্শন মোতাবেক যার যার জাতীয়তা নিয়ে চলতে লিখতে বলতে পারবেন এবং কোন বিশেষ জাতীয়তাবাদ কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না-লিখা হোক। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বাংলাদেশী- এটা লিখা ও প্রতিস্থাপিত হোক।	রাষ্ট্র ও জাতি এবং জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ এক বিষয় নয়। ভাষাগত পরিচয়-নাগরিকত্ব জাতীয়তা এক বিষয় নয় ভিন্ন বিষয়। প্রাকৃতিক মানবজাতীয়তা ও ঈমানী জাতীয়তা পরস্পর বিপরীত নয় কিন্তু ঈমানগত ও বিশ্বাসভিত্তিক জাতীয়তা ও মানবজাতীয়তার সাথে বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ তথা ভাষাগত জাতীয়তাবাদ- রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ- গোত্রগত জাতীয়তাবাদ- ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ- বর্ণগত জাতীয়তাবাদ- লিঙ্গগত জাতীয়তাবাদ বিপরীত দ্বান্দ্বিক ও আদর্শিক সংঘাতমূলক। রাষ্ট্রে সবাই একই নাগরিকত্ব কিন্তু একই ধর্ম বা একই জাতীয়তা জাতীয়তাবাদ বা একই মতবাদ নয় বা একই ভাষা নয়। রাষ্ট্র সব ধর্ম সব মত-পথ-আর্দশ-দর্শন-বিশ্বাস-জাতীয়তা-জাতীয়তাবাদ সবাইকে নিয়ে সবার স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা রক্ষা করে কেবল দেশাত্মতা ও নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে। রাষ্ট্র কারো উপর তার ধর্ম-বিশ্বাস-আর্দশ-জাতীয়তার বিপরীত কিছু চাপিয়ে দিয়ে বা নিষিদ্ধ করে জীবন অস্বীকার ও জীবনের আদর্শিক স্বাধীনতা রুদ্ধ ও হরণ করতে পারে না।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৭ক-(১) এর (ক) (খ), (২) এর-(১) (ক) (খ)	(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহন বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা (খ) ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকদের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার উদ্যোগ গ্রহন বা ষড়যন্ত্র করিলে- তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে দোষী হইবে। (২)-এর-(১)(ক) দফায় বর্ণিত কোনো কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানী প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে একই অপরাধ হইবে-	এ অনুচ্ছেদ ও দফাগুলো মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিপরীত ও রুদ্ধকর বিধায় সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক এবং কোন এলাকা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিভক্ত বা অন্য রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র তুলে দেয়া ছাড়া কোন কিছুই রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে গণ্য হবেনা বলে প্রতিস্থাপিত হোক।	সময়ের প্রয়োজনে মানুষের রচিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তন সর্বোচ্চ দন্ড মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা জীবন ও সত্য অস্বীকার এবং নিজেদেরকে জীবনের মালিক তথা স্রষ্টা সমতুল্য দাবি করার সমার্থক চরম মিথ্যার স্বৈরদস্যুতন্ত্র। এহেন সত্যবিরুদ্ধ-জীবনবিরুদ্ধ-মানবাধিকারবিরুদ্ধ মতবাদ সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র ও জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া রাষ্ট্রকে একক গোষ্ঠীগত-দলগত- মতবাদগত কারাগার ও কসাইখানায় পরিনত করার চরম অপরাধ।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৭খ	সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদ সমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধনে অযোগ্য হইবে- মর্মে এই অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জনগণের সম্মিলিত মালিকানা ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সংবিধানের মৌলিক মানবিক চরিত্র চিরঅক্ষুন্ন রেখে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদ জনগণের সম্মিলিত প্রমাণিত অভিসারে জনগণের প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে মর্মে প্রতিস্থাপিত হোক।	কেবল জীবন ও জগতের স্রষ্টা ও স্রষ্টার রেসালাতের নির্দেশিত এবং জীবন ও মানবতার চিরন্তন সত্য মৌলিক প্রাকৃতিক বিধানাবলী ছাড়া কতিপয় লোকের তৈরি সময়ের আইন বিধান পরবর্তিতে অপ্রয়োজনীয় বা বিশেষ স্বার্থের আইন বিধান প্রমাণিত হলে জীবন মানবতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সংশোধন করা যাবে না মর্মে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা সত্য-ন্যায়-জীবন-অধিকার-মানবতা অস্বীকার ও রুদ্ধ করা যা মেনে নেয়া মিথ্যা ও অন্যায়-অবিচার স্বৈরতার কাছে আত্মসর্মপন।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৮-এর-(১)	(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।	অনুচ্ছেদ-৮-এর-(১) দফার জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই শব্দ বাতিল করে যথাক্রমে ধর্মের মৌলিক সত্য ও মানবিক মূল্যবোধ, জনগণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, জীবনের স্বাধীনতা ও বৈষম্যমুক্ত মানবধিকার নীতিমালা ও শব্দে প্রতিস্থাপিত হোক। উপরোক্ত সংশোধনীয় আলোকে অনুচ্ছেদ-৯ ও অনুচ্ছেদ-১০ রহিত ও অনুচ্ছেদ-১২ সংশোধিত হোক।	মানবজাতীয়তা জীবনের প্রাকৃতিক সত্য, ঈমানী জাতীয়তা জীবনের স্রষ্টা ভিত্তিক ও স্রষ্টার রেসালাত ভিত্তিক ঈমানী সত্য। যার যার ধর্ম-বিশ্বাস-দর্শন- চেতনার ভিত্তিতে যার যার জাতীয়তা তার তার মৌলিক আত্মিক অস্তিত্বের সাথে জড়িত যার বিপরীত কোনো জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়া অস্তিত্ব হানিকর বিষয়। বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় মতবাদের উৎস বস্তুবাদ আর বস্তুবাদের উৎস নাস্তিকতাবাদ। জীবন ও জগতের স্রষ্টায় বিশ্বাসী ও জীবনের সত্যে বিশ্বাসী কোনো মানুষই বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র জীবন ও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে মেনে নিয়ে স্রষ্টাদ্রোহী রেসালাতদ্রোহী-সত্যদ্রোহী-অস্তিত্বদ্রোহী-জীবনদ্রোহী-মানবতাদ্রোহী- প্রকৃতিদ্রোহী এবং অস্তিত্ববিনাশী চরম মিথ্যা ও জীবনের চরম ধ্বংসযজ্ঞ কাছে আত্মসর্মপন করে নিজের ও সমগ্রমানবমন্ডলীর অস্তিত্ব বিনাশ ও বিসর্জন করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এসব মতবাদ পোষন করলে সেটা রাষ্ট্র ও জনগণের উপর সাংবিধানিক ভাবে চাপিয়ে দিয়ে সবাইকে মিথ্যার দাস ও নিজেদের দাস বানাতে পারেন না।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৪৮এর(১)	১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।	রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যগণ এর পরিবর্তে সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে প্রতিস্থাপিত হোক।	যেহেতু সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন, ফলে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও কতৃত্ব থাকে, তাই সংসদ কতৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়, ফলে রাষ্ট্রপতির আলাদা বাস্তব অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা থাকে না, ফলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আজ্ঞাবহ হয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্র ও জনগণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি কোনো মতামত দিতে পারেন না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপ্রধান সরাসরি জণনির্বাচিত হওয়া জনগণের যেমন অধিকার তেমনি রাষ্ট্রপতি পদের কার্যকারিতার জন্য জরুরী। তবে রাষ্ট্রপতি,- সরকারপ্রধান, নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, আদালত সব বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য ও ক্ষমতার ভারসাম্য এবং দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্যভাবে থাকতে হবে।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৪২-এর (২)	২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।	কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা রহিত হোক এবং কোন নাগরিকের অর্জিত বা প্রাপ্ত ব্যাক্তি ও পারিবারিক কোন সম্পত্তির জন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করিতে হবেনা এবং রাষ্ট্র বা সারকার অন্যায় অবৈধভাবে অর্জিত প্রমাণ না করা পর্যন্ত কোন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেনা বলে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হোক।	যার সম্পদ তার এটা জীবনের মৌলিক অধিকার যা রাষ্ট্র বা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যেভাবেই হোক যার যার অর্জিত ও উত্তরাধিকার সম্পদ অন্যায় অবৈধ অন্যের প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র কারো সম্পদের তল্লাসি বা হিসাব চাওয়া বা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বা বাজেয়াপ্ত করা মৌলিক অধিকার হরণ ও জীবনের মালিকানা অস্বীকার এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দস্যুতার নামান্তর। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক শত্রুতার বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য আইন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ঘোষনা করে সহায়সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বিরোধীদল দমন নিপীড়ন ধ্বংস করা হয়।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
প্রথম অধ্যায়	অনুচ্ছেদ-৪৮ এর (২)	(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।	অন্য সকল ব্যাক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন- রহিত করে- তাঁর পদের মর্যাদা ও দায়িত্ব হিসেবে স্থান লাভ করিবেন প্রতিস্থাপিত হোক।	সকল ব্যক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন- এটা ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে আপত্তিকর ও অগ্রহনযোগ্য। অস্থায়ী পদের কারনে সকল ব্যক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন এটা সাংবিধানিক আইন হয়ে যাওয়া রাজতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ। রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক সিনিয়র অনেক প্রাজ্ঞ অনেক অবদানকৃত অনেক ত্যাগী অনেক বুজুর্গ মহান ব্যক্তি থাকতে পারেন।

(২৮) **ইনসানিয়াত বিপ্লব সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী বাতিল করে সংসদ বিলোপ করে সংসদ নির্বাচন এবং জরুরী গুরুত্বপূর্ন মৌলিক বিষয়ে সমগ্র জনগনের গণভোট পূণরায় বহাল করার প্রস্তাব করছে।**

সকল মানবিক গণতান্ত্রিক জনগণের পক্ষ থেকে
-আল্লামা ইমাম হায়াত।
চেয়ারম্যান, ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ

পৃষ্ঠাঃ ১৩/১৩

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

মুক্তিভবন-৬ষ্ঠ তলা, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৮-০২-২২৩৩৮৮৬১২, ২২৩৩৫২৪৮৩ মোবাইল : ০১৭১১৪৩৮১৮১, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪৭১২২৯৪৫

ই-মেইল : cpb.central@gmail.com, **ওয়েব-সাইট :** www.cpbbd.org

সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) বক্তব্যঃ

৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ঢাকা

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গৃহীত "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের" অঙ্গীকারকে অবলম্বন করে ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধানের মূলভিত্তি অর্থাৎ চার মূলনীতি ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করে সংবিধানের পূর্ণতা আনার জন্য সিপিবির কতিপয় প্রস্তাবনা ।

প্রধান কয়েকটি প্রস্তাব :

১. মূলনীতির ক্ষেত্রে আদিবিধানের ৪-নীতি বহাল রাখা।
২. সংবিধানে আদিবাসীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান।
৩. জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের নিশ্চয়তা প্রদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া।
৪. রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
৫. দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়া।
৬. নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকার পুনঃপ্রবর্তন করা।
৭. আর্থিক ক্ষমতার নিশ্চয়তাসহ স্থানীয় সরকারের প্রকৃত ও পূর্ণ ক্ষমতায়ন ও রাষ্ট্র প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ করা ও বরাদ্দ এবং কাজ সুনির্দিষ্ট করা।
৮. নারী আসনের সংখ্যা বাড়ানো ও সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা।
৯. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
   —এটি না হওয়া পর্যন্ত 'না' ভোট ও প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recal) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
১০. বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ কালাকানুন বাতিল করা।

ভূমিকা

এই দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক গণ-সংগ্রামের পরিণতিতে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র জনযুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এসব গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের মাঝে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে এক অনন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেসব নীতিমালাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ গণপরিষদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'** জারি করেছিল। এই **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'** দেশবাসীকে ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ করে মরণপণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই ভিত্তিতেই ৯ মাস জুড়ে সশস্ত্র জনযুদ্ধ সংগঠিত করে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে এক অনন্য বিজয় অর্জিত হয়েছিল।

সেই **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে'** বলা হয়েছিল যে "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম, গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।"

দেশ হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পর গণপরিষদ দেশের সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। তাতে সাধারণভাবে **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে'**র অঙ্গীকারের প্রতিফলন থাকলেও, কিছু ত্রুটি, ঘাটতি ও ব্যত্যয় ছিল। উপযুক্ত সংশোধণীর মাধ্যমে সেসব দুর্বলতা দূর করার বদলে, সামরিক ফরমান জারি, কর্তৃত্ববাদী হুকুমদারী ইত্যাদির মাধ্যমে সেই সংবিধানকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে যে সেটি এখন গণতন্ত্রের বাহক না হয়ে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শাসন এবং লুটপাট-শোষণ-বৈষম্যের লালনকারী ও হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবিধানকল্পে উচ্চ আদালত একাধিকবার এসব বিকৃতিকে অবৈধ ঘোষণা করলেও লুটেরা শোষকরা সংবিধানকে আবারো ক্ষতবিক্ষেত করেছে।

এমতাবস্থায় উপযুক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ত্রুটিগুলো দূর করে একে তার ক্ষতবিক্ষত হাল থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণপত্র ও তার আলোকে ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের চার 'মূলনীতিকে' ভিত্তি হিসাবে ঠিক রেখে আমরা কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করছি।

জনগণের সম্মতি নিয়ে এসব সংশোধনী কার্যকর করতে হবে। অন্য কোনো পন্থায় তা স্থায়ী হবে না। এই বিষয়ে উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদেরই রয়েছে। কিন্তু এর পেছনে জনগণের সচেতন সমর্থন থাকতে হবে। তাই প্রয়োজন, সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে খোলামেলা আলোচনা হওয়া।

বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে এবং এই বিষয়ে ঐক্যমত্য গড়ে তোলার কাজ অনেকটা পরিমাণে অগ্রসর করতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

এসব বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তবনাগুলো হাজির করছি। এসব প্রস্তাবসহ অন্যান্য প্রস্তাবনা নিয়ে আমরা খোলা মনে সব বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত ও আগ্রহী।

প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ :

প্রস্তাবনায়

পঞ্চম প্যারায় **'এতদ্বারা'** শব্দের পর **"১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গঠিত"** শব্দসমূহ যুক্ত করতে হবে।

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র

২। ২ ক. এই ক্ষেত্রে সংবিধানের আদিপাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে।

৩। ৪ ক. এই অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংবিধানের আদি পাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে।

৪। ৬ ২. এই উপঅনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনরায় লিখিত হবে-

"বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জাতি হিসাবে রহিয়াছে বাঙ্গালী এবং আদিবাসীসহ অপরাপর জাতিগোষ্ঠী এবং সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের সম্মুখে তাহারা সকলেই সমসত্ত্বাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন"

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

আদি সংবিধানে যা ছিলো তা হুবহু বহাল থাকবে। তবে শুধু ২টি ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনী সম্পন্ন করতে হবে।

৫। **'বাঙালি জাতি'** প্রথম বাক্যের এই শব্দগুলোর পর যুক্ত হবে **"ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী"** এবং **"সেই বাঙালি"** শব্দগুলির পর **".....ও অপরাপর জাতি গোষ্ঠীর"** শব্দগুলো যুক্ত হবে।

৬। ২৩ ক. এই অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনঃলিখিত হবে-

"রাষ্ট্র বাঙ্গালীর পাশাপাশি আদিবাসী ও অপরাপর সকল ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন"

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

২৮. অনুচ্ছেদের পরে অথবা উপযুক্ত অন্য কোনো স্থানে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যুক্ত হবে-

"প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যাস্ত থাকিবে"

৮। **৩৩. এই অনুচ্ছেদের (৩), (৪), (৫) এমনভাবে সংশোধন করে পুনঃলিখন করা হবে যাতে করে নিবর্তনমূলক আইনে আটক করার বিধানের কোন প্রকার অপব্যবহার না হতে পারে এবং তা যেন একটি নিবর্তনমূলক কালোকানুনে পরিগণিত না হয়।**

৯। ৩৮. এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারাতে সংবিধানের আদি পাঠে যা ছিলো এইখানে হুবহু তা নিম্নোক্ত রূপে পুনঃস্থাপিত হবে-

"তবে শর্ত থাকে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিম্বা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করবার বা তার সদস্য হইবার অন্য বা কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার কোনো অধিকার কোনো ব্যাক্তির থাকিবে না"

১০। ৩৯ খ. **'নিশ্চয়তা'** শব্দের পরে **'দান করা হইল'** স্থলে লেখা হবে **"থাকিবে"**।

১১। ৪৮ (৩) এই অনুচ্ছেদের এই ধারায় **"...বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাতিত"** শব্দগুলোর পরে যুক্ত হবে-**"এবং ৮০(৩) দফা অনুসারে অর্থবিল ব্যাতিত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনা হইতে তাহা বা তাহার কোন সংশোধনী পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের কাছে ফেরত দেওয়া"** শব্দগুলো যুক্ত করা হবে।

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

১২। ৫৬. (৩ক) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারাটি যুক্ত হবে-**"তবে শর্ত থাকে যে তিনি ইতোপূর্বে দুই মেয়াদকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন নাই।"**

২. ক পরিচ্ছেদ : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

সংবিধানের ২. ক পরিষদ হিসাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধমে যে অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছিল এর স্থলে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তদারকি সরকার লেখা ও তার কাজ সুনির্দিষ্ট করা সংশোধনীসহ পুনরায় স্থাপিত হইবে।

৩ .পরিচ্ছেদ : স্থানীয় শাসন

১৩। ৫৯ ১. **"... স্থানীয় শাসনের"** পরে **'পরিপূর্ণ'** শব্দটি যুক্ত হবে। **'স্থানীয় সরকার'** হতে পারে।

১৪। ৬০. এই অনুচ্ছেদে **"স্থানীয় প্রয়োজনে"** শব্দগুলোর পর **"জাতীয় বাজেটের সংবিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্টকৃত একটি অংশ বরাদ্দ করিবে এবং এই সব সংস্থাকে স্থানীয়ভাবে অবস্থা অনুযায়ী"**—এই শব্দগুলো যুক্ত হবে।

পঞ্চম ভাগ : আইনসভা

১৫। ৬৫ ২. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা প্রস্তুত করতে হবে।

১৬। ৬৫ ৩. নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা রচনা করে তা সন্নিবেশিত করতে হবে।

১৭। ৬৬. ৬৭. এই অনুচ্ছেদে বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে **"সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি ব্যবস্থা প্রবর্তন"** না হওয়া পর্যন্ত **'না'** ভোট প্রদানের এবং ভোটারগণ কতৃক সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যকে প্রত্যাহার করার অধিকার (Right to Recall) প্রদান এবং তার প্রয়োগের বিধানসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে।

১৮। ৭০ (খ) **'সংসদে'** শব্দের পর **"আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে"** শব্দগুলো যুক্ত হবে।

১৯। ৭২ ১. এই উপধারার শেষ প্যারা **"তবে আরও শর্ত থাকে যে, ... কার্য করবেন"** বাদ যাবে (কারণ এটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা অন্যত্র **৪৮ ৩. ধারায় সাধারণভাবে বর্ণীত আছে**।)

২০। ৭৫ ২. **"ষাটের"**এর স্থলে **"একশত জন"** প্রতিস্থাপিত হবে।

২১। ৭৭ ১. প্রথম বাক্যের শেষে **"করতে পারবেন"** শব্দগুলোর স্থলে **"প্রণয়ন এবং সেই পদে ১ জন ব্যাক্তিকে নির্বাচন করিবেন"** শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত করা হবে।

২২। ৮০ ৩. **"তহবিল ব্যাতিত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে"** এর পরে নিম্নোক্ত শব্দগুলো যুক্ত হবে **"প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে নিজস্ব বিবেচনা হইতেও"** শব্দগুলো যুক্ত হবে।

<u>ষষ্ঠ ভাগ : বিচারভাগ</u>

বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

**[অন্যান্য ভাগে কোথায় কোথায় সংশোধনী দরকার বলে আমরা মনে করি,
তা পরবর্তীতে প্রয়োজন মতো জানানো হবে]**

ধন্যবাদসহ

(রুহিন হোসেন প্রিন্স)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
০১৭১১৪৮৯৮৩২
hossainprince@yahoo.com.

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

rastrosongskar@gmail.com

ডিসেম্বর ৯, ২০২৪

অধ্যাপক আলী রীয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়: রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

জনাব,
শুভেচ্ছা জানবেন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার শুরু থেকেই এর ভিতর কিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছে। তারপর প্রায় প্রতিটি সংশোধনীতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার চাইতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সুসংহত করার দিকেই মনোযোগ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এই অসঙ্গতি দূর করবার লক্ষ্যে এই সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব পেশ করছে।

আমরা আমাদের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতিটি ধারার ক্ষেত্রে সংযোজন, বাতিল, সংশোধন বা অপরিবর্তিত এই চারটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। সংযোজন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কি লেখা হবে সেই প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে।

সংস্কার প্রস্তাব তৈরী করতে মোটা দাগে আমরা নিচের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছি:

১. রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার কে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব করেছি।
২. রাষ্ট্রপতিকে অনেক ক্ষমতা দেয়ার কথা লেখা থাকলেও কলমের টানে তাকে প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবাহী করে রাখা হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রধানমন্ত্রীর অর্গল থেকে মুক্ত করেছি।
৩. সংসদে শক্তির ভারসাম্য নিয়ে আসতে সংসদের একাংশের জন্যে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের প্রস্তাব করেছি।
৪. ক্ষমতার কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে স্বাধীন, স্বশাসিত এবং স্বপরিচালিত করার প্রস্তাব করেছি।
৫. বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি।
৬. সংবিধানে অনেক স্থানে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।এতে নাগরিকদের অধিকার দুর্বল হয়েছে।আমরা যথা সম্ভব সেইসব শর্ত ব্যাড দিয়েছি।
৭. সুষ্ঠ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছি।
৮. সাংবিধানিক পদে প্রার্থী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতিকে নাম প্রস্তাবের ক্ষমতা এবং সংসদকে সেটা অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেছি।

প্রতিটা ধারা ধরে বিস্তৃত প্রস্তাব এই চিঠির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংস্কার প্রস্তাবের সাথে সাথে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় সমঝোতায় না আসতে পারলে আমরা সংবিধানের কোনো সংস্কারকেই টেকসই করতে পারবো না। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রস্তাব করছি সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের সংস্কার প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে নিচের কাজগুলি বাস্তবায়ন করেন:

১. সংবিধান সংস্কার কমিশন রাজনৈতিক দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সিভিল সোসাইটি, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও পেশাদার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সংবিধান কমিটি সৃষ্টি করতে হবে।
২. জাতীয় সংবিধান কমিটি সকল পক্ষের সমঝোতার লক্ষ্যে, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়ার প্রতিটি ধারা বিবেচনা ও আলোচনা করে, সকল প্রতিনিধির সম্মতিতে একটি সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব নাগরিকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।
৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবকে বৈধতা দিতে একটি সংবিধান সংস্কার সভার (গণ পরিষদের) নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।
৪. সংবিধান সংস্কার সভা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে সেই চূড়ান্ত সংবিধান অনুমোদনের জন্যে গণভোটের আয়োজন করতে হবে।
৫. গণভোটে সংস্কার প্রস্তাব পাস হয়ে আসলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

ধন্যবাদান্তে, 9/12/24
সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব কমিটির পক্ষে
সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
রুম ১০-বি, মেহেরবা প্লাজা
৩৩ তোপখানা রোড, পল্টন, ঢাকা ১০০০

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সংশোধন	জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
প্রস্তাবনা	সংশোধন	বিস্‌মিল্লাহির-রাহ্‌মানির রাহীম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে) পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে। আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন, রাষ্ট্র গঠন এবং স্বৈরাচার দূরীকরণের জনআকাঙ্ক্ষার দ্বারা সংকল্পবদ্ধ হইয়া, সুদূর অতীতকাল হইতে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পর হইতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের মুক্তির জন্য সকল প্রজন্মের শহীদের প্রতি আনুগত্য রাখিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হইবে, আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য, এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য চৌদ্দশ একত্রিশ বঙ্গাব্দের ___ মাসের __ তারিখ, আমরা এই সংবিধান এর দ্বিতীয় পাঠ রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।
প্রথম ভাগ		
প্রজাতন্ত্র	সংশোধন	জনগণতন্ত্র
১। প্রজাতন্ত্র	সংশোধন	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম জনগণতন্ত্র, যাহা "জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।
২। জনগণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা	অপরিবর্তিত	
২ক। রাষ্ট্রধর্ম	অপরিবর্তিত	
৩। রাষ্ট্রভাষা	অপরিবর্তিত	
৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক	অপরিবর্তিত	
৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি	বাতিল	
৫। রাজধানী	অপরিবর্তিত	
৬। নাগরিকত্ব	সংশোধন	প্রত্যেক নাগরিক তাহার জাতিসত্তা পরিচয়ে পরিচিত হইবেন। তাহাদের নাগরিকত্ব হইবে বাংলাদেশী।
৭। সংবিধানের প্রাধান্য	অপরিবর্তিত	
৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ	বাতিল	
৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য	বাতিল	

1

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
দ্বিতীয় ভাগ		
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	অপরিবর্তিত	
৮। মূলনীতিসমূহ	সংশোধন	(১) সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার - এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নির্দেশনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।
~~৯। জাতীয়তাবাদ~~	বাতিল	
~~১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি~~	বাতিল	
১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	সংশোধন	জনগণতন্ত্র হইবে একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে পরিচালিত রাষ্ট্র, যাহার সকল কার্যক্রম আইনের দ্বারা সুসংহত ও পরিচালিত, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট, মানবসত্তার মর্যাদা ও মানব জীবনের মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ দ্বারা পরিচালিত।
~~১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা~~	বাতিল	
১৩। সাম্য	সংযোজন	রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, সম্পত্তি, জন্ম বা সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের এবং রাষ্ট্রীয় সেবা ও সহায়তা পাইবার সমান অধিকার উপভোগ করিবেন।
১১। মানবিক মর্যাদা	সংযোজন	প্রতিটি মানুষ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ পাইবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই মূলনীতিকে প্রতিটি আইন ও কার্যবিধিতে, প্রশাসনিক কর্মে জারি রাখা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

2

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১২। সামাজিক ন্যায়বিচার	সংযোজন	সকল ব্যক্তি স্বার্থ, বিশেষ করিয়া প্রান্তিকগোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত তাহাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, বিশেষকরে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে তাহাদের মতামত রাখিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে। শাসন ব্যবস্থা, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামো পরিকল্পনা, পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নের সময় গোষ্ঠী স্বার্থের বৈচিত্রের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখিবে। নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষা করিবে এবং সেই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিবে। কোনো নাগরিক বা গোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘিত হইলে প্রতিকার প্রক্রিয়ার তদারকি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরিবে। রাষ্ট্র স্বীকার করিবে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের সহায়তা প্রয়োজন। সরকার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির সহিত বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকে সেটি নিশ্চিত করিবে।
১৩। মালিকানার নীতি		উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। (ঘ) সামাজিক মালিকানা, অর্থাৎ কোনো জাতি-গোষ্ঠী যাদের সংস্কৃতিতে সমাজের সদস্যরা কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছাড়াই সমাজের ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের জমির মালিকানা, সামাজিক মালিকানার বলিয়া চিহ্নিত হইবে।
১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি	অপরিবর্তিত	
১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা	সংশোধন	রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) সকলের জন্য বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মর্যাদাপূর্ণ মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব	অপরিবর্তিত	
১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	সংশোধন	রাষ্ট্র (ক) গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাজীবনের প্রথম বারো বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে। (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা	অপরিবর্তিত	
১৮ক। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	সংশোধন	রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, নদী, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান কোরিয়া সেগুলি ইজারা দেয়া থেকে বিরত থাকিবে এবং সেই সব সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতা থেকে মুক্ত রাখিবে।
১৯। সুযোগের সমতা	অপরিবর্তিত	
২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম	অপরিবর্তিত	
২১। নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য	অপরিবর্তিত	
২২। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ	অপরিবর্তিত	
২৩। জাতীয় সংস্কৃতি	সংশোধন	(১) রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রাষ্ট্রের সকল ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। (২) রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিটি শিশুর নিজ মাতৃভাষায় আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।
২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি	বাতিল	
২৪। জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি	অপরিবর্তিত	
২৫। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন	অপরিবর্তিত	
তৃতীয় ভাগ		
মৌলিক অধিকার		
২৬। মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল	অপরিবর্তিত	
২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

বর্তমান সংবিধানের ধারা	প্রস্তাব	সংশোধিত লিপি
২৮। বৈষম্যহীন আচরণ	সংশোধন	(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।
২৯। সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা	সংশোধন	(১) জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ,লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে জনগণতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্য করিবে না। (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।
৩০। বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ	অপরিবর্তিত	
৩১। আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার	অপরিবর্তিত	
৩২। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ	সংশোধন	৩২। জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

5

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	সংশোধন	গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং জনগণতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ সাত দিনের ভেতর তাহা উপদেষ্টা-পর্ষদের কাছে প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন। (৭) রাষ্ট্র প্রত্যেক মামলার রায় প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর নিতে পারিবে। এক বছরের অধিককাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে অন্তরীণ রাখা যাইবে না।
৩৪। জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ	অপরিবর্তিত	
৩৫। বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ	সংশোধন	(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না। (৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন। (৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না। (৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

6

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

বর্তমান সংবিধানের ধারা	প্রস্তাব	সংশোধিত লিপি
৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা	অপরিবর্তিত	
৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা	সংশোধন	জননিরাপত্তা, সহিংসতা বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যাতিত অন্য যে কোনো কারণে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। প্রত্যেক নগর, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমাবেশের প্রয়োজনীয় সভাস্থল ব্যবস্থা করিবে।
৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা	সংশোধন	সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরুপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;
৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা	সংশোধন	১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।
৪০। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা	অপরিবর্তিত	
৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা	সংশোধন	১) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।
৪২। সম্পত্তির অধিকার	অপরিবর্তিত	
৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ	সংশোধন	রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক: (ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) যোগাযোগের সকল উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে। এই অধিকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী খর্ব করিতে পারিবে যদি: ক) আদালত তাকে গ্রেফতার বা আলামত সংগ্রহের জন্য অনুমতি দেয়, (খ) জননিরাপত্তায় হানি ঘটিতে পারে এমন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কর্মকাণ্ডের আশংকা থাকে। প্রতিটা খর্বের ঘটনার যৌক্তিকতা ও বৈধতা আদালতে প্রমান করতে হবে। অবৈধ ভাবে এই স্বাধীনতা খর্ব হইলে সেই আলামত বিচার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।
৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ	সংশোধন	এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য প্রতি জেলায় নাগরিক অধিকার আদালত গঠন করা হইবে। নাগরিক অধিকার আদালতে মৌলিক অধিকার লংঘিত হইলে নাগরিকের মামলা রুজু করিবার অধিকারের এবং ক্ষতিপূরণ চাইবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।
৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন	বাতিল	

7

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

বর্তমান সংবিধানের ধারা	প্রস্তাব	সংশোধিত লিপি
৪৬। দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা	বাতিল	
৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত	বাতিল	
৪৭ক। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা	বাতিল	
চতুর্থ ভাগ		
নির্বাহী বিভাগ		
4১ম পরিচ্ছেদ		
রাষ্ট্রপতি		
৪৮। রাষ্ট্রপতি	সংশোধন	(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার পরবর্তী বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবে। বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ যাচাই, বাছাই এবং মুক্ত শুনানির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ প্রদান করিবে। (২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। (৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা (গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন। (৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।
৪৯। ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার	অপরিবর্তিত	
৫০। রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ	অপরিবর্তিত	
৫১। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি	অপরিবর্তিত	
৫২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন	অপরিবর্তিত	
৫৩। অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ	অপরিবর্তিত	
৫৪। অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার	অপরিবর্তিত	
২য় পরিচ্ছেদ		
প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা		

৪

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৫৫। মন্ত্রিসভা	সংশোধন	(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী জনগণতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।
৫৬। মন্ত্রিগণ	সংশোধন	(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। (৩) যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।
৫৭। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ	অপরিবর্তিত	৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি- (ক) তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা (খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন। (২) সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন। পদত্যাগকারী সংসদ সদস্য বাদে যে সংসদ সদস্য, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিবেন। রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবেন। (৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই অযোগ্য করিবে না।
৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ	অপরিবর্তিত	
৫৮-ক [বিলুপ্ত]	অপরিবর্তিত	
২ক পরিচ্ছেদ		

৭

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।]	সংযোজন	সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিতে নির্বাচনকালীন সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে সংসদ ভাঙিয়া যাইবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে সরকার দলীয় প্রধান, বিরোধী দলীয় প্রধান ও প্রধান বিচারপ্রতি- এই তিনজন মিলিত হইয়া একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচিত করিবেন। যদি এই তিনজনের কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হয় তখন সেই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিপরিষদকে নিয়োগ প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের সহযোগিতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার এক দিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিবেন এবং সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।
[বিলুপ্ত]		
৩য় পরিচ্ছেদ		
স্থানীয় শাসন	সংশোধন	স্থানীয় সরকার
৫৯। ~~স্থানীয় শাসন~~ স্থানীয় সরকার	সংশোধন	(১) রাষ্ট্রের সেবা এবং জবাবদিহিতা জনমানুষের কাছাকাছি লইয়া আসিবার জন্যে স্বশাসিত এবং স্বচ্ছল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিতে হইবে। স্থানীয় সরকারই হইবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রের কোনরকম হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাধীনভাবে স্থানীয় সরকার তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে। (২) প্রতিটি জেলাতে জেলা সরকার হইবে স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ অংশ, কেন্দ্রের সাথে যাহার কোনো জবাবদিহিতার বন্দোবস্ত থাকিবে না। জেলা সরকার ছাড়াও জেলাতে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ থাকিবে। (৩) জেলা সরকার, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে । রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব এই তিন স্তরের ভিতর ভাগ করিয়া দেয়া হইবে। নির্বাচিত সরকার জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং তদারকি করিবে। (৪) স্থানীয় সরকারের প্রতিটি ধাপের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক ক্যাডার গড়ে তোলা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্যাডারদের পুনর্নিয়োগ দিয়ে জেলা ক্যাডার গঠন করা হইবে। (৫) প্রতিবছর কেন্দ্রীয় বাজেট প্রক্রিয়ার শুরুতে রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব নিয়ে ন্যূনতম তিরিশ ভাগ হইতে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত আয় স্থানীয় সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হইবে। এই বন্টন এর হিসাব নির্ভর করিবে জেলার জনসংখ্যা, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনা ও জেলার বাজেট ব্যবহারের দক্ষতার মাপকাঠিতে। (৬) পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় সরকারের কাছেই কেবল জবাবদিহি করবে। (৭) প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা ও বৃহৎ অবকাঠামো ব্যতিত সকল মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে ।
৬০। ~~স্থানীয় শাসন~~ স্থানীয় সরকার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা	সংশোধন	এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৪র্থ পরিচ্ছেদ		
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ		
৬১। সর্বাধিনায়কতা	অপরিবর্তিত	
৬২। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি	অপরিবর্তিত	
৬৩। যুদ্ধ	অপরিবর্তিত	
৫ম পরিচ্ছেদ		
অ্যাটর্নি-জেনারেল		
৬৪। অ্যাটর্নি-জেনারেল	সংশোধন	(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে প্রস্তাব করিবেন। সংসদ গণশুনানির অনুষ্ঠান করিবেন এবং সংসদ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। (২) অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে। (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।
পঞ্চম ভাগ		
আইনসভা		
১ম পরিচ্ছেদ		
সংসদ		
৬৫। সংসদ-প্রতিষ্ঠা	সংশোধন	৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে জনগণতন্ত্রের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং দলীয়ভাবে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে দুইশত সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে, সদস্যগণ সংসদসদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। (৩) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৬৬। সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	সংশোধন	৬৬। (১) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন। (২) কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি (ক) কোনো উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন; (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; (গ) তিনি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন। (ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে; (ঙ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা (চ) তিনি কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যাহাকিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না। (৫) কোনো সংসদ সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৬) এই অনুচ্ছেদের (৫) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকারিতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।
৬৭। সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া	অপরিবর্তিত	
৬৮। সংসদ-সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি	অপরিবর্তিত	
৬৯। শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া	সংশোধন	কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) অন্যকোন দলে যোগ দেন, অথবা (খ) অর্থ বিলে দলীয় অবস্থানের বিপরীতে ভোট দেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।
৭১। দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা	অপরিবর্তিত	
৭২। সংসদের অধিবেশন	সংশোধন	৭২। (১) সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, [১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না; তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের যেকোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, জনগণতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না। (৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন। (৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।
৭৩। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী	অপরিবর্তিত	
৭৩ক। সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার	অপরিবর্তিত	
৭৪। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার	অপরিবর্তিত	
৭৫। কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৭৬। সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ	সংশোধন	৭৬। (১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন: (ক) সরকারি হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। (২) স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবে কেবল বিরোধী দলের সদস্যরাই বিবেচিত হইবেন। (৩) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোনো কমিটি এই সংবিধান ও অন্যকোন আইন সাপেক্ষে (ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন; (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; (ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। (৪) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্যকোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের, (খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।
৭৭। ন্যায়পাল	সংশোধন	(১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর ন্যায়পাল এর জন্য প্রার্থী প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে ন্যায়পাল পদে প্রস্তাবিত প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিয়া প্রস্তাবিত প্রার্থীর প্রতি তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রার্থী রাষ্ট্রের ন্যায়পাল হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন। (২) যেকোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কোনো কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার মৌলিক অধিকার খর্ব হইবার কারণে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। (৩) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।
৭৮। সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি	অপরিবর্তিত	
৭৯। সংসদ-সচিবালয়	অপরিবর্তিত	
২য় পরিচ্ছেদ		
আইন প্রনয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি		

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
৮০। আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি	সংশোধন	(১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে। (২) সংসদ কর্তৃক কোনো বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্যকোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সর্বোচ্চ দুই বার সংসাদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।] (৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। (৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।
৮১। অর্থবিল	অপরিবর্তিত	
৮২। আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ	অপরিবর্তিত	
৮৩। সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা	অপরিবর্তিত	
৮৪। সংযুক্ত তহবিল ও জনগণতন্ত্রের সরকারী হিসাব	অপরিবর্তিত	
৮৫। সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ	অপরিবর্তিত	
৮৪। সংযুক্ত তহবিল ও জনগণতন্ত্রের সরকারী হিসাব	অপরিবর্তিত	
৮৭। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি	অপরিবর্তিত	
৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	অপরিবর্তিত	
৮৯। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি	অপরিবর্তিত	
৯০। নির্দিষ্টকরণ আইন	অপরিবর্তিত	
৯১। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী	অপরিবর্তিত	
৯২। হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট	অপরিবর্তিত	
৯২ক। [বিলুপ্ত]		
৩য় পরিচ্ছেদ		
অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা		
৯৩। অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা	অপরিবর্তিত	
ষষ্ঠ ভাগ		
বিচারবিভাগ		

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১ম পরিচ্ছেদ		
সুপ্রীম কোর্ট		
৯৪। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা	অপরিবর্তিত	
৯৫। বিচারক-নিয়োগ	সংশোধন	(১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান বিচারপতি পদে যোগ্যতা বিচার পূর্বক নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই করিয়া তাহাদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। (২) প্রধান বিচারপতি উচ্চ আদালতের বিচারক পদে প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থীদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। (৩) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং (ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে, অথবা (গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে, (ঘ) বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের কম হইলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (৪) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যেকোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।
৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ	সংশোধন	১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো বিচারক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।
৯৭। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ	অপরিবর্তিত	
৯৮। সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ	অপরিবর্তিত	
৯৯। অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা	সংশোধন	কোনো ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১০০। সুপ্রীম কোর্টের আসন	সংশোধন	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগে সার্কিট বেঞ্চ গড়িয়া তোলা হইবে। উচ্চ আদালতের সেবা নাগরিকদের নিকটতর করিবার লক্ষ্যে, প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।
১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার	অপরিবর্তিত	
১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা	সংশোধন	(১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যেকোন একটি বলবৎ করিবার জন্য জনগণতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন। (২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্যকোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে (ক) যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে- অ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা আ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার কোনো আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন, অথবা (খ) যেকোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে- অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা আ) কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।
১০৩। আপীল বিভাগের এখতিয়ার	অপরিবর্তিত	
১০৪। আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ	অপরিবর্তিত	
১০৫। আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা	অপরিবর্তিত	
১০৬। সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১০৭। সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা	সংশোধন	১) বিচার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, কর্মস্থল নির্ধারণ, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কাঠামো নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের জন্য একটি সচিবালয় থাকিবে। প্রধান বিচারপতি এই সচিবালয়ের প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবেন। রাষ্ট্র এই সচিবালয়ের অর্থের সংকুলান করিবে। এই সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রতিটি অংশের এবং অধঃস্তন যেকোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোনো একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন। (৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন। (৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যেকোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা অর্পিত যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।
১০৮। "কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট	অপরিবর্তিত	
১০৯। আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ	অপরিবর্তিত	
১১০। অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর	অপরিবর্তিত	
১১১। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা	অপরিবর্তিত	
১১২। সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা	অপরিবর্তিত	
১১৩। সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ	সংশোধন	(১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্যকোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে। (২) সংসদের যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।
২য় পরিচ্ছেদ		
অধস্তন আদালত		
১১৪। অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা	অপরিবর্তিত	
১১৫। অধস্তন আদালতে নিয়োগ	সংশোধন	বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যকোন বিচারপতি নিয়োগদান করিবেন।
১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা	সংশোধন	বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১১৬ক। বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন	অপরিবর্তিত	
৩য় পরিচ্ছেদ		
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল		
১১৭। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ	সংশোধন	(১) ইতোপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমুহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন- (ক) যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা; (২) কোনো ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্যকোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোনো আদেশ প্রদান করিবেন না; তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।
ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল		
[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।]	অপরিবর্তিত	
[বিলুপ্ত]		
সপ্তম ভাগ		
নির্বাচন		

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা	সংশোধন	(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে। (২) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি দিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন। (৩) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্যকোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার রূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না। (৫) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। (৬) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না। (৭) কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।
১১৯। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব	সংশোধন	(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন; (ঘ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং (ঙ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।] (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।
১২০। নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ	অপরিবর্তিত	
১২১। প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা	অপরিবর্তিত	
১২২। ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা	অপরিবর্তিত	
১২৩। নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১২৪। নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা	অপরিবর্তিত	
১২৫। নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা	অপরিবর্তিত	
১২৬। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান	অপরিবর্তিত	
অষ্টম ভাগ		
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক		
১২৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা	সংশোধন	বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি হিসাব-নিরীক্ষক পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন। (২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।
১২৮। মহা-হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব	অপরিবর্তিত	
১২৯। মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ	অপরিবর্তিত	
১৩০। অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক	অপরিবর্তিত	
১৩১। জনগণতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি	অপরিবর্তিত	
১৩২। সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন	অপরিবর্তিত	
নবম ভাগ		
বাংলাদেশের কর্মবিভাগ		
১ম পরিচ্ছেদ		
কর্মবিভাগ		
১৩৩। নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী	অপরিবর্তিত	
১৩৪। কর্মের মেয়াদ	অপরিবর্তিত	
১৩৫। অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি	অপরিবর্তিত	
১৩৬। কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন	অপরিবর্তিত	
২য় পরিচ্ছেদ		
সরকারী কর্ম কমিশন		
১৩৭। কমিশন-প্রতিষ্ঠা	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১৩৮। সদস্য-নিয়োগ	সংশোধন	(১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক সরকারি কর্ম-কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোন সময়ে কার্যরত কোনো সরকারের কর্মে কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
১৩৯। পদের মেয়াদ	অপরিবর্তিত	
১৪০। কমিশনের দায়িত্ব	অপরিবর্তিত	
১৪১। বার্ষিক রিপোর্ট	অপরিবর্তিত	
5নবম-ক ভাগ		
জরুরী বিধানাবলী		
১৪১ক। জরুরী-অবস্থা ঘোষণা	অপরিবর্তিত	
১৪১খ। জরুরী-অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ	অপরিবর্তিত	
১৪১গ। জরুরী-অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ	অপরিবর্তিত	
দশম ভাগ		
সংবিধান-সংশোধন		
১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা	সংশোধন	এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও- (ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে- তবে শর্ত থাকে যে, (ক) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (খ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না; (গ) এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধন বিল গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন লইতে হইবে।
একাদশ ভাগ		
বিবিধ		
১৪৩। জনগণতন্ত্রের সম্পত্তি	অপরিবর্তিত	
১৪৪। সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১৪৫। চুক্তি ও দলিল	অপরিবর্তিত	
১৪৫ক। আন্তর্জাতিক চুক্তি	অপরিবর্তিত	
১৪৬। বাংলাদেশের নামে মামলা	অপরিবর্তিত	
১৪৭। কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি	অপরিবর্তিত	
১৪৮। পদের শপথ	অপরিবর্তিত	
১৪৯। প্রচলিত আইনের হেফাজত	সংশোধন	এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার বা তার ভাবাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হইলে সেই আইন কার্যকর করা যাইবে না। এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা পূর্বের যেকোন আইন সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।
১৫০। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী	বাতিল	
১৫১। রহিতকরণ	অপরিবর্তিত	

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
		১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে- "অধিবেশন" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ; "অনুচ্ছেদ" অর্থ এই সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ; "অবসর ভাতা" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যেকোন অবসর ভাতা, যাহা কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়, এবং কোনো ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; "অর্থ বৎসর" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ; "আইন" অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন প্রথা বা রীতি; "আদালত" অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যেকোন আদালত;] "আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ; "উপ-দফা" অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা; "ঋণ গ্রহণ" বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থ সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "ঋণ" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে; "করারোপ" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যেকোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ; "গ্যারান্টি" বলিতে কোনো উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা যাহা এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে; "জেলা বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন; "তফসিল" অর্থ এই সংবিধানের কোনো তফিসল; "দফা" অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা; "দেনা" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যেকোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যেকোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "দেনার দায়" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে; "নাগরিক" অর্থ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক; "প্রচলিত আইন" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যেকোন আইন; "জনতন্ত্র" অর্থ জনতন্ত্রী বাংলাদেশ; "জনতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যেকোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা জনতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্যকোন কর্ম; "প্রধান নির্বাচন কমিশনার" অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি; "প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; "প্রশাসনিক একাংশ" অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্যকোন এলাকা; "বিচারক" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিভাগের কোন বিচারক; "বিচার-কর্ম বিভাগ" অর্থ জেলা বিচারক পদের অনূর্ধ্ব কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ; "বৈঠক" (সংসদ প্রসঙ্গে) অর্থ মূলতবি না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ; "ভাগ" অর্থ এই সংবিধানের কোনো ভাগ; "রাজধানী" অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদের রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে;

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব		
বর্তমান সংবিধানের ধারা	**প্রস্তাব**	**সংশোধিত লিপি**
১৫৩। প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ	অপরিবর্তিত	
তফসিল		
Schedule	অপরিবর্তিত	
Appendix	অপরিবর্তিত	

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য

৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল), সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

অফিস: ৪০/এ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ইমেইল: democraticleftunity@gmail.com

মোবাইল: ০১৬৮২৮৯৬৪৯৫, ০১৭২৪৯০৩২৪৩, ০১৭২২১৯৬০৭০, ০১৬১৯২১৯৮৪০

সূত্র : তারিখ:

বর্তমান সংবিধানের বিষয়ে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের মতামত:-

সংবিধানের পঞ্চম অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৯৩ (১) [সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;

(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা

(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।

বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে এখানে দাঁড়িয়ে সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হচ্ছে, এটা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও চিন্তায় রাখতে হবে। কারণ, এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আছি বলে মনে হয়।

সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অধ্যাদেশ আকারে সবকিছু করতে পারবে। শুধু সংবিধান সংশোধন ছাড়া। সংসদ নেই এখন, গণভোটের বিধান নেই। গণভোট দিলে কীভাবে দেওয়া হবে-এ প্রশ্নগুলো যৌক্তিক ও আইনগতভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চলমান পাতা-২

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য

৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল), সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

অফিস: ৪০/এ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ইমেইল: democraticleftunity@gmail.com

মোবাইল: ০১৬৮২৮৯৬৪৯৫, ০১৭২৪৯০৩২৪৩, ০১৭২২১৯৬০৭০, ০১৬১৯২১৯৮৪০

সূত্র : তারিখ:

নতুন সংবিধান হবে, নাকি সংবিধান সংশোধন হলেই কাজ হবে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ জন্য জাতীয় সংলাপ দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, গণতন্ত্র ঠিক থাকলে ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করা গেলে অন্য সব সমস্যার সমাধান হবে।

সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে একটা জায়গা নিশ্চিত করা দরকার, যাতে পাঁচ বছর পরপর জনগণ তার স্বাধীন, সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সেই সংবিধানে বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু সেখানে যদি গরমিল থাকে, সেখানে যদি নিশ্চয়তা প্রদান না করা হয়, যতভাবে প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজান না কেন, কোনো প্রতিষ্ঠানই ঠিক ওইভাবে কাজ করবে না, যেমন কাজ করেনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষমতা ভোটাধিকারের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

অতীতে একাধিক সংশোধনীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতা আগে হয়েছে, তারপর কার্যকর হয়েছে। যত কমিশনই হোক না কেন, চূড়ান্তভাবে জনগণের কাছেই যেতে হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে জনগণ। বিচারক নিয়োগ করার জন্য সংসদের আইন করার কথা ছিল। ৫৩ বছর চলে গেলেও আইন হয়নি। এটা করতেই হবে। যথার্থ আইন থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছেমতো তাদের লোক নিয়োগ দিতে পারবে না। নির্বাচন কমিশন আইন হলেও তা অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ আইন করা দরকার, যাতে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

সংবিধান পুনর্লিখিত হবে, নাকি নতুন করে হবে, তা জনগণের ওপর নির্ভর করবে। 'যাঁরা হতাহত হলেন, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া সন্নিবেশিত করে একটা সংলাপ করা যেতে পারে। সংলাপের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সে অনুযায়ী নির্বাচন করে যারা আসবে, তারা এদের (অন্তর্বর্তী সরকার) কাজটা অনুমোদন করবে। এ নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। ঐতিহ্য আছে। তবে প্রয়োজ ন হবে ঐকমত্য, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা।

সংবিধানে অনেকগুলো পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, সংবিধানকে নষ্ট করা হয়েছে সংশোধনীর মাধ্যমে। বড় নষ্ট করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। অনেকের ধারণা, পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে না। সংসদের ভূমিকা রাখতে হবে, বিল আকারে উত্থাপন ও অনুমোদন করতে হবে। বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিতের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

গত ৫৩ বছরে বিভিন্ন সময় সংবিধান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারেনি, বরং রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতার পালাবদল ঘটার যে প্রক্রিয়া থাকার কথা, সেটি কাজ করেনি। সংবিধান ব্যর্থ হয়েছে। নাগরিকের ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। সংসদ সদস্যদের জবাবদিহির ব্যবস্থাটা থাকতে হবে। জবাবদিহির ব্যবস্থা যতক্ষণ না করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের প্রজা হয়েই থাকব।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অবশ্যই তুলে দিতে হবে। ৭০ অনুচ্ছেদে শুধু আস্থা ভোট ছাড়া এমনকি অর্থবিলের প্রশ্নেও সংসদ সদস্যকে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়েই

চলমান পাতা-৩

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য

৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল), সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

অফিস: ৪০/এ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ইমেইল: democraticleftunity@gmail.com

মোবাইল: ০১৬৮২৮৯৬৪৯৫, ০১৭২৪৯০৩২৪৩, ০১৭২২১৯৬০৭০, ০১৬১৯২১৯৮৪০

সূত্র : তারিখ:

৫৩ বছরে ভালো নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি। এমন কোনো ব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি যে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকার পরিবর্তন করা যাবে। বরং সরকার বদল করার যখন প্রশ্ন আসছে, তখন অসাংবিধানিক কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছে। এর একটা স্থায়ী সমাধান মানুষ চায়। বিচার বিভাগের ও বিচারিক পদ্ধতির সংস্কারে মানুষের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

ভবিষ্যতের সংবিধান হওয়া উচিত অন্তর্ভুক্তিমূলক, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু পাহাড়ি, আদিবাসীসহ সাংস্কৃতিক ভাষাগত ইত্যাদি বহুমাত্রিকতা যাতে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে শুরু করে বরেন্দ্রভূমিপুরোপুরি যাতে সম্পৃক্ত হয়-এসব অঞ্চলের মানুষ সত্যিকার যাতে মনে-প্রাণে গর্ব নিয়ে নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক মনে করে। বৈষম্য কীভাবে নিরসন করতে পারব, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া ঠিক হবে কি-না রাজনৈতিক সমাঝোতায় আসতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৬ পৃষ্ঠার। চীনের ২৬ পৃষ্ঠার। আর ইরানের সংবিধান ৩৫ পৃষ্ঠার। এই দেশগুলোতে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সংবিধান গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ১১ অধ্যায় ১৫৩ অনুচ্ছেদ ২৫০ পৃষ্ঠার। এতো বিশাল সংবিধানের প্রয়োজন আছে কি-না তা-ও বিবেচনা করা যেতে পারে।

(কমরেড সামছুল আলম)
সমন্বয়ক, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য
সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি

(কমরেড হারুন চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)

(হারুন আল রশিদ খান)
মহাসচিব
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

(আবুল কালাম আজাদ)
আহ্বায়ক
সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসডিপি)

ছক ১-সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কী ধরণের সংস্কার প্রস্তাব করছে, তা বর্ণনা করুন।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানাবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যয়বিচার, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক, ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের আকাঙ্ক্ষা স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র নিয়ে সংবিধান সংস্কার করতে হবে।

প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান লাভের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু ধর্ম বর্ণ ভাষা জাতি উপজাতি আদিবাসী পাহাড় সমতল বিবেচিত হবে না।

এ ছাড়া বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও প্রতিবাদ জানানোর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

মানবাধিকার সুরক্ষা

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্ব,জনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষমাত্রই এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা। যদিও অধিকার বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয় তা এখন পর্যন্ত একটি দর্শনগত বিতর্কের বিষয়। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার শব্দটি বহুল আলোচিত ও বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। মানবাধিকারের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হলেও সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এ নিয়ে চলছে বাক-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত। একদিকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষমতাধর শাসকরা দেশে দেশে জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলো পর্যন্ত অবলীলায় হরণ ও দমন করে চলছে। আর দুর্বল জাতিগুলোর সাথে সবল জাতিগুলোর আচরণ আজকাল মানবাধিকারকে একটি উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে।

পতিত স্বৈরাচার দেশের নাগরিকের সমস্ত মানবাধিকার ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ভিন্ন দল মতের নাগরিক কে গুম খুন হামলা মিথ্যা মামলায় জর্জরির করে স্বাভাবিক বাঁচার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বাংলাদেশে ২,৬৯৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। একই সময়ে ৬৭৭ জন গুমের শিকার হন এবং ১,০৪৮ জন হেফাজতে মারা যান।পরিসংখ্যানটি প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অধিকার। এছাড়া, সংস্থাটির মতে, ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাসহ ২০২৪ সালের ঘটনা যুক্ত করলে মৃতের সংখ্যা ৩,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে মানবাধিকার কথা বলা আছে, মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সুরক্ষা সার্বজনিন ঘোষণাপত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

নির্বাহী বিভাগ

যেকোন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তিনটি মূল স্তম্ভের অন্যতম নির্বাহী বিভাগ, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত হইবে হইবে রাষ্ট্রপতি। তারপর প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিক ভাবে মন্ত্রী পরিষদ। প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচিত হইবে। সংবিধানের যে পরিচ্ছেদ গুলো কাউকে একচ্ছত্র কতৃত্ববাদী সর্বময় ক্ষমতাধর করেছে সেই পরিচ্ছেদ গুলো বাতিল করতে হবে। যাতে আর কখনো স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসার সুযোগ না পায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরী করতে হবে।

স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা যেমন জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

নির্বাহী বিভাগ নির্বাচিত আইনসভার প্রতি দায়বদ্ধ থাকিবে। নির্বাহী বিভাগ আইন পাস করে না, আইনসভার ব্যাখ্যা করে না। পরিবর্তে, নির্বাহী বিভাগ আইনসভা দ্বারা লিখিত এবং বিচার বিভাগ দ্বারা ব্যাখ্যা করা আইন প্রয়োগ করে। নির্বাহী নির্দিষ্ট ধরনের আইনের উৎস হতে পারে, যেমন একটি ডিক্রি বা নির্বাহী আদেশ। নির্বাহী বিভাগের সকল কাজ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

আইনসভা

আইনসভা হলো একটি দেশের মতো রাজনৈতিক সত্তার জন্য আইন তৈরি করার কর্তৃত্ব সহ একটি সুচিন্তিত পরিষদ। আইনসভা বেশিরভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করিবে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেলে তারা প্রায়শই সরকারের নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের বিপরীত হয়ে থাকে। আইনসভা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এককক্ষ, দ্বিকক্ষ, ত্রিকক্ষ বা চতুর্কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্তমানে এককক্ষ ও দ্বিকক্ষ আইন সভা আছে। দ্বিকক্ষ আইন সভা উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ নামে পরিচিত। আমাদের দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতায় এককক্ষীয় আইন সভা থাকিবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনসত্তা আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে, যার অধীনে আইনসভা সরকারের সর্বোচ্চ শাখা এবং বিচার বিভাগ বা লিখিত সংবিধানের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই জাতীয় ব্যবস্থা আইনসভাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। নির্বাহী বিভাগ আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ, যা অনাস্থা ভোট দিয়ে অপসারণ করা যেতে পারে।

আইনসভাগুলি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। জাতীয় আইনসভাগুলোর মধ্যে চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস ২,৯৮০ জন সদস্য নিয়ে বৃহত্তম, এবং ভ্যাটিকান সিটির পন্টিফিক্যাল কমিশন ৭ জন সদস্য নিয়ে সবচেয়ে ছোট আইনসভা। কোন কোন আইনসভা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয় না: জাতীয় পিপলস কংগ্রেস পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। আইনসভার আকার কার্যকারিতা এবং প্রতিনিধিত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখে, আইনসভা যত ছোট হবে তত বেশি কার্যকারিতার সাথে এটি পরিচালনা করতে পারে তবে আইনসভা যত বড় হবে, তত বেশি তার নির্বাচনী এলাকাগুলির রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। জাতীয় আইনসভাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে একটি দেশের নিম্নকক্ষের আকার তার জনসংখ্যার ঘনমূলের সাথে সমানুপাতিক বলে মনে হয়। অর্থাৎ নিম্নকক্ষের আকার জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়তে থাকে, তবে তা অনেক ধীরে ধীরে।

আমাদের আইন সভার আকার ৩০০ আসনের। নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আইন সভার সদস্য হইবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনি আসন নির্ধারন হইবে। আইন সভা মূল কাজ হবে জনগণের প্রয়োজনে সময়োপযোগী আইন সংস্কার সংশোধন বিয়োজন ও নতুন আইন তৈরী করা। বাজেট তৈরী করা। দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা। বিতর্ক করা।

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অন্যতম। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জেলা পর্যায়ের জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত মহানগর দায়রা জজ আদালত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিভিন্ন ট্রাইবুনালের সমন্বয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত। আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে, সেই আইন অনুযায়ী বিচার করাই হলো বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব। যারা বিচার করেন তাদেরকে বিচারপতি (সুপ্রিম কোর্টের বিচারক), জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট (প্রতি জেলায় ও মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আদালত বা ট্রাইবুনালের বিচারক) বলা হয়। প্রধান বিচারপতি সমগ্র বিচার বিভাগের প্রধান। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার অধীনস্থ। জেলা ও দায়রা জজ জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের প্রধান। অন্যদিকে, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট। মেট্রোপলিটন এলাকার মুখ্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে মহানগর দায়রা জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অধিকর্তাকে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলা হয়।

বিচার বিভাগ হলো সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদ কোনো আইন তৈরী করলে কিংবা অন্য কোনো আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ আইন তৈরী করলে কিংবা নির্বাহী বিভাগ আইন বহির্ভূত কাজ করলে বিচার বিভাগ জুডিসিয়াল রিভিউ, রিট এখতিয়ার ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক যেকোনো কাজকে বাতিল, অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করে আদেশ দিতে পারেন। আইনের ব্যাখ্যা দেবার দায়িত্বও বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত।

তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা জরুরী। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা হল এই ধারণা যে বিচার বিভাগকে সরকারের অন্যান্য শাখা থেকে স্বাধীন হতে হবে। অর্থাৎ, আদালতগুলি সরকারের অন্যান্য শাখা বা ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের অনুপযুক্ত প্রভাবের অধীন হওয়া উচিত নয়। ক্ষমতা পৃথকীকরণের ধারণার জন্য বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ ।

বিভিন্ন দেশ বিচার বিভাগীয় নির্বাচনের বিভিন্ন উপায় বা বিচারক নির্বাচনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে কাজ করে । বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার প্রচারের একটি উপায় হল বিচারকদের আজীবন মেয়াদ বা দীর্ঘ মেয়াদ মঞ্জুর করা, যা আদর্শভাবে তাদের মামলার সিদ্ধান্ত নিতে এবং আইনের শাসন এবং বিচারিক বিচক্ষণতা অনুসারে রায় দেওয়ার জন্য মুক্ত করে , এমনকি সেই সিদ্ধান্তগুলি রাজনৈতিকভাবে অজনপ্রিয় বা শক্তিশালী স্বার্থ দ্বারা বিরোধিতা করা হলেও। বিচার বিভাগের ক্ষমতা বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা দ্বারা আইনসভা পরীক্ষা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় । এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, বিচার বিভাগ যখন বুঝতে পারে যে সরকারের একটি শাখা একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করছে বা আইনসভার দ্বারা পাস করা আইনগুলিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে কিছু পদক্ষেপের আদেশ দিবে। সংসদীয় সার্বভৌমত্ব দ্বারা বিচারিক স্বাধীনতা সীমিত করা যাবে না ।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা একটি সীমিত সরকারের কাছ থেকে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সুরক্ষার জন্য কাজ করে এবং সেই অধিকারগুলির উপর নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন রোধ করে। এটি আইনের শাসন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে । আইনের শাসনের অর্থ হল সমস্ত কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা আইনের চূড়ান্ত উৎস থেকে আসতে হবে। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে, আদালত এবং এর কর্মকর্তারা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত । এই স্বাধীনতার মাধ্যমে বিচার বিভাগ জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে যা সবার জন্য সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে।

আইনের কার্যকারিতা এবং আইন প্রণয়নকারী সরকারের প্রতি জনগণের যে শ্রদ্ধা থাকে তা সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। তদ্ব্যতীত, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি স্তম্ভ কারণ বহুজাতিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগকারীদের এমন একটি দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করার আস্থা রয়েছে যার একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল বিচার ব্যবস্থা রয়েছে যা হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নির্ধারণে বিচার বিভাগের ভূমিকাও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার ও জনগণের সমানভাবে দায়িত্ব রয়েছে। সরকারকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছক-২
সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
চতুর্থ অধ্যায়	৪৮(৩) অনুচ্ছেদ	এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।	৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করা জরুরী।	যৌক্তিকতা সংবিধান রাষ্ট্রপতি কে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি বললেও সরকারের প্রধান বলা হয় নাই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কে খর্ব ও সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী পেশ করবেন। এই পরোক্ষ ক্ষমতার কথা বলা আছে সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের ৫ নম্বর পরিচ্ছেদে। পরোক্ষ ক্ষমতার বিষয়টি দেখলে মনে হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক, আসলে তা নয়। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ-এই দুটি কাজের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির কারও পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া রাষ্ট্রপতির কোনো দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা নেই। সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া বাকি সব দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
চতুর্থ অধ্যায়	অনুচ্ছেদ ৫৫	(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। ৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।	সংবিধানের ৫৫ (১) (২) (৫) ক্ষমতা ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংস্কার করিতে হইবে।	যৌক্তিকতা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অসীম। কোনো নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনো নিয়ন্ত্রণবিহীন এমন ক্ষমতার অধিকারী অন্য কোনো কর্মকর্তা বিশ্বে দেখা যায় না। তার ক্ষমতা রাশিয়ার ঈুধব-এর ক্ষমতার মতো। ভারতের মোগল সম্রাটদের মতো। বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার চেয়েও তিনি অধিক ক্ষমতার মালিক। প্রেসিডেন্টকে পদে পদে সিনেটের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদের কোনো পদক্ষেপ কার্যত নিয়ন্ত্রণে সক্ষম নয়। প্রধানমন্ত্রীর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় একচ্ছত্র কতৃত্ববাদী স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। ক্ষমতার ভারসাম্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য অনুচ্ছেদ ৫৫ (১) (২) (৫) সংস্কার করা জরুরী।

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য	প্রস্তাব	যৌক্তিকতা
পঞ্চম অধ্যায়	৭০ অনুচ্ছেদ	বর্তমান ভাষ্য:- কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরুপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।	৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।	বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে স্বাধীন ভোটাধিকার সীমিত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি সংসদ সদস্যদের তাদের নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখে। ৭০নং অনুচ্ছেদ বাকস্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতাসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরোধী। সংসদে জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবাধ ক্ষমতা দেয়, যিনি প্রায়ই একনায়কতন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অনুচ্ছেদ নং ৭০-এর ফলে বাংলাদেশের সংসদ মূলত ক্ষমতাসীন দল বা জোটের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য পুতুল সংসদ হিসাবে কাজ করছে। সংসদও প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের জন্য অনাস্থা ভোট দিতে অক্ষম।

১২ দলীয় জোট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রোড নং- ৬৮/এ, বাড়ী নং- ০২, গুলশান-২, ঢাকা।

২৫/১১/২৪

তারিখঃ ২৪/১১/২০২৪

বরাবর
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক- ১, এমপি হোস্টেল
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরেবাংলা নগর ঢাকা।

বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কারে ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে কমিশন সমীপে প্রস্তাবসমূহ।

জনাব,
আসসালামু আলাইকুম। আপনার সমীপে সহৃদয় বিবেচনার জন্য আমরা ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনা পেশ করলাম।

প্রেক্ষাপটঃ গত ৫ আগস্ট এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটেছে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। স্বভাবতই সরকারের কাছে জনগণের অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা হচ্ছে-- "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা"। সংবিধানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক সভ্য সমাজে পরিণত করার কক্ষে এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়। যাতে দেশে আর কর্তৃত্ববাদী শাসন জেঁকে বসতে না পারে, নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে অচলাবস্থার অবসান হয় এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহির কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভবিষ্যত বাংলাদেশ পরিচালিত হয়।

উল্লেখ্য, দেশে এক দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি দল এবং একজন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বারবার সংবিধানে কাঁটাচেরা করা হয়েছে, যেখানে ব্যক্তি এবং দলকে গুরুত্ব দিয়ে দেশ এবং জাতিকে অধীনস্ত প্রতিভূ বানিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত একদলীয় বাকশাল গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের স্বাধীনতা হরণ করেছিল। জীবন দিয়ে তাঁকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার মূল্য দিতে হয়েছে। একইভাবে মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা অঘোষিতভাবে দেশে একদলীয় শাসনের সূচনা করেছিল। তার অধীনে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রহসনের বিনা ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে লুটপাট,বিরোধী দলের উপরে গুম খুন মামলা হামলা নির্যাতনের বিভীষিকায় দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠিয়ে, দেশনেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশছাড়া করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার হেনো প্রকার চেষ্টা নাই যা করা হয়নি। মাটি ও মানুষের দল হওয়ায় জনগণের স্বার্থ ও সুবিধার পক্ষে পরীক্ষিত সংগ্রামী দল বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হিসেবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১২ দলীয় জোট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রোড নং- ৬৮/এ, বাড়ী নং- ০২, গুলশান-২, ঢাকা।

তারিখঃ

২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছাত্র- জনতার গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়! শেখ হাসিনার দলের সমস্ত মন্ত্রী এমপি এবং দলের সকল স্তরের নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় কিংবা আত্মগোপন করে! আন্দোলনে বিজয়ীদের পক্ষে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে বিশ্ব বরেণ্য নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে দেশে একটি অবাধ অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সকল গণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন করে দেশকে একটি যুগ উপযোগী দিক-নির্দেশনার কক্ষে ফিরিয়ে আনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব ও পরামর্শ আহ্বান করা হয়েছে। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণের জন্য সুন্দর একটা ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় একটি গণমুখী সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে কিছু পরামর্শ সুপারিশ ও প্রস্তাব পেশ করছি। কক্ষচ্যুৎ জাতিকে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির ধারায় ফিরিয়ে আনতে সংবিধান সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বিবেচিত হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে–

ছক- ১ সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব। সংবিধানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আমাদের সংস্কার প্রস্তাবসমূহ– রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণে করণীয়।

১. সংবিধান গ্রন্থের সূচনায় "উপক্রমণিকা"টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে।

২. ৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনের ধারাটি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ছিল না। এটি বাদ দিতে হবে।

৩. সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। এটার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশে ভাষা দিয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণ করা হয় না। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি নয় বাংলাদেশি হিসেবেই পরিচিত হবে।

৪. ৭ক। ৭খ। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ। এই ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে। ৭ ক ও খ অনুচ্ছেদ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য করা হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্যে স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য করা হয়েছে। এটা আইনের শাসনের পরিপন্থী।

৫. ৮/১। মূলনীতিসমূহ। এই ধারায় সংবিধানের মূলনীতিতে চারটি স্তম্ভের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সব মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

৬. ৯। জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই ৯ ধারা সম্পূর্ণ বাদ যাবে।

৭. **মানবাধিকার সুরক্ষা।** সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকারের ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে নাগরিকের অধিকার ক্ষুন্ন করনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিবর্তন মূলক ও কালো আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের কালো আইনের আরপিও বিধানটি বাতিল করতে বলছি।

১২ দলীয় জোট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রোড নং- ৬৮/এ, বাড়ী নং- ০২, গুলশান-২, ঢাকা।

তারিখঃ

৮. **নির্বাহী বিভাগ**। মাজদার হোসেন রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে আলাদা করনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৯. **আইনসভা**। আইনসভার মেয়াদ ৫ বছর আছে এটাই থাকবে। ৪ বছরে হওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব বা আলোচনা চলছে সেটা আমরা সমর্থন করি না। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হলে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আমরা বিরোধীদল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব জানাচ্ছি।

১০. **বিচার বিভাগ**। প্রযোজ্য নহে।

১১. **সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব**। প্রযোজ্য নহে।

১২. **বর্তমান সংবিধান বিষয়ে ভিন্ন কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুন**। এখানে আমরা ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আমাদের অভিমতে জানাচ্ছি, "স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও দলের অস্তিত্বের প্রশ্নে ফ্লোর ক্রস করা যাবে না। তবে ছোটখাটো দ্বিমত বা যৌক্তিক কারণে স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করা যাবে, এটা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমরা মনে করি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনী রাখা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও ২৪ শে জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে
আন্তরিকভাবে আপনার ---

মোস্তফা জামাল হায়দার
প্রধান
১২ দলীয় জোট

১২ দলীয় জোটের দলসমূহঃ

১. মোস্তফা জামাল হায়দার, জোট প্রধান, ১২ দলীয় জোট।
২. শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট।
৩. সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট।
৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ- ড; মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম
৫. বিকল্পধারা বাংলাদেশ- অধ্যপক নুরুল আমীন বেপারী
৬. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)- রাশেদ প্রধান
৭. লেবার পার্টি- লায়ন মোঃ ফারুক রহমান
৮. কল্যাণ পার্টি- শামসুদ্দিন পারভেজ
৯. ইসলামি ঐক্য জোট বাংলাদেশ- আব্দুল করিম
১০. ইসলামিক পার্টি- আবুল কাশেম
১১. প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (পিএনপি)- ফিরোজ মোঃ লিটন
১২. নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি- মাস্টার এম এ মান্নান

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
Jatiyotabadi Somomona Jote

সূত্র: Date: 25.11.2024 তারিখ:

To
Chief
Constitution Reform Commission
Dhaka, Bangladesh

Best Regards! Here are some potential points of reform for the Constitution of Bangladesh by Jatiyatabadi Samamana Jot to ensure a more stable, progressive, and democratic governance structure:

1. Develop a clear mechanism for free, fair and credible elections adding the neutral caretaker government provision with independent, nonpartisan election commission.

2. Executive powers of the President, Prime Minister and Cabinet should be balanced and also decentralize the power of the central government by empowering local government bodies with more autonomy, resources and responsibilities.

3. Introduce term limits for key official positions of the State including the Prime Minister to prevent monopolization of power and no individual shall be allowed to hold the post of the 'Prime Minister' consecutively for more than two terms.

4. Post-retirement participation in elections by government officials within 05 years after retirement should be declared illegal.

5. Enhance judicial independence by removing political influence over judicial appointments and operations, assurance of a transparent and merit-based judicial appointment process through establishing an independent secretariat for the judiciary

6. Reform article 70 of the Constitution saving the power of the members of parliament to vote against political party in making foreign treaties, bringing changes in existing laws, amendment of constitution etc.

7. Reform parliamentary procedures to enhance transparency, encourage meaningful debate and hold members accountable for their actions and decisions by abolishing the unconstitutional and contentious provisions of the constitution.

প্রধান কার্যালয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, ই-মেইল: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, Phone: 01715-627288, E-mail: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
Jatiyotabadi Somomona Jote

সূত্রঃ

তারিখঃ 25/11/2024

8. Guarantee stronger constitutional safeguards for freedom of speech, press, thoughts and assembly while preventing misuse of laws like the Digital Security Act.

9. Introduce proportional representation in the government through free-fair election system under the supervision of a neutral caretaker government to ensure that every political party has a voice over the ruling party.

10. Ensure constitutional protections for ethnic, religious and linguistic minorities with special provisions for representation and participation in government with the distinctive characteristics between nationality and nationalism.

11. Clearly define the process for judicial review of laws and provide a transparent mechanism for constitutional amendments with input from the public subject to addition of referendum provisions to use it when necessary.

12. Enhance the protection of fundamental rights in alignment with international human rights standards and mechanisms to redress violations effectively.

13. Include explicit provisions on environmental protection and sustainable development to redress climate change and natural disasters.

14. Establish a nonpartisan and merit-based civil service system with clear constitutional provisions to prevent political interference with a clear restriction in the participation of the ones holding the office of profit of the State in local and national election.

15. Guarantee of the establishment of ombudsman under article 77 by the government of the country.

These reforms aim to address systemic issues in good governance, improve transparency, promote inclusivity and create a foundation for sustainable progress in Bangladesh.

25/11/2024

Dr. Farhuzzaman Farhad
Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh
Co-ordinator, Jatiyatabadi Samamana Jot
Chairman, National People's Party (NPP)
Phone: 01715627288
Email: zamanfarhad62@gmail.com

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কমিশনের নিকট পাঠানো রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাব

বরাবর

মাননীয় আহ্বায়ক
সংবিধান সংস্কার কমিটি (ড: অধ্যাপক আলী রিয়াজ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্রের সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাবনা পেশ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী "বাংলাদেশ কল্যাণে রাষ্ট্র" রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাব সংযুক্ত করে সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

আপনার একান্ত

প্রফেসর সৈয়দা সুলতানা সালমা 22/11/2024
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী
সমন্বয়ক
বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৯৩০৫০৪০৩০

সংযুক্তঃ পেনড্রাইভ।

পরম করুণাময় আল্লাহপাকের নামে শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ।
প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী সমন্বয়ক। বাঙলাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র।
দলের নাম ---- **বাঙলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র।**
দলের দশন –* রাজনীতি হবে সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সমাজ সেবা। সমাজ সেবার জন্য ক্ষমতায়ন। * জনসংখ্যা অনুপাতে বাঙলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বিচার (অন্যায় ও বৈষম্য মুক্তি) নিশ্চিত করণ।
রাষ্ট্র পতি ও প্রধানমন্ত্রির ক্ষমতার কল্যাণকর ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

সংবিধান পুনলিখন কতৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রথম আবেদন --
People's Republic of Bangladesh
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, এর পুনলিখন হতে পারে

১. বাংলা এর সঠিক বানান ' বাঙলা ' পুনলিখন,
২. দেশের নাম ' বাঙলাদেশ ' পুনলিখন (এতে সময় ও শ্রম বাঁচবে।
৩. সরকারের নাম 'বাঙলাদেশ সরকার '।
৪. জাতিয়াতা -- বাঙলাদেশি (সংখ্যালঘু ও উপজাতিসহ বাঙলাদেশের সব নাগরিকরাই একত্ব মনস্তাত্বিক চেতনায় মোটিভেট)।
৫. সংখ্যা আনুপাতিক ভোট চাই না।কারণ এতে উন্নয়ন কমসূচি বাস্তবায়ন হবে না।বার বার উন্নয়ন কমসূচি বদলে যাবে। কোন কোয়ালিশন সরকার বেশি দিন
স্থায়ী হয় না।
৬. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সময়ের দাবী। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দূর ও সব বিভাগে সমান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা
সৃষ্টির জন্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ খুব দরকার।
রাজধানী ঢাকায় সারা দেশবাসিকে যদি রোজ আসতে হয় ; তাতে অনেক সময়, টাকা ও কষ্ট লাগবে ।
৬. ১. ঢাকা রাজধানীতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চ কক্ষে সরকার পরিচালনায় সহায়ক বিষয় বিশেষ গেনিরা থাকবেন। তাদেরকে সিনেটর বলা হবে। তাঁরা সাংসদের সমান মর্যাদা
পাবেন এবং সন্মানি, টি,এ,ডি, এ পাবেন। প্রধানমন্ত্রির অধিনে মন্ত্রি বগ থাকবেন।
৬. ২. বিদ্যমান বিভাগে আনচলিক সরকার মুখ্যমন্ত্রি ও মন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত হবে।
প্রশাসন --- ঢাকায় মন্ত্রি পরিষদ সচিবালয়, মন্ত্রানালয়ে সচিবালয় ইত্যাদি থাকবে।
আনচলিক সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও অনন্য মন্ত্রীর মন্ত্রনালয় থাকবে। বিভাগিয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদে প্রশাসন থাকবে। সংসদ সদস্য সংখ্যা বিভাগের জনসংখ্যা অনুপাতে হবে।

সংসদ সদস্যরা শুধু আইন প্রনয়ন ও সেই আইন, নীতি ও উন্নয়ন সহায়ক আচরণ করতে নিজ
নিজ পরিবার এলাকায় প্রচার চালাতে বাধ্য থাকিবেন। নৈতিকতা উন্নয়নে চেষ্টা করবেন। আইনের শাসন প্রতিষ্টা করতে চেষ্টা করবেন।

১২/১১/২০২৪

সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের আইন, নীতি প্রনয়ন ও সেই গুলো নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করার সাথে শিশু,কিশোর কিশোরী ও পরিবারের মনোজগত - শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে।
নারী ও পুরুষ সব সংসদ সদস্যদের পেশা জীবন জীবিকা জনতার কাছে স্বচ্ছ হতে হবে। সংসদ হবার আগে ওপরে কোন ব্যাংক থেকে (বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিল ভুক্ত ও অন্য অন্য ব্যাংক থেকে) ঋণ নিতে পারবেন না।তাদের সন্তান ও নিকট আত্মীয় ব্যাংক ঋণ খেলাফি হতে পারবেন না। রাজনীতির মাধ্যমে কোন দেশিয় ও বিদেশি ব্যবসা করতে পারবেন না।
সাংসদ ও পরিবারের সদস্যরা দুইটি বেশি সন্তান নিতে পারবেন না।
আমরা ইনশাআল্লাহ রাজনীতিকে জনসেবার করার সুযোগ হিসেবে নিয়ে সামগিক সত্যিকারের (অন্যায় - বৈষম্য মুক্ত) কল্যাণ রাষ্ট্র ছাত্র ছাত্রী জনতাকে উপহার দিতে চেষ্টা করবো । সুম্মা আমিন।

কল্যাণকর রাজনীতি

(Political Welfare.)

রাজনীতি ও সামাজিক কল্যাণের মূল লক্ষ্য হলো অধিকার, কতব্য এবং সামগ্রিক উন্নয়ন সহায়ক আচরণ, নীতি ও আইনের শাসন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলো প্রাতিষ্টানিকরণ হয় নাই। গত ৫৩ বছরে রাজনীতিবিদের দূরদৃষ্টির অভাব, অগগতা,পারিবারতন্ত্র ও গোষ্ঠীর স্বাথকে দেশের সামগ্রিক সত্যিকারের কল্যাণের উপর স্থান দেয়ার দৃস্টিকটু প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এ অবস্থার বিভিন্ন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্টানগুলো প্রতিটি বাংলাদেশির মৌলিক চাহিদা, অধিকার, মানবাধিকার ও ধম পালনের অধিকার পূরণ করতে ব্যথ হচ্ছ। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে নাগরিকদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, সে সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয় নাই।তাই
১ম, উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা অথাৎ খাদ্য, পোশাক, ঘর,শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
২য়. শ্বাশত কল্যানকর মনোজগতের ভিত্তির জন্য ধমিয় ও নৈতিকতার উপর জোর দেয়া। প্রতিটি নাগরিকের মনোজগত স্বচ্ছ ও কল্যানকামি হওয়ার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে।
৩য়. জাতি সংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের চার কোটি সতেরো লক্ষ দরিদ্র জনগণকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কমসূচি গ্রহনের চেষ্টা করা হবে।
৪থ . ইনশাআল্লাহ আত্ম কমস্থান, সামাজিক ব্যবসা সম্প্রসারণ ও অনন্যা খাতে চাকরি সুযোগের চেষ্টা প্রথমেই করা হবে।
৫ম. স্থানীয় সরকারকে সময়োপযোগি ও উন্নত করা হবে।
পথকলির সাত কাহন
'পথকলি 'শব্দটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ প্রথম ব্যবহার করেন। বিগত বছরগুলোতে সঠিক যেকোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বাঙলাদেশকে যুগোপযোগি করে আমাদের প্রজন্মকে পথ দেখাতে হবে। অবশ্য জনাব এরশাদ এদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কমসূচি নেননি এবং কোন কমসূচি এখনোও নেই।
প্রথমত এদেরকে খুঁজে , তারদের সাথে ভাব করতে হবে।

১২/১১/২০২৪

জমিদার জমিদার জমিদার আর আমরা, সবদায় তাদের প্রজা প্রজা প্রজা। মনে করে দেবার গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ!!!।

সময় -- নদীর স্রোত, গেন বিগগানের আবিষ্কার কোন দিন বসে থাকে না কারোর জন্য । আমাদের সোনামনিরা প্রতিদিন প্রতিবেলায় অভুক্ত, রোদ বৃষ্টিতে ভিজে, কংকাল সারদেহটায় বড় রোগে ডাক্তার বলে ; ঢাকায় না গেলে হবে না নিস্তার। ১৮ কোটি হতভাগ্য মানুষদের একটাই মাত্র নিস্তারের জায়গা ছিন্নমতি ঢাকা শহর !!!। ১৮ কোটি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য জন্মের আগে থেকেই সেনাবাহিনীর মস্ত বড়ো অফিসার সুযোগে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর রাজকুমার সন্তানরা; হাওয়া ভবনে বসে বসে উপছে পরা খাবার, পোশাক, এসি ঘরে বসে আছে। দেশটা উদ্ধারের নামে হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি শেষে সপরিবারে বিশ্বের সবথেকে কল্যাণরাষ্ট্র বৃটেনে বসে আছে। বৃটেনে সৈন্য সামন্ত সমেত রাজপ্রাসাদে থেকে অভাবি , প্রযুক্তি নিরক্ষর জনতাকে মাঠে রোদ্রের মাঝে বসিয়ে ; দু হাতে ভোট ভিক্ষার তামাসা নাটক করে।

বঙ্গবন্ধু যৌবনের ১৪ টি বছর জেলে থেকে, ২৪ বছর সংগ্রামি চেতনায় মোটিভেট বাঙালিকে সক্ষম করেছিলেন।" মহান ১৬ ই ডিসেম্বর "পাক হানাদার বাহিনীরদের থেকে ছিনিয়ে আনতে।

কিন্তু ঐ যে খারাপ লোভিরা সুন্দর বনের বাঘের পিঠে বসে বসে আজীবন শুধুই নিজের সুখ খুঁজে।।১৮ কোটি ছাত্র ছাত্রী তরুণতরুণী জনতা অশিক্ষিত, চেতনহিন, শহিদের রক্ত --- আহত নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের আতনাদে রং বেরং ফাঁকা কথা কপছাতে লজ্জিত হন না তাঁরা। চামচারা দেশ বিদেশে নিরাপদে বসে বলে ; খালেদা জিয়া ,তারেক জিয়ার এস, এস, সি /বি এ ফেল নাকি দেশ পরিচালনা জন্য ক্ষতিকর না। ছিঃ ছিঃ !!!! । তত্ত্ব -- তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের সুফল, অভুক্ত বেকার ছাত্র ছাত্রী জনতা ও রাজনৈতিক কমিদের জন্য যুগোপযোগী করা দরকার । শিক্ষিত,দাশনিক, সৎ, কমঠ

ছেলে মেয়েদেরকে নেতৃত্ব দিতে সুযোগ দিতে হবেই হবে। সামগ্রিক সত্যিকারের কল্যাণ কামি, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার চছা কারি কৃষকের সন্তান, শিক্ষকরা কেন প্রধান নির্বাহী

প্রধান মন্ত্রী / প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না?????

বিগত ৫৩ বছরে ক্ষমতা থেকে - বিরোধী দলের সুযোগ সুবিধায় ; ভুলের মাঝে ও যুগোপযোগি ঠিক। Systems processes ও programs করেছিলেন। আমাদের জাতীয় দুভাগ্য যে, এগুলোর দিঘ মেয়াদে বাস্তবায়ন রাজনৈতিক নেতারাই করেন নাই। নিজের নিজ দলের অবৈধ কালো টাকা

রোজগার ও পরিবার তন্ত্র বহাল রাখার পথটা আমাদের ছাত্র ছাত্রী, তরুণ তরুণী ও জনতাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে লোভি, নিষ্টুর, অনৈতিক অ ধামিক একটি বড় গোষ্ঠি সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অন্যায় বৈষম্য মুক্তির চেতনা, মেজর জিয়ার স্বেচ্ছাশ্রমে খাল, বিল,পুকুর ও নদী খনন, নৈতিকতায় খারাপ ও দুবল কিন্তু অত্যান্ত দূরদৃষ্টির নিবাহী প্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিচার বিভাগসহ উপজেলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক/ বিভাগিয় সরকার পুনরায় চালু করা অতি সহজে সম্ভব। বতমান ৫৩ বছরের অকাযকর ব্যথ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে Re arrane করলেই হবে।

বতমান জাতীয় সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিবেশন ও শেখ হাসিনার /প্রধানমন্ত্রির কাযালয়ে বিভাগ সরকারের অধিবেশনে বসবে।

২২/১১/২০০৪

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিকক্ষ -- উচ্চ কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষগগো ২০ জন সিনেটর এবং নিম্নকক্ষে প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রী বগ থাকবেন। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে মানুষের হাতের কাছে সব সেবা থাকবে বিধায় খালেদা /হাসিনার মতো এত মন্ত্রানালয় ও মন্ত্রী ও দরকার নাই। যেমন কৃষি, মৎস্য ও গবাদিপশু এক মন্ত্রানালয়ে কাজ হতে পারে।বতমানের অন্তবতি সরকার মাত্র। ১৭ টি মন্ত্রানালয়ে ১৭ জন উপদেষ্টা দিয়ে সারা বাঙলাদেশ পরিচালনা করছেন। সংস্কার শেষে আরো কম টাকায় সরকার চলবে। উদ্বৃত্ত অথেবেকার সমস্যা, ন্যায সমতা ও ময়দাসহ প্রতিটি নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। দুনীতি মূলোৎপাটনের জন্য ছাত্রছাত্রী জনতার সামনে পেশা, জীবন জীবিকায় স্বচ্ছ রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বে সবার আগে দরকার । এ জন্যই আমাদের " বাঙলাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র " রাজনীতিকে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার --- উন্নয়ন সহায়ক জনসেবা সমাজসেবার পবিত্র কাজ মনে করি। জনসেবা/সমাজ সেবার জন্য যোগ্য গণতান্ত্রিক ভাবে নিবাচিত মানুষকে ক্ষমতায়িত করা হবে। যারা ব্যাংক লোন নেন নাই এবং আমাদের দলে এসে দেশে বিদেশে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের ব্যবসা বানিজ্য করতে পারবেন না। নতুন করে ব্যাংক লোন নিতে পারবেন না। পরিবারের সদস্যরা ঋণ খেলাফি হতে পারবেনা। দেশে আইনের শাসন ব্যবস্থা জন্য নিজ, পরিবারের সদস্যদেরকে আগে আইনের আওতায় আসতে হবে। নারী কোটা ও সব সাংসদরা জনসংখ্যা নীতির শ্লোগান " ছেলে হউক মেয়ে হউক দুটি সন্তানই যথেষ্ট, একটি হলে আরো ভালো " প্রচার করে সব শ্রেণির মানুষকে মোটিভেট করতে হবে। সাংসদের ও দুটির বেশি সন্তান হবে না। সাংসদরা আইন প্রনয়ন ও তা নিজ নিজ এলাকায় , আগের সব আইন কানুন নীতি ও কমসূচির বিবরণ -- বিশ্লেষণ করে সমাজে আইন -- শান্তি শৃঙ্খলার আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন।সমাজের সবাইকে নিয়ে স্বেচ্ছা শ্রমে খাল,বিল,পুকুর ও নদী খনন, সামাজিক মনস্তাত্বিক উন্নয়নে সময়, শ্রম,মেধা অভিজ্ঞতা দান করবেন।

আমাদেরকে ; আমাদের জীবন + সন্তানদের জীবন + নাতি নাতনিদের জীবন + নাতি নাতনিদের সন্তানের জীবন জীবিকার অন্বেষনে চেষ্টায় ৩০০ (তিন শত) বছরের জন্য দেশটা সাজাতে হবে।

সাজাতে হবে সবুজে শষ্য শ্যামলায়, ফুল ফলে বিশ্বপল্লি বাঙলাদেশের মা জননিকে। তাই প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ আজই দরকার। বিভাগীয় সরকার বিভাগ ও বিভাগে বিদ্যমান প্রশাসনের দালান,ঘর বাড়ি, চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, গাড়ি ঘোড়া দিয়েই মুখ্য মন্ত্রির সংসদ ভবন, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, প্রয়োজনীয় সমন্বিত সীমিত মন্ত্রনালয়,মন্ত্রী, সচিব বগ সমন্বয়ে অতি জরুরি বিভাগিয়/আঞ্চলিক সরকার গঠিত হবে । এর জন্য কোন বাড়তি অর্থ, মন্ত্রণালয়,সচিব বা জাতিগঠনের বিভাগ - কমসূচির দরকার হবে না। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে প্রায় সব উপজেলা পরিষদ, বিভাগের অফিসাররা সকালে যাত্রা করে দেড় -- দুই ঘন্টায় বিভাগ/ আঞ্চলিক সরকার অফিসে কাজ করতে পারবেন। জেলা অফিসের দরকার নেই। বিচার বিভাগসহ উপজেলা পরিষদ , যেখানে উপজেলার প্রতিটি মানুষ/নাগরিক প্রত্যক্ষ অথাৎ সরাসরি ভোট দিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান হবেন।

এরশাদের আমলের নিয়ম নীতি অনুযায়ী উপজেলা সরকার পরিচালিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং এখনকার নিয়মে চলতে পারে। প্রতিটি মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য অবশ্যই গ্রাম সরকারও অধিকাংশের মতামতের কল্যাণ, মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার চালু করতে হবে । স্কুল , কলেজ ও বিশবিদ্যালয়ে

১২/১১/২০০২

ভালো করে পড়াশোনা না করে ;লেখক বা রং বেরং ফাঁকা বুলি কপচিয়ে অন্তঃসার শূন্য বক্তায় শুধু হওয়া যায়। তাই খালেদা জিয়া শত শত কোটি টাকা দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে লুট করার জন্য নিজ দলের একজন মন্ত্রীকে মোবাইল ফোনের মনোপলি ব্যবসা দেন।ফলে তখন দেশবাসি কমপক্ষে এক লাখ /দেড় লাখ টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন কিনতে বাধ্য হন। বিনা খরচে সাব মেরিন ক্যাবল সারা পৃথিবীর মানুষ যখন নিয়েছে তখন মূখ্য খালেদা তারেক জিয়ারা যদু ভয়ে কুঁকড়ে সেই সুযোগ সুবিধা থেকে প্রিয় বাঙলাদেশেকে বঞ্চিত করে হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। তাই এমন অযোগ্য রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে কোন আলোচনায় নাই। আমরা জঘন্য খারাপ শেখ হাসিনা ও তাঁর সংগি সাথিদের বিচার চাই। প্রিয় দেশ সব খারাপ রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের শোষণ উৎপীড়ন মুক্ত হউক। সব ভালো রাজনীতি,নেতা বিশেষ করে

কর্মীদের জন্য নিরন্তর দোয়া ও শুভকামনা। " বাঙলাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র "মহান ১ মুক্তিযোদ্ধ ও ৩৬ জুলাই আগস্ট ২০২৪ বিপ্লব মুক্তি যোদ্ধের চেতনায় বলিয়ান স্বতন্ত্র অনন্য রাজনৈতিক দল। এর নৈতিকতা শক্তি, আদশ,দশনে সব বাঙলাদেশি ইনশাআল্লাহ নতুন ভাবে বাঁচতে সক্ষম হবেন। ৩৬ জুলাই আগস্ট "২০২৪ এর আত্মা দান সফল করতে হবে হবেই। হে আবু সাঈদ , মুগ্ধ ও অন্য সবাইতো শুনে ছিলে যে, তোমাদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না সবার অংগিকার । অংগিকার পালনে বাঙলাদেশিরা সদায় সফল। অতএব ইনশাআল্লাহ সব শহিদের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে -++++।

আর আমি যুগ যুগ ধরে খাঁচায় বন্ধি অচিন পাখি, আমার নিরাপত্তার নাকি বড়ই কেবল অভাব। তাই এখন আমি আয়না ঘরে বন্দী। প্রিয় ছাত্র ছাত্রী, তরুণ তরুণী ও জনতার মাঝে সবসময় থাকি। তোমাদের মতো হতে পেরে, তোমাদেরকে বলি, কায়েমি গোষ্ঠী থেকে মুক্তির আমার পথটা দাও দেখিয়ে। বঞ্চিত, নিযাতিত ও শোষিতদের জয়, সহজ সরল ও সঠিক স্বত স্রোত ধারা।

মো. মো. ...
১৮/১১/২০২

কাফন সাদা রং সবারটা এক

আমি সাদা কাফনে সবার মতোই
সেজে গুজে বাঁশের খাছায় শুয়ে ভাবছি,
চলেছি প্রিয়জনদের কাদের উপর।
সবার অন্তহিন ব্যাকুল মোনাজাত ও
সবোচ্চ শুভ কামনায় ভেসে ভেসে।
পরম করুণাময় আল্লাহপাক ৭ টি দোজখ
কিন্তু ৮ টি বেহেশত সৃষ্টি করে, আমাদেরকে
আগাম দিয়েছেন যে ঠিক পথের সন্ধান ।
যুগ যুগান্তে অপরিসীম সৌভাগ্যের নবী
রাসুল (সাঃ)। তাঁদের দেখানো পথে
না হেটে কেন
কোটি কোটি টাকা নিজের করার
ভুল কাজ। ভুল সবই ভুল করে, যে জন্যে
যাদের জন্যে ; তারাতো একাল - পরকালে
হবে না আমাদের যামিনদার।

সব শেষে পোশাকটার রং টা তো সবার এক।
ঘরটাও তো সাড়ে ৩ (তিন) হাত মাটির !!।
ভাবছি খাটিয়ে শুয়ে, আবারতো হবে না
সুযোগ ভুল ঠিক করার।
তাই যখন যেমন থাকি,যেথায় থাকি
সহজ সরল সঠিক পথটায় যেন হাটি ;
নিরবধি --- নিরন্তর সুখ স্বগ সহসাথি।

নিবন্ধন নং- ০৩৮

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

খেলাফত মজলিস
KHELAFAT MAJLIS

কেন্দ্রীয় কার্যালয় :১৬, বিজয়নগর (৫ম তলা) ঢাকা- ১০০০, ফোন : ০২-৪৯৩৫৪৩২১, web: www.khelafat-majlis.org
Central Office : 16, Bijoynagar (4th Floor), Dhaka-1000 Phone : 02-49354321, e-mail: khelafatmajlis@gmail.com

২৫ নভেম্বর ২০২৪

বরাবর,
কমিশন প্রধান,
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: সংবিধান সংস্কার বিষয়ে খেলাফত মজলিসের প্রস্তাবনা প্রসঙ্গ।

জনাব,
খেলাফত মজলিস (নিবন্ধন নং- ০৩৮) এর পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সংস্কার প্রস্তাবনা পেশ করছি:

ক্রমিক	অনুচ্ছেদ/ উপ-অনুচ্ছেদ	বর্তমান শব্দ/বাক্য	সংস্কার প্রস্তাবনা
১	প্রস্তাবনা	আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;	আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম **গণজনতান্ত্রিক** বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;
২	প্রস্তাবনা (নতুন)		**আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটাইয়া [বৈষম্যহীন সমাজ- রাষ্ট্র গঠনের জন্য ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে] গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;**
৩	প্রস্তাবনা	[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;]	[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এবং শোষণ-জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত আদর্শ - সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;]
৪	প্রস্তাবনা	আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং	আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হবে এমন এক শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

		রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;	
৫	প্রস্তাবনা	আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;	আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির **ন্যায়সঙ্গত** আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;
৬	প্রথম ভাগ জনতন্ত্র	প্রজাতন্ত্র	**'জনতন্ত্র'** দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।
৭	জনতন্ত্র	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম **রাষ্ট্র**, যাহা **গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ** নামে পরিচিত হইবে।
৮	২ক রাষ্ট্রধর্ম	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন]	১.জনতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র **স্বীয়মর্যাদা** ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে] ২.**সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. এর মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।** [সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে।]
৯	৪ক জাতির পিতার প্রতিকৃতি		**এই অনুচ্ছেদ রহিত হইবে।**
১০	অনুচ্ছেদ ৬ঃ নাগরিকত্ব	(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।	(২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। তারা বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালী জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমুহ এবং বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত অন্যভাষাভাষি জনগোষ্ঠি নিয়ে গঠিত হবে।
১১	অনুচ্ছেদ ৭ঃ সংবিধানের প্রাধান্য		'**(৩) দেশের ৯২% ভাগ মানুষের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তি কুরআন সুন্নাহর অকাট্য বিধান বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না।**' এই দফাটি যোগ করতে হবে।
১২	'অনুচ্ছেদ ৭কঃ		৭কঃ 'সংবিধান বাতিল, স্থগিত অপরাধ' এই অনুচ্ছেদটি **বিলোপ** করতে হবে।
১৩	'অনুচ্ছেদ ৭খঃ		'অনুচ্ছেদ ৭খঃ 'সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য'- এই অনুচ্ছেদটি **বিলোপ** করতে হবে।
১৪	দ্বিতীয় ভাগ 'অনুচ্ছেদ ৮(১) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৮। [(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।]	'অনুচ্ছেদ ৮ঃ (১) **আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস**, জনগণের **সক্রিয় অংশীদারিত্ব ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে জনপ্রধিনিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণ- এই নীতিসমুহ এবং তৎসহ এই নীতিসমুহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে**' (এগুলো সংযোজন করতে হবে।)
১৫	অনুচ্ছেদ ১০-	১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও	অনুচ্ছেদ ১০-এই অনুচ্ছেদের বদলে **"শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা**

	বৈষম্য ও শোষণমুক্তি	সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।]	**কায়েমের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে"**– প্রতিস্থাপন করতে হবে।
১৬	অনুচ্ছেদ ১০- সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি	[১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।]	[১০। মানুষের উপর হইতে মানুষের শোষণ বিলোপ করা হইবে এবং শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারসাম্যপূণ ও ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইসলামী অর্থনীতি হবে এই অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।]
১৭	অনুচ্ছেদ ১২- "ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা	[১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।]	**ক. রাষ্ট্রের সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে।** **খ. ধর্মীয়, ভাষাগত ও বর্ণগত যাবতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং বৈষম্য পরিহার করতে হবে।** **গ. কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।"** এই অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে।
১৮	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: ১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	১৭। রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	১৭। রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য (ঘ) সকল নাগরিককে দেশানুবোধ ও সুনীতিবান হিসেবে গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
১৯	অনুচ্ছেদ ২৫: আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন		২৫. এর ক, খ, গ এর সাথে এই দফাটি সংযোজন করা হবে। '(ঘ) মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসাবে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও উম্মাহর ঐক্যের উপর জোর দেয়া হবে।'
২০	নতুন অনুচ্ছেদ ২৬		অনুচ্ছেদ ২৬ হিসাবে সংযোজন হবেঃ **'প্রস্তাবনা, মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংশোধন করতে হলে প্রথমে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হতে হবে এবং তারপর সংশোধনীটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে।'** নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করতে হবে– "জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেফারেন্ডাম, রিকল ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে।"
২১	চতুর্থ বিভাগ ৪৮। রাষ্ট্রপতি		৪৮ঃ রাষ্ট্রপতি (নিম্নোক্ত দফা যোগ হবে)ঃ (১) দেশের কোন প্রথিতযশা (আইন অনুসারে যোগ্য) নাগরিক জাতীয় সংসদের উভয়কক্ষের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। তবে তিনি দু'মেয়াদের বেশী সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন না। (৩) রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট কোন ব্যক্তিকে **প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ** দেবেন। তাছাড়া তিনি আইন অনুযায়ী **প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ**

			দেবেন। তিনি আইন অনুযায়ী **মহা হিসাব নিরীক্ষক, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল** ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে **নিয়োগ** দিবেন। তিনি আইন অনুযায়ী **তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ** দেবেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন। (৪) রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের সুবিধার্থে রাষ্ট্রপতির একটি সচিবালয় থাকবে।
২২	৪৯। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার	৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে এই অধিকার কেবল ঐ সব ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক মামলায় রাষ্ট্র জয়লাভ করিবে। **তবে কোন নাগরিককে হত্যার দায়ে উপযুক্ত নাগরিক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক কেউ দণ্ডিত হইলে** ন্যায়ের দাবি পূরণার্থে **রাষ্ট্রপতি এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া নাগরিক অধিকার খর্ব করিবেন না। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদী কর্তৃক মার্জনার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহার মার্জনার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।**
২৩	**২য় পরিচ্ছেদ– প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিসভা** অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮		প্রধানমন্ত্রি ও তার মন্ত্রিসভা বিষয়ে বর্তমান অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নোক্তরূপে পুনর্লিখিত হবেঃ অনুচ্ছেদ ৫৫. প্রধানমন্ত্রিঃ জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। **৫৬.কার্যকালঃ তিনি পরপর দু'মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রি থাকবেন না।** ৫৭. প্রধানমন্ত্রি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তার কাজের জন্য জাতীয় সংসদে দায়ী থাকবেন। ৫৮. তিনি তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ দেবেন। **নির্বাচিত সংসদ সদস্যেও বাইর থেকে মন্ত্রিসভার এক পঞ্চমাংশ সংখ্যক মন্ত্রি নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহনের পূর্বে জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আস্থাভোট লাভ করতে হবে। কোন মন্ত্রির দায়িত্বপালন সম্পর্কে যদি জাতীয় সংসদে প্রশ্ন বা আপত্তি উঠে তাহলে তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার ব্যাখ্যা দান করবেন। সংসদ যদি তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।**
২৪	**৫৮(১)ঃ নির্বাচনকালীন সরকারঃ**		৫৮(১)ঃ **নির্বাচনকালীন সরকারঃ** অবসান বা অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের জন্য একটি নির্দলীয় সরকার গঠিত হবে। নির্দলীয় সরকারের প্রধান হবেন একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সরকারী দল ও বিরোধী দলের ঐক্যমতে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। তিনি প্রধান উপদেষ্টা নামে পরিচিত হবেন। তিনি একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের রুটিন কাজ করবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিত করবেন।
২৫	**তৃতীয় পরিচ্ছেদ– স্থানীয় শাসন**		**স্থানীয় শাসন** **৫৯ঃ স্থানীয় শাসন–** **২) কার্যাবলী ও দায়িত্ব** **ক) স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা** **খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;** **গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন**

			ঘ) জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান চ) বাজেট প্রণয়ন ও স্থানীয় কর ধার্যকরন। ছ) পরিবেশ সংরক্ষণ
২৬	৬২ঃ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি		৬২ঃ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি ৬২(১) '(ঙ) দেশের সকল সক্ষম নাগরিকদের কপক্ষে এক মেয়াদী সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।' এ দফাটি সংযোজন করতে হবে।
২৭	পঞ্চম ভাগ সংসদ		নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমুহ সংযোজন করা হবেঃ ৬৫ঃ বাংলাদেশে একটি জাতীয় সংসদ থাকবে। এই সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে। নিম্নকক্ষে ৫০০ জন সদস্য থাকবেন (নিম্নকক্ষে প্রতি দু'লক্ষ ভোটার অনুপাতে একজন সংসদ সদস্য থাকবেন।) ৬৭. উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবেন। তাদের কার্যকাল হবে তিন বছর। তারা নিম্নকক্ষে দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন। ৬৮. সরকারী দলের পক্ষ থেকে স্পিকার ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ডিপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।
২৮	৭০. অনুচ্ছেদ সংস্কার		৭০. অনুচ্ছেদ সংস্কার করে নিম্নোক্তভাবে পুনর্লিখন করতে হবেঃ ৭০ ঃ কোন দল হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি আস্থা ভোটের সময় দলের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে তার সংসদ পদ বিলুপ্ত হবে এবং ঐ আসনটি শূন্য বলে ঘোষিত হবে। এবং ঐ সদস্যের ভোট গণনায় ধরা হবে না।
২৯	৭৬. সংসদের স্থায়ী কমিটিসমুহ		(৪) স্থায়ীকমিটির চেয়ারম্যানগণ ও সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন।
৩০	৮০ঃ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি		(২) সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা উচ্চকক্ষে যাবে। উচচ কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। তিনি স্বাক্ষর দান করলে তা আইনে পরিণত হবে।
৩১	৮৭ঃ বাজেট		৮৭(১) আর্থিক বছরঃ ইংরেজী বর্ষই (জানুয়রি- ডিসেম্বর) আর্থিক বছর হিসাবে গণ্য হবে।
৩২	১২৩ঃ নির্বাচন - অনুষ্ঠানের সময়–		(৩) সংসদ-সদস্যের সাধারন নির্বাচনের মেয়াদ অবসান অথবা অন্যকোন কারনে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ নির্বাচনকালে একটি নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে। যে সরকার মূল দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে ও সরকারের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করবে।
৩৩	বিচার বিভাগ		নিম্নোক্তরূপে অনুচ্ছেদগুলো পুনর্লিখন হবেঃ ৯৪ঃ আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জজকোর্ট, উপজেলা কোর্ট নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হবে। ৯৫. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলঃ প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে সুপ্রিম জডিসিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে।নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কাউন্সিলের সদস্য হবেনঃ ১.আইনমন্ত্রি

			২.আপীল বিভাগের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারক: **৩.এটর্নি জেনারেল** **৪.দুজন সংসদ সদস্য– একজন সরকারী দলের আর একজন বিরোধী দলের।** **৫. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারী** **৬. দু'জন এমিকাস কিউরি যারা আপিল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্য থেকে আপিল বিভাগ কর্তৃক মনোনীত মনোনীত হবেন।** ৯৬(১) **জুডিসিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্ব ঃ** তারা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করবেন এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিবেন। ৯৬(২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন। ৯৬(৩) সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কোন বিচার পতিকে আইন অনুযায়ী অভিশংসনের সুপারিশ করতে পারবেন। কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিশংসনের সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি অপসারিত হবেন। ৯৭. জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায় বিচার পৌছাবার জন্যে হাইকোর্টকে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত না করে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে হাইকোর্টের একটি করে বেঞ্চ স্থাপিত হবে। ৯৮ঃ বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং বিচারকগণ স্বাধীনভাবে আইনের মাধ্যমে বিচার করবেন। কোন অবস্থাতেই নির্বাহী বিভাগ কোন স্তরের আদালতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারবে না। এ ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা যদি প্রমানিত হয় তাহলে আপীল বিভাগ তাকে গুরুতর অন্যায় রূপে বিবেচনা করে তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে পারবে।
৩৪	১৪২ঃ সংবিধান সংশোধন ঃ		১৪২ঃ **সংবিধান সংশোধন ঃ** সাধারনভাবে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা যাবে **তবে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ, লক্ষ্য ও মুলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংসদ দ্বারা পাশ হওয়ার পর রেফারেন্ডাম দ্বারা গৃহীত হতে হবে।**
৩৫	অনুচ্ছেদ ১৪৫ক **বিবিধ**		নিম্নোক্ত দফাটি সংযোজন করা হবেঃ **অনুচ্ছেদ ১৪৫ক. বিদেশের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে তা অবিলম্বে জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে। সেখানে তা অনুমোদিত হলেই তা বলবৎ যোগ্য হবে।**

ধন্যবাদান্তে,

(ড. আহমদ আবদুল কাদের)
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস
ফোন: ০১৭১৭৩০৬৮৩১

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

Faith

Unity

Discipline

Date:

Adv. Mohsen Rashid
Acting President
Bangladesh Muslim League
Office: H # 4, R # 1/A, Gulshan-1 Dhaka,
Bangladesh, Phone: +880 1911 344 344
Email: mohsenandassociates@gmail.com

Ref:

14 November, 2024

Prof. Ali Riaz,
Chief Commissioner,
Constitution Reforms Commission,
Block 1, M.P Hostel
Jatiya Sangshad Bhaban,
Sher-e-Bangla Nagar,
Dhaka

Email:crcbd2@legislativediv.gov.bd

Dear Prof. Riaz,

Greetings from Bangladesh Muslim League.

Bangladesh Muslim League is pleased to enclose herewith a proposed outline for Constitutional Reforms. Essentially Bangladesh Muslim League has provided the basic structure for a new Constitution, however, the same can be used for reforming the present Constitution.

Regards

Muhammad Mohsen Rashid

AN OUTLINE FOR CONSTITUTIONAL REFORMS
By Bangladesh Muslim League

Bangladesh Muslim League sends its sincere greetings to the Commission on Constitutional Reforms.

Bangladesh Muslim League is a registered Political Party, bearing registration number 21 with lantern as its symbol. It draws its lineage from 1906 when it was formed in Dhaka by Nawab Sir Salimullah as the All India Muslim League. Since then this Party has existed not only in Bangladesh but also in Pakistan and India. BML has held 26 seats in Bangladesh Parliament.

Muslim League has a proud and rich heritage of producing leaders like Muhammad Ali Jinnah, Liaquat Ali Khan, Khawja Nazimuddin, Shaheed Suharwardy, A.K.Fazlul Huq, Sk. Mujibur Rahman, Fazlul Quader Chowdhury, Tamizuddin Khan, Shah Azizur Rahman, Monem Khan, Khan Sabur Khan , just to name a few.

Muslim League unlike BNP and BAL has never been involved in corruption, nepotism and unfair practices when it was in power. Muslim League also holds the unique record of holding free and fair elections while in power in 1954 and also no charges of rigging were brought by any party in 1962 and 1965 elections.

BANGLADESH MUSLIM LEAGUE IS PLEASED TO PUT FORWARD AN OUTLINE OF PROPOSALS FOR A NEW CONSTITUTION FOR BANGLADESH. IT IS NOT THE DRAFT OF A NEW CONSTITUTION.

PROPOSALS:

EXECUTIVE:

In the wake of our 53 years history we find that the Mujibnagar Government started with a Presidential form of Government, then switched to Parliamentary form again to Presidential and then back to Parliamentary form of Government and none of it worked for various reasons:

Therefore, **BML proposes for a semi Presidential form of Government**, something like the French, where a President and a Vice President as running mate (American) will be directly elected by the people on the basis of adult franchise. The President will share power with the Parliament. We think that this power sharing mechanism will create a balance between the Parliament and the President.

The President shall be the Chief Executive of the Republic.

The President will appoint Judges to the Supreme Court, Election Commission, Auditor and Comptroller General, Attorney General, Anti-Corruption Commission, Public Service Commission, and appoint and fill positions to all other Constitutional offices, Defense Chiefs, Prime Minister on the basis of his or her election by the Parliament, through secret ballot.

The appointment of the Cabinet will be done by the President in consultation with the Prime Minister, however, the Ministers for Foreign Affairs, Defense will be nominated by and appointed exclusively by the President, who may or may not be Members of Parliament. Upto twenty percent members of the Cabinet may be appointed from outside the Parliament, which we call technocrat Ministers (now it is 10%).

The President will have the power to dissolve Parliament, if, a petition signed by a majority of Members is received by the President but after such verification as the President thinks fit and proper in a given circumstance or if the Prime Minister advises the President in writing under her hand to dissolve Parliament. All Ministers appointed to the Cabinet shall be under a Warrant signed and sealed by the President.

The Vice President will be the Chairman of the Senate/Upper House.

If the President dies or is incapacitated the Vice President shall be the President and will complete the term, if both are incapacitated the Speaker will act as the President until the President is elected.

President will have a term of 6 years and will be eligible to be elected for a second term. Only two terms.

No person will be the Prime Minister for more than two terms. Term here would mean the existence of Parliament, that is, if the Parliament is dissolved earlier than the expiry of its term than it would mean that the person who held the office has completed one term and will be eligible for another term as PM.

The Prime Minister will be responsible for the running of the government with the aid, help and assistance of the Cabinet. If any dispute arises within the Cabinet, the Prime Minister will refer the same to the President who after hearing the Prime Minister and the Cabinet will resolve it and his decision shall be final and cannot be questioned in any Court including the Supreme Court.

The Prime Minister will forward all decisions of the Cabinet to the President for his approval and if the President has any objection he will sit with the relevant Minister and resolve it after consultation with the Prime Minister. If it cannot be resolved then the decision and the

objection will be sent to both houses of Parliament for a vote on the issue. The Minister concerned shall move the motion for a vote in both houses.

The Cabinet being an institution under the Constitution, any decision taken by it collectively will be immune from questioning by any authority Constitutional or otherwise as that decision will be deemed to be in Public and national interest. The PM will generally Chair regular Cabinet meetings. Provided however, that the President will also have the power to summon the Cabinet as and when he deems necessary; but shall Chair all such Cabinet meetings in which the budget is to be approved, matters pertaining to national security, foreign affairs, defence are on the agenda. After the dissolution of Parliament, the President will assume all powers of the Prime Minister and form a small Cabinet composed of Senators to run the affairs of the State, till such time that a new Parliament is in place.

FUNDAMENTAL RIGHTS:

Article 29 (3) (b) (c) should be deleted; we do not support any reservations.

Article 30 should be deleted. It is an honour for the country if its citizens are decorated.

Article33 (3) (b) (4) (5) (6) needs to be deleted.

Article 36 Recast the Article as under:

Every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in any place therein and to leave and renter Bangladesh.

Article 37 needs to be recast as under:

Every person shall have the right to assemble and to participate in public meetings and processions peacefully and without arms. Provided however the party concerned shall inform the Police Commissioner in Metropolitan Areas and the Deputy Commissioners and Superintendent of Police of the district concerned at least 10 days prior to the event of their

intention to assemble, hold public meeting or take out a procession so that the Police could make security arrangements and provide alternative routes for traffic. Further provided that such political events shall take place only on weekends and holidays so that the lives of other citizens is not disrupted.

Article 39 (2) should be deleted.

Article 41 (2) should be deleted.

Article 43 delete "subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, public order, public morality or public health". Add (c) subject to any restriction by a Court or a warrant issued by a Court.

Article 47A be deleted.

PARLIAMENT: BICHAMERAL LEGISLATURE

A Lower House called the Jatiyo Sangshad consisting of 400 members elected through adult franchise and an upper house called the Senate consisting of 100 members of which 80% shall be elected through an electoral college and 20% will be nominated from amongst eminent citizens by the President, Prime Minister,Speaker, Chief Justice and the three chiefs of the Armed Forces.The formation of the electoral college and who will nominate how many and the criteria for such nominations shall be put in a Schedule to the Constitution.

We are of the opinion that there would be more sobering effect in legislative work, like debates and voting as the bills will have to be passed by both houses. This would mean that lot of thought and expertise will go into legislative work.

It is proposed that the term of Jatiyo Sangshad be 4 years and that the Senate will not be dissolved but the Senators will retire on rotational basis, every three years but can offer themselves for reelection twice only.

Those who are elected to either house shall involve themselves only in legislative work and will not involve themselves with the local government or be part of any schools, colleges or madrassah. The Members of parliament and Senators will be responsible for the accountability of the Executive through various Committees.

It is also proposed that unanimous recommendations given to the government by-the Standing Committees of Parliament shall be sent to the Cabinet for consideration and a copy thereof to the President. If the recommendations are not accepted they shall be placed before both houses and a vote taken. The motion for voting will be moved by the Chair of the said Committee. If the motion is accepted the Executive will be bound by such recommendations.

SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE JATIYO SANGSHAD::

The Speaker shall be elected by a secret ballot , but the Deputy Speaker will have to be from the Opposition.

ARTICLE 70:

This Article needs to be abolished.

ARTICLE 83:

Will remain as it is but a proviso as under is required to be added.

Provided herein that no taxation, duties, cess, of any kind or sort can be levied as or under any statutory Rules and Orders by any authority, everything which relates to financial imposition or otherwise shall have to be through a Finance Bill .

Bangladesh Muslim League proposes for four Constitutional Councils.

1. Council of Ulemas:

This Council will essentially advise the Government on all matters related to Islam, give fatwas, instruct the education department and text book board for incorporation of such texts and matters which are related to character building of school going Children. This Council will further approve sermons for Friday prayers alternately dwelling on Huquq Allah and Huquq Al Ibad for the purposes of reforming and creating a just society which embraces all people of all religions , tribes, linguistic minorities. It is proposed that the Chairman of this Council will have the status of Deputy Premier.

2. Council of Minority Affairs:

This Council will be constituted with Hindu Priests, Buddhist Monks and Christian Priests. The Council will monitor and ensure the wellbeing of all minorities. Liase with the government to better the lot of the minorities, give necessary suggestions and ensure the protection of their places of worship. The Council will prepare sermons and educational material that the same create good will amongst all communities, helps in building a cohesive, harmonious relationship amongst all citizens. It will also be responsible to select sites to observe their festivities, organise fairs etc. The Chairman of this Council will have the rank and status of a Minister.

3. Council of Tribals:

This Council shall be composed of representatives of indigenous people or tribes like the Chakmas, Meitei, Khasi, , Santhal, Garo which will be tasked to ensure that the language, culture and customs of all tribes and ethnic groups including their festivals are protected and they can study in their own language upto the primary level. The Council will also be responsible for proposing a curriculum. The purpose of this Council will be to create good amongst all communities so that all can coexist in peace and harmony. Integration between the trials and Bengalis will also be part of their mandate.

4. Council for National Security:

The Council shall be composed of the President, Prime Minister, Speaker, Leader of the Opposition, Chiefs of the Army, Navy and Air force.

This Council will meet in case any security problem or issue arises, to resolve any disputes that may arise or has arisen between the President and the Parliament or the Prime Minister Form a national security policy. The meeting of this Council will be called and Chaired by the President.

JUDICIARY:

PART VI of the current Constitution shall pretty much remain the same.

Except for :

Article 95 (2) which should be substituted as follows;

A person shall be qualified for appointment as a Judge if he is a citizen of Bangladesh and has been in actual unbroken regular practice as an advocate of the Supreme Court for at least 15 years, or has been in actual and active practice in the District and Sessions Court for at least 20 years or has been a judge for 20 years in the subordinate judiciary doing judicial work. Provided further that there will be no quotas but all appointments will be made on the basis of merit.

Article 95 (3) There shall be a Judicial Commission comprising the Chief Justice, senior most pusnie Judge of the Appellate Division, senior most Judge of the High Court Division, the Attorney General, the Minister for Law and President of Supreme Court Bar Association will compile a list of persons suitable for appointment as a Judge of the Supreme Court, shall interview all those on the list and finalize the names for appointment as Judges of the Supreme court and forward it to the President for completing the necessary process of

appointment after necessary verification and report by the National Security Intelligence and Special branch in separately sealed confidential covers to the President. Any adverse report against any person selected for appointment can only be overlooked or overruled by the said Judicial Commission by a majority of the Commission members.

Recast Article 100:

The permanent seat of the Supreme Court shall be in the capital but such number of permanent benches of the High Court Division with registries may be appointed in such places as the Judicial Commission may determine, and if necessary, sessions of the High Court Division may be held in such other place or places as the Chief Justice may, with the approval of President from time to time determine.t.

ARTICLE 102 (1)

THE PERSON FILING A WRIT PETITION MUST BE PERSONALLY AGGRIEVED or Petitions can be filed by registered private Societies or Non-Government Organizations for the benefit of the people at large, save and except, the foregoing no other person can file a Writ as a Public Interest Litigation.

ARTICLE 111 should be recast:

The Law declared by the Appellate Division in an Appeal shall be binding upon the High Court Division and the law declared by either division of the Supreme Court shall be binding on all Courts subordinate to it.

Provided further that any opinion given in Leave Petitions will not be Law, hence not binding upon any Court including the HCD.

ELECTIONS:

1. THE Election Commission shall be appointed by the Council for National Security.
2. There shall be a separate electorate for the Hindus and the tribals. This will give them voice and strengthen the Unity. Today we are a country but not a nation. This separate electorate will make us a nation.
3. Immediately upon declaration of the Schedule for General Elections and Presidential Elections the entire administration will be under the Election Commission. The Election Commission shall have the power of transfers and postings. Any adverse remarks of the Election Commission against any official shall form part of that person's ACR.
4. The Armed forces shall be deployed by the order of the Election Commission in consultation with the three Chiefs and the officers deployed shall have Magisterial powers. The Armed Force shall be deployed in every General Election and Election of the President.

Note: Bangladesh Muslim League opposes any provision in the constitution for a Caretaker interim government as only uncivilized country like Pakistan initiated this process of Caretaker Government since 1985 and it has created much problems for democracy in that country. Bangladesh followed it and we experienced its manipulation by President Yazuddin on instruction from the young turks of a particular Political party..

Bhutan which was transiting to democracy from Monarchy in its wisdom borrowed the provision from Bangladesh.

There is no other democratic country on the face of this earth which has such a provision.

BML is a party which has a proven track record of holding free and fair election while in Power. Therefore, it is totally against such an undemocratic provision. However, if the People are inclined to have a Caretaker system, then we would propose that the Council for National Security name the entire Caretaker Cabinet before the dissolution of Parliament.

ARTICLE 142 AMENDMENT OF THE CONSTITUTION:

Propose that the Constitution can be amended by four – fifths of the total membership of both houses of Parliament and that no amendment can be made until it is approved by 60 percent of the total voters in a referendum.

Muhammad Mohsen Rashid, President Bangladesh Muslim League.

জাতীয় পার্টি

বাড়ী নং-২, রোড নং-৬৮/এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭১১৬৮৮১৩৩, email : mjhaider.delta@yahoo.com

সংবিধান সংস্কারে জাতীয় পার্টির সুপারিশ সমূহ

০১। আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে "ফোর ফাদার ন্যাশন" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে সংবিধানে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে।

০২। 'সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষনা করতে হবে।

০৩। সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

০৪। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে।

০৫। পরপর ০২ মেয়াদের বেশি ০১ ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

০৬। দলীয় প্রধান এবং সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবে না।

০৭। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। দুই মেয়াদের বেশি এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না।

০৮। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদ সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের ভোটার করার নীতিমালা এবং গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুস্পস্ট নির্দেশনা সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে।

০৯। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে।

১০। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখার বিধান রাখতে হবে।

১১। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতিক না থাকার বিধান রাখতে হবে ।

১২। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

১৩। অর্থবিল, বাজেট ছাড়া সকল বিলে, অনাস্থার বিধান রেখে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে।

১৪। প্রবাসীদের ভোট প্রধান এবং দ্বৈত নাগরিক এর প্রার্থী হওয়ার বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫। বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানিক রুপ দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার বিধান রাখতে হবে।

১৬। যে সকল ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে থেকে সংবিধান লংঘন ও দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থি কোন ভূমিকা রাখেন তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার বিধান রাখতে হবে।

১৭। কমিশনের সুপারিশ সমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে।

মোস্তফা জামাল হায়দার
চেয়ারম্যান
মোবাইল : ০১৭১১৬৮৮১৩৩

গণতন্ত্র মুক্তিপাক

তুতিউর রহমান চৌধুরী

প্রগতিশীল গ্রীনপার্টি

লেখক পরিচিতি

কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক তুতিউর রহমান চৌধুরী সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মৃত: ইছরাইল চৌধুরী, মাতা-মৃত আলতাবুন নেছা। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে লেখক তৃতীয়। স্ত্রী খালেদা সিদ্দিকা চৌধুরী, তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। লেখক ছোটবেলায় চলে যান ইংল্যান্ডে। ওখানেই কাটে তার দীর্ঘ সময়। প্রবাসে থাকলেও তার মনটি পড়ে থাকত নিজের দেশ বাংলাদেশে। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে লিখেছেন 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' বইটি। তিনি ভেবেছেন দেশ কীভাবে কোন ফর্মুলায় চললে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ভালো থাকবে, কোন পথে চললে দেশে থাকবে না দুর্নীতি, অরাজকতা, থাকবে না কোনো অন্যায় অত্যাচার, নিরীহ মানুষ থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। মানুষকে ভালোবাসার জন্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা।

তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন। এই বইটি লেখতে বিভিন্ন লেখকের লেখা এবং বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্য নিয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁর 'স্বপ্নকানন', 'শেষ বেলার মাধুরী', 'পথে হলো দেরী', 'স্মৃতিটুকু থাক', 'সাগরিকা', 'মাধবীলতা', 'হৃদয়ের ক্রন্দন' ও 'সন্ধ্যাতারা' নামক একক কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক একদিকে যেমন দেশ ও দেশের রাজনীতি নিয়ে ভাবেন, ঠিক অন্যদিকে তাঁর মন চিরসবুজ তা তার কাব্যগ্রন্থ' পড়েই বোঝা যায় তিনি কতটা রোমান্টিক মনের অধিকারী। 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' বইটি পড়ে দেশের মানুষ যদি মনে করেন লেখক ঠিকই লিখেছেন এবং এই নিয়মেই দেশ চললে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ভালো থাকবে, শান্তিতে থাকবে, তবেই লেখকের লেখা স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি। সম্মানিত পাঠক ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলেই আমি আশা করি।

অবশেষে লেখকের সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু এবং তার পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি।

-প্রকাশক

গণতন্ত্র মুক্তিপাক

তুতিউর রহমান চৌধুরী

প্রগতিশীল গ্রীন পার্টি

ভূমিকা

আমি কবি বা লেখক নই। কিন্তু মনের মধ্যে দেশপ্রেম থাকায় বিদেশে বড় হয়েও দেশের মায়ামমতা, নারীর টানে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে মানুষের ভালোবাসার বোধে এই 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ডে ছোটবেলা থেকে বসবাস করায় সে দেশের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, আচার-আচারণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। যখন ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করে এতে আমার হৃদয় দেশের তরে গণতন্ত্রের পক্ষে আকৃষ্ট হয়ে উঠে। ২৫ মার্চ সকালে সংবাদপত্রে দেখি বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়। ২৬ মার্চ ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বয়স অল্প থাকায় যুদ্ধে অংশ নিতে পারিনি। ১৯৭১ সালে দেশের মানুষ যুদ্ধ করে গণতন্ত্রের জন্য। দেশের কীর্তিমনারা ও খ্যাতিমান মানুষ প্রাণ দিল মা-বোন ইজ্জত দিল। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, দুর্নীতিমুক্ত, সুশাসনের জন্য একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্তি বাঁচার মতো বাঁচতে। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনামলে কত অত্যাচার, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত কত রক্ত দিতে হয়েছিল। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কিন্তু ভোগ করতে পারিনি। পাইনি গণতন্ত্র মানবাধিকার। অত্যাচার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি, অনেক রক্তস্রোত বয়ে গেছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে।

আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে দেশের গণতন্ত্র মুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখা উপস্থাপন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন, নারীর সমঅধিকার, গণভোটের বিধান, সুশাসন তৃণমূলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। যা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনায় এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকার।

আমি আমার স্ত্রী পরিবার বন্ধুবান্ধবের নিকট কৃতজ্ঞ যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সোনামণি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী যিনি আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার এই বইটিতে যদি কোনো ভুলত্রুটি থাকে তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

–লেখক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রগতিশীল গ্রিন পার্টির ভিশন ২০২৫

টি.আ.চৌ-১৮/০৫/২০১৭

ভিশন ২০২৫

১. রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন।

২. নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে।

৩. পুরো দেশকে ৭টি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে।

৪. ৪০০ আসন বিশিষ্ট সংসদ করা হবে। ৫০০

৫. একই ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। ৪+৪=৮

৬. শাসন কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা হবে।

৭. শাসন কাঠামো বিকেন্দ্রীকরণ ও শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

৮. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

৯. সংসদের উচ্চকক্ষ স্থাপন করা হবে/দ্বিকক্ষ

১০. গণভোটের বিধান ফিরিয়ে আনা হবে।

১১. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

১২. সুশাসনের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৩. দলীয়করণ ও পরিবারতন্ত্র প্রতিরোধ করা হবে।

১৪. দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনা হবে।

১৫. কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করা হবে।

১৬. নারীকে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হবে।

১৭. নারী-পুরুষকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হেব।

১৮. একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন থাকবে।

১৯. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ করা হবে।

২০. নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে।

২১. বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

২২. ২৫ জন সদস্য নিয়ে সংবিধান আদালত থাকবে।

২৩. দলের সংবিধান গণতান্ত্রিক থাকতে হবে।

২৪. সরকারের হাত থেকে র‍্যাব ও পুলিশকে স্বাধীন করা হবে।

২৫. প্রতিটি নদী ও খাল খনন করা হবে।

২৬. প্রতিটি ঘরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হবে।

২৭. সাম্প্রদায়িকতামুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে।

২৮. যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হবে।

২৯. মাতা-পিতার লালনপালনে ছেলেকে বাধ্য করা হবে।

৩০. নিয়মিত একটি সময়ে নির্বাচন করা হবে।

৩১. সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৩২. সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩৩. সংসদে কথা বলার জন্য সকল সদস্যকে সমান সময় দেওয়া হবে।

৩৪. প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, পুলিশ প্রধান, সংসদের অনুমতি নিতে। হবে হ্যাঁ/না ভোটে।

৩৫. প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতির জন্য দশ মিনিটের বেশি সময় রাস্তা বন্ধ রাখব না।

৩৬. ভোটাভোটি ছাড়া হরতাল করা বন্ধ করব।

৩৭. শ্রমিক সংগঠন বাধ্যতামূলক করা হবে (ট্রেড ইউনিয়ন)।

৩৮. বাজেটের সবচেয়ে কম হলেও ৯০% (নব্বই শতাংশ) ব্যবহার করব।

৩৯. সকল রাজনৈতিক দলকে টিভি/গণমাধ্যমে সমান সময় দেওয়া হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য
সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান

অধ্যাপক ড. আলী রিয়াজের

নিকট

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কর্তৃক

সংবিধানের কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব

১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ঢাকা

UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)
Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Email. updfcht@gmail.com Website: www.updfcht.com

Ref: *Date:*

বরাবর
অধ্যাপক ড. আলী রিয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব।

সম্মানিত ড. রিয়াজ,
আগস্ট ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৭২ সালের সংবিধানের আগ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বৃটিশ আমলে ১৮৭৪ সালের Scheduled District Act এর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি "Scheduled District", ১৯১৫ সালের গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর অধীনে "Backward Tract", ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর অধীনে ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে "Excluded Area" এবং ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে "Tribal Area" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নতুন সংবিধানে অতীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার দাবি জানানো হলে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের জনগণের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং পরে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের জন্ম হয়।

আমরা আশা করি, এই ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না এবং আপনার নেতৃত্বে যে সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন হবে, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তার বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ফিরে পাবে এবং এই অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে।

এই আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে সংবিধানে কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব পেশ করছি, যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

ধন্যবাদসহ।

১। **মাইকেল চাকমা**
সংগঠক, ঢাকা অঞ্চল
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

২। **জিকো ত্রিপুরা**
সভাপতি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম

৩। **অংকন চাকমা**
সভাপতি, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও সহযোগি সংগঠনের কতিপয় প্রস্তাব:

১০ ডিসেম্বর ২০২৪

ক। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা

১। সংবিধানে "নবম-খ ভাগ" নামে একটি বিভাগ সংযোজন করা, যার শিরোনাম হবে "সংখ্যালঘু জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী" এবং এই ভাগের অধীনে ১৪১ঘ অনুচ্ছেদ যোগ করে নিম্নোক্ত বিধান সন্নিবেশিত করা:

"৯ম খ ভাগ

"সংখ্যালঘু জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী

১৪১ঘ। (১) দেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরি ও সাঁওতালসহ ৫ম তফসিলে [এরপর ৫ম তফসিল নামে একটি তফসিল সংযোজিত করে সেখানে অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির নাম সন্নিবেশিত হবে] বর্ণিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল"।

(২) সরকার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করবে, যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যাহাই বলা হউক না কেন, এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে নাগরিকদের চলাফেরা, যাতায়াত ও বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নিজস্ব প্রথাগত ভূমি ও অনান্য অধিকার যেমন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষিত থাকিবে; স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট জমি বিক্রয়, বন্দোবস্তী, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর কিংবা তাহাদের প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতীত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) এই ভাগে বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন আইন কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন আইন সংসদে উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামত, প্রয়োজনে গণভোটের মাধ্যমে, গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হউক না কেন, এই ভাগের কোন বিধান সংশোধনের (সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ) ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।"

যৌক্তিকতা: *বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। এখানে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও আনুমানিক ৪৫টি সংখ্যালঘু জাতির জনগণও স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। দেশে বসবাসরত সকল জাতির মধ্যে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন।*

সংখ্যালঘু জাতির জনগণ যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে তাদের স্বাতন্ত্র্য সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে কোন সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জাতিসংঘ সনদে ছোট-বড় প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সম্প্রতি আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতির অধিকার বিষয়ক ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বের বহু সরকার তাদের দেশে

বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের দেশে তাদেরই পূর্বপুরুষদের দ্বারা অতীতে আদিবাসী জাতিগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, ইতালী, স্পেন, ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, চীন ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অস্তিত্ব ও অধিকার মেনে নিয়ে সংবিধানে বিশেষ বিধান সংযোজন করা এখন সময়ের দাবি। দেশে সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তোলার জন্য এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে পশ্চাদপদ রেখে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ কখনোই এগিয়ে যেতে পারবে না। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা জারী রেখে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না।

খ। জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ:

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩ক) এর পর (৩খ) নামে নিম্নোক্ত নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা:

> "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পাহাড়ি জাতিসমূহের জন্য ১টি মহিলা আসনসহ ৪টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত আসনসমূহের সংসদ সদস্যগণ কেবলমাত্র পাহাড়ি ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাহারা অন্য সংসদ সদস্যদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবেন।"

> "65 (3B). Four seats shall be reserved for the Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts in the three districts, including one women's seat, who will be directly elected solely by the hill people voters. They will be entitled to the same priviles and entitlements like other members of Parliament."

যৌক্তিকতা: *রাষ্ট্র যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি জাতিগুলো বাঙালির চাইতে* ***অনগ্রসর*** *রয়েছে, তাই তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এই বিশেষ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। সংসদে একমাত্র তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেই এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হতে পারে।*

বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে পাহাড়িরা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন সত্য। কিন্তু সব সময় তারা জাতীয় রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন লাভ করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

কোন দলের মনোনয়ন পাওয়া না পাওয়া সে দলের নেতৃত্বের মর্জি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাছাড়া মনোনয়ন পাওয়া গেলেও নির্বাচিত হতে পারবেন কীনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অথচ সংরক্ষিত আসন থাকলে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, 'জাতীয় রাজনৈতিক দল' থেকে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর পাহাড়ি সাংসদরা সংসদে জনগণের এবং বিশেষত পাহাড়ি জনগণের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরার চাইতে নিজ দলের ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে পশ্চাদপদ ছিলেন বলে সংসদে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা রাখার ফলে তারা আজ বিভিন্ন দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর হয়েছেন। একই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত পাহাড়িদের জন্যও তাই করা প্রয়োজন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) এবং ২৮(৪) মোতাবেক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৎকালীন বৃটিশ-বাংলা প্রদেশ, বৃটিশ-ভারত উপনিবেশ, পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র -- কোনটিতে অন্তর্ভুক্তির সময় অন্তর্ভুক্তির বিষয়, ধরণ, মাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে পার্বত্য জাতিসমূহের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি এবং যদি কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণ করা হয়েও থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাষ্ট্র ও প্রদেশের আইনী ও প্রশাসনিক কাঠামোতে কোন স্থান পায়নি। তাই, নির্বাচনীক প্রতিনিধিত্ব-সম্বলিত পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেমন ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে আদিবাসী, জনজাতি, সংখ্যালঘু এবং অবহেলিত ও প্রান্তিক জাতিসত্তাসমূহকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে তা অনুপস্থিত। এই ঘাটতি পূরণ করা অতি আবশ্যক।

গ। নতুন অষ্টম তফসিল সংযোজন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

সপ্তম তফসিলের পর উপরোক্ত নতুন তফসিল সংযোজিত হলে সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"অষ্টম তফসিল

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ আইনসমূহঃ-

The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Bengal Act I of 1900), also known as the Chittagong Hill Tracts Manual.

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন)।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)।

EIGHTH SCHEDULE

৩

The special laws of the Chittagong Hill Tracts:-

The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Bengal Act I of 1900), also known as "The Chittagong Hill Tracts Manual".

The Rangamati Hill District Council Act, 1989 (Act XIX of 1989).

The Khagrachari Hill District Council Act, 1989 (Act XX of 1989).

The Bandarban Hill District Council Act, 1989 (Act XXI of 1989).

The Chittagong Hill Tracts Regional Council Act, 1998 (Act XII of 1998).

যৌক্তিকতা: *পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের কোন সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ বলে কিংবা কোন দল সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এসব আইন বাতিল করতে পারেন। ২০১০ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এক মামলায় [Mohammad Badiuzzaman & Another v. Bangladesh & Others, 15 BLC (2010), 531] পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও উক্ত আইনের মাধ্যমে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। একই রায়ে ১৯৯৮ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনত্রয়ের কিছু বিধানও অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষিত হয়। ভবিষ্যতে সুপ্রীম কোর্টের কোন রায়ের মাধ্যমে বা পাহাড়ি-বান্ধব নয় এমন সরকার কর্তৃক এইসব আইন বাতিল না হয় তার জন্য সংবিধানে নিশ্চয়তা থাকা অপরিহার্য।*

ঘ। সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানের সম্মতির বিধান

১৩। অনুচ্ছেদ ১৪২ এর (খ) দফার পর সংযোজন

অনুচ্ছেদ ১৪২-এর (খ) দফার পর "(গ)" দফা সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ বাক্য যুক্ত করা: "এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।"

উক্তরূপে নতুন দফা সংযোজিত হলে নুতন সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"(গ)"এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।"

যৌক্তিকতা: যেহেতু সংবিধানের উপরোক্ত বিধানসমূহ বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, তাই উক্ত বিধানসমূহ সংশোধনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি-সম্মত।

৬। অন্যান্য কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন

১। অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধনী

বিকল্প ১

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এ "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে" এর পর নিম্নোক্ত বাক্য যুক্ত করা: "তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর হইবে এবং বিশেষ আইনের মাধ্যমে তাহা পরিচালিত হইবে"।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ ১

১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর হইবে এবং তা বিশেষ আইনের মাধ্যমে তা পরিচালিত হইবে।

The Republic

1. Bangladesh is a unitary, independent, sovereign Republic to be known as the 'People's Republic of Bangladesh'. However, the administrative system of the Chittagong Hill Tracts region will be different from that in other regions and it will be administered in accordance with special laws.

বিকল্প ২

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এ "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে" এর পর নিম্নোক্ত বাক্য যুক্ত হইবে, "তবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

বতমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ ১

১. বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।

Article 1

1. Bangladesh is a unitary, independent, sovereign Republic to be known as 'the People's Republic of Bangladesh'. However, nothing in this article shall prevent the state from taking special measures for the administration of the Chittagong Hill Tracts region.

যৌক্তিকতা: *Mohammad Badiuzzaman & Another v. Bangladesh & Others [15 BLC (2010), 531] মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পরিষদকে জাতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এর পরিপন্থি মর্মে অসাংবিধানিক ও বে-আইনি ঘোষণা করেছে। উক্তরূপ সাংবিধানিক বিধান থাকলে এইরূপ আইন ও পরিষদ অসাংবিধানিক বিবেচিত হতো না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।*

২। অনুচ্ছেদ ৩ এর সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।" এর পর নিম্নোক্ত বাক্য যুক্ত করা: "তবে বাংলা ব্যতীত দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"প্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা। তবে বাংলা ব্যতীত দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।"

"The state language of the Republic is Bangla. However, the state will provide equal patronage to foster and develop the languages other than Bangla, of the different peoples of the country."

যৌক্তিকতা: *বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও আরও অনেক ভাষা রয়েছে, যার জন্য দেশ গর্ব করতে পারে। কিন্তু এ ভাষাগুলো বর্তমানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। রাষ্ট্র তথা সরকারের উচিত এসব ভাষার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।*

৩। অনুচ্ছেদ ৬(২) এর সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ৬(২) এর "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" স্থলে "বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" প্রতিস্থাপন করা।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন"

"The People of Bangladesh shall be known as Bangladeshi."

যৌক্তিকতা: *(১) বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরী, গারো, সাঁওতালসহ ভিন্ন ভাষাভাষী অন্তত ৫০টি জাতিসত্তা রয়েছে। তারাও বাংলাদেশের জনগণের অংশ, তবে তারা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয় না।*

(২) পৃথিবীর কোথাও কোন কালে কোন ব্যক্তির জাতিত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, জন্মের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় এবং তা পরিবর্তন করা যায় না। একজন বাঙালি পৃথিবীর যে দেশেই অবস্থান করুক, তার জাতিত্বের কোন পরিবর্তন হবে না। তার নাগরিকত্বের পরিবর্তন হবে মাত্র। তিনি বৃটেনের স্থায়ী বাসিন্দা ও নাগরিক হলে তিনি হবেন বৃটিশ। অন্য সব জাতির লোকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

(৩) নাগরিকত্ব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু জাতিত্ব ত্যাগও করা যায় না। পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করুন একজন বাঙালি সকল সময় একজন বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন। একজন চাকমা, মারমা বা অন্য যে কোন জাতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই আইন করে কারোর জাতিত্ব হরণ বা অন্য জাতিতে রূপান্তরিত, কিংবা তার উপর ভিন্ন জাতিত্ব অর্পন করা যায় না।

(৪) কোন দেশের জনগণ যারা, তারাই সে দেশের নাগরিক। অথচ সংবিধানের বর্তমান ধারায় জনগণ ও নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশে বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে কারা জনগণ, আর কারা নাগরিক?

(৫) এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের পরিচিতি সাংবিধানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ হলো একটি বহুজাতিক, বহুভাষিক রাষ্ট্র। অথচ উক্ত অনুচ্ছেদে সেটা অস্বীকার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে একজাতির রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

৪। অনুচ্ছেদ ১৩ এর (গ) উপঅনুচ্ছেদের পর সংযোজন

অনুচ্ছেদ ১৩ এর (গ) উপঅনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত উপঅনুচ্ছেদ সংযোজন করা: "(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ গ্রাম, মৌজা, সার্কেল ও অন্যান্য পর্যায়ে বংশপরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ স্বল্প জনসংখ্যার জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীসমূহের সামষ্টিক মালিকানা।"

সংযোজিত নতুন উপ-অনুচ্ছেদটি হবে নিম্নরূপ:

"১৩(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ গ্রাম, মৌজা, সার্কেল ও অন্যান্য পর্যায়ে বংশপরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহের সামষ্টিক মালিকানা।"

"13 (d) Collective ownership, that is ownership by Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts at village, mauza, circle and other levels based on customs and usages practiced intergenerationally, as with other peoples with small populations having ownership on a collective basis."

যৌক্তিকতা: *পার্বত্য চট্টগ্রামে সমষ্টিগত মালিকানা বা কমিউন্যাল ও কালেক্টিভ ওনারশিপ প্রথা স্মরণাতীতকাল থেকে ঐতিহ্যগতভাবে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সংবিধানে এর স্বীকৃতি না থাকায় পাহাড়িরা তাদের ভূমি হারাচ্ছে। ভূমির উপর পাহাড়িদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত মালিকানার আইনগত স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন, যাতে সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ মোতাবেক তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষিত হতে পারে।*

৫। অনুচ্ছেদ ১৪-এর সংশোধন

অনুচ্ছেদ ১৪ নিম্নলিখিত বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক, শ্রমিক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ স্বল্প জনসংখ্যার জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীসমূহকে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক, শ্রমিক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহকে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

"It shall be a fundamental responsibility of the State to emancipate the toiling masses – the hill peoples of the Chittagong Hill Tracts, along with other national minorities, the peasants and workers -- and backward sections of the people from all forms of exploitation."

যৌক্তিকতা: দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলো যুগ যুগ ধরে শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়ে আসছে। তাদের কথা দেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে ও গুরুত্বসহকারে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬। অনুচ্ছেদ ২৩-এর সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ২৩ সংশোধন পূর্বক নিম্নোক্তভাবে সন্নিবেশিত করা: "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষাসহ দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষাসহ দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"

"23. The State shall adopt measures to conserve the cultural traditions and heritage of the people, and so to foster and improve the national language, literature and the arts, along with that of all the peoples of the country, that all sections of the people are afforded the opportunity to contribute towards and to participate in the enrichment of the national culture and that of the different peoples."

যৌক্তিকতা: অন্যান্য জাতিসত্তার ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকা দরকার।

৭। অনুচ্ছেদ ২৩ক-এর সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ২৩ক সংশোধন করে তদস্থলে নিম্নোক্ত বাক্য স্থাপন করা: "সংখ্যালঘু জাতির সংস্কৃতি: রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"২৩ক। সংখ্যালঘু জাতির সংস্কৃতি: রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

"23A. The State shall take steps to protect and develop the unique local culture and traditions of the Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts along with that of all other national minorities."

যৌক্তিকতা: "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী" এই অভিধাগুলো যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য নয়। তার পরিবর্তে "সংখ্যালঘু জাতি" বা ইংরেজীতে "national minority" শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮। অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এর সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা" শব্দগুলোর পর "পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ" শব্দগুলো সংযোজন করা।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

"28(4). Nothing in this article shall prevent the State from making special provision in favour of women or children or for the Hill peoples of the Chittagong Hill Tracts and other national minorities and for the advancement of any backward section of citizens."

যৌক্তিকতা: প্রান্তিক জাতিসত্তাগুলোর কথা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত।

৯। অনুচ্ছেদ ২৯(৩)(ক) এর সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ২৯ এর ৩ উপ-অনুচ্ছেদের (ক) দফায় "নাগরিকদের" শব্দের পূর্বে "পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ" শব্দগুলি যুক্ত করা।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,"।

"making special provision in favour of backward section of citizens including the Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts and members of national minorities for the purpose of securing their adequate representation in the service of the Republic;"

যৌক্তিকতা: *পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ দেশের স্বল্প জনসংখ্যার জাতিগুলোর কথা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত, কারণ এই জাতিসমূহের প্রান্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থান সরকারী দলিল (যথা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা), জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের সমীক্ষা ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষা ও গবেষণায় প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রশাসনিক মহলে (যথা ২০১৮ সনে সরকারী চাকুরীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা বিলুপ্তির পূর্বে তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদ সচিবের বক্তব্য) ও এমনকি আদালতের রায়ে (যথা মোহাম্মদ বদিউজ্জামানের মামলায়, যেখানে আঞ্চলিক পরিষদকে অ-সাংবিধানিক ও বেআইনী ঘোষণা করা হয়) এই প্রান্তিকতা বৈষম্যমূলক ও ভিত্তিহীনভাবে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। অতএব, সাংবিধানিকভাবে এই স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানে সমতা ও বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে "অনগ্রসর অংশ" এর উল্লেখের পাশাপাশি "তফসিলি জাতি" ও "তফসিলি জনজাতি"এর আলাদা উল্লেখ রয়েছে।*

১০। অনুচ্ছেদ ৩৬ এ সংযোজন

অনুচ্ছেদ ৩৬ এ "জনস্বার্থে" শব্দের পূর্বে উপ-অনুচ্ছেদ (১) সংযোজন করা। অতপর "... প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"-এর পর নিম্নোক্ত নতুন একটি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে।

"(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়, স্বকীয়তা ও অধিকার সুরক্ষার্থে বিশেষ বিধান প্রণয়নে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

"(2) Nothing in clause (1) shall prevent the State from making special provision for the protection of the identity, integrity and rights of the hill peoples of the Chittagong Hill Tracts and other national minorities."

যৌক্তিকতা: *যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ও জেলা হিসেবে ঘোষণা করে তার 'উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয়' বলে স্বীকার করা হয়েছে, তাই এই আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য এই বিধান সংযোজন করা উচিত।*

সংবিধানে যথাযথ বিশেষ বিধান রাখা না হলে সাধারণ আইনে অন্তর্ভুক্ত বাধা নিষেধসমূহ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংবিধান বিরোধী ও বেআইনী মর্মে ঘোষিত হতে পারে। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে Mustafa Ansari v. Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tracts & Others, PLD, 1965, Dacca, 576 *মামলায় পার্বত্য*

চট্টগ্রামের রেগুলেশন ১৯০০ এর ৫১ নং বিধিকে তৎকালীন পাকিস্তান সংবিধানের চলাফেরার স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী মর্মে ঢাকা হাই কোর্ট কর্তৃক অসাংবিধানিক ও বেআইনী ঘোষিত হয়। উক্ত বিধানের ভিত্তিতে মুস্তাফা আনসারী নামক এক অস্থানীয় ঠিকাদারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনার এস জেড খান আদেশ দেন। আনসারী সংশ্লিষ্ট রিট মামলার আবেদনকারী হয়ে ৫১ নং বিধির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। আনসারী কাজলং পুনর্বাসন এলাকার কাপ্তাই বাঁধের পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কাজলং সংরক্ষিত বনের গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ কেটে জায়গাটি বসবাসযোগ্য করার জন্য ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ঠিকাদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এলাকার একটি অংশকে বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এবং তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী মামলাও রজুকৃত ছিল। কথিত আছে, ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে বেশ কয়েক হাজার পাহাড়ি উদ্বাস্তু স্থায়ীভাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করার পিছনে আনসারীর কুকর্ম যথেষ্ট পরিমাণে দায়ি।

তার দায়ের করা রিট মামলায় রায় প্রদান করেন বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম-এর নেতৃত্বাধীন একটি ডিভিশনাল বেঞ্চ (পরে বিচারপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।) মামলায় দরখাস্তকারীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী ও খন্দকার মাহবুবুদ্দিন আহমেদ এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মাকসুমুল হাকিম ও মুস্তাফা কামাল।

উপরোক্ত ৫১ নং বিধির সাথে ৫২ নং বিধি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। উল্লেখ্য, ১৯০০ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বা ম্যানুয়েলের ৫২ নং বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিরাগতদের প্রবেশ বসতিস্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। বৃটিশ আমলে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) প্রবর্তনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে Inner Line Regulation, 1873 প্রয়োগের / পুনঃ প্রয়োগের প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে Rule 52 এর প্রয়োগ স্থগিত করা হয়। ["The Governor in Council is pleased to suspend for the present and until further orders, the operation of Rule 52 of the Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts"
(Memo No. 3837-E.A., dated 11 March 1935 from the Secretary to the Government of the Chittagong Division. Original preserved in the Chakma Raja's Archives, Rajbari, Rangamati, Chittagong Hill Tracts)]

ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের জন্য অনুপ্রবেশের দয়ার খুলে যায়। আর এতে পাহাড়িরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনুপ্রবেশ বা বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পাহাড়িদের 'আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের" জন্য অপরিহার্য। সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদেও নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশে সংখ্যালঘু জাতি বা আদিবাসীদের জন্য এ ধরনের রক্ষাকবচ রয়েছে। যেমন ভারতের মিজোরাম তার একটি দৃষ্টান্ত।

১১। পঞ্চম ভাগের (আইনসভা) ১ম পরিচ্ছেদের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা।

যৌক্তিকতা: *এই অনুচ্ছেদ অগণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।*

১২। নবম-ক ভাগের ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া। [জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা]

যৌক্তিকতা: *জরুরী অবস্থা জারির বিধান গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিধান থাকা উচিত নয়।*

১৩। একটি সার্বভৌম সংসদ, একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার করা।

যৌক্তিকতা: *৫ আগস্ট ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন তথা দেশে যাতে কোনভাবে আর ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা দরকার।*

১। মাইকেল চাকমা
সংগঠক, ঢাকা অঞ্চল
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
১০/১২/২০২৪

২। জিকো ত্রিপুরা
সভাপতি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরমা
১০/১২/২৪

৩। অংকন চাকমা
সভাপতি, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
১০/১২/২০২৪